রহস্য—সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৭ খণ্ড

যুগান্তরীয় অদ্ভুত জন্তু।

ক, বিশালসর্পী। খ, পক্ষিসর্পী।

রহস্য-সন্দর্ভের ৫৫ খণ্ডে যুগান্তরীয় কএকটী কুম্ভীলের বর্ণন করা হইয়াছে, তৎপাঠে অনেকেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। অধুনা তাৎকালিক অপর কএকটী কুম্ভীরের বর্ণন উদ্দেশ্য, তাহা পূর্ব্ববর্ণিত কুম্ভীলহইতেও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। এই সকল জীবের কেবলমাত্র প্রস্তরীভূত অস্থিদৃষ্টে তাহাদের বর্ণনা নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহা অনেক বিষয়ে সন্দেহজনক ও অসম্পূর্ণ মানিতে হইবেক; পরন্তু, বোধ হয়, তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনও পাঠকবৃন্দের রহস্যব্যঞ্জক হইতে পারে।

প্রস্তাবিত জীবমধ্যে 'মিগালোসারস্' বা বিশালসর্পী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; দ্বিতীয় যুগের আণ্ডিকস্তর-নামক স্তরবিশেষে ইহার কথক্ গুলি অস্থি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রস্তাব-শিরোভাগের ক-চিহ্নিত চিত্র দেখিলেই বোধ হইবে যে আমাদিগের এ আত্মীয় কি ভীষণদর্শন। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৩০ হস্ত, এবং হস্তীহইতে দ্বিগুণ স্থূল হইত। ইহার সমস্ত শরীর মাংসল, স্থূল ও বলবৎ। যদ্যপি ইহার পদচতুষ্টয় বৃহৎ না হইত ও শরীরের নিম্নভাগ দৃঢ়রূপে যোজিত না থাকিত তবে ইহা দর্শনে একটী ভীষণ কুম্ভীর বলিয়া জ্ঞান হইত, সন্দেহ নাই। পরন্তু পদের দৈর্ঘ্যে তাহার অন্যথা বোধ হয়। ইহার মুখ দীর্ঘ ও বিকট দংষ্ট্রাপূর্ণ; দন্তগুলির গঠন অতিচমৎকার, ও তাহাদিগের পঙ্‌ক্তি-পরম্পরা যোজনা এতাদৃশ বিচিত্র যে উহাদ্বারা এককালে প্রশাণিত ক্ষুর, অতিতীক্ষ্ণ শেল, ও করাত যন্ত্রের কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক দন্ত সূক্ষ্মাগ্র ও বক্রাগ্র, এবং প্রত্যেকটি দেখিতে যেন শাখাচ্ছেদী ছুরিকার সদৃশ। এই ভয়ানক দন্তবিশিষ্ট বক্ত্রে কোন জন্তু পড়িলে বা ধৃত হইলে তাহার পলায়নের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ওষ্ঠের পুরোভাগ চাপা ও পার্শ্বদ্বয় পাতলা ও চেপটা, এবং দেখিতে ঘড়িয়ালের তুণ্ডের সদৃশ। এই জীবের চক্ষু দীর্ঘ হইত, এবং কর্ণ এতাদৃশ ক্ষুদ্র যে নাই বলিলেই হয়। স্কন্ধদেশে কণ্ঠের নিকটহইতে বাহুমূলপর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে স্থূল,

অত্যন্ত মাংসল, এবং বহুল ত্বকস্তরে আবৃত। স্কন্ধমূল সমস্ত শরীরাপেক্ষা উচ্চ,এবং ৭ বা ৮ হস্ত উর্দ্ধ। স্কন্ধমূলহইতে বাহুমূল-পর্য্যন্ত স্থান সমস্ত শরীরের মধ্যে অত্যন্ত প্রশস্ত ; ঐ স্থানহইতেই শরীরটী ক্রমে সরু হইয়াছে। পুরঃপদদ্বয় অত্যন্ত স্থূল, ও ভয়ানক তীক্ষ্ণ-বক্র-নখ-বিশিষ্ট। পুচ্ছমূল অত্যন্ত স্থূল ও ক্রমে প্রতনু হইয়াছে। সমস্ত পুচ্ছটী মাংসল।

এই ভীমকায় জীবের নিম্নে যে জন্তুর দুইটী চিত্র আছে তাহার নাম "তিরসরিয়া" বা পক্ষিসর্পী। ইহার অবয়ব পক্ষীর ন্যায় বটে, বিশেষ ইহার দন্তহীন বক্তু পক্ষিচঞ্চুর সহিত অনেক সাদৃশ্য রাখে; ইহার অস্থিচয়ের গঠনও নানা প্রকার পক্ষীর-অস্থিসদৃশ; বিশেষ অস্থিগুলিতে বায়ুরন্ধ্র থাকাতে এই জীবকে পক্ষিজাতীয় বলিয়া মানিতে হয়। পরন্তু শরীরের অপর অংশ সর্পীর সদৃশ, এবিধায় ইহাকে সর্পী ও পক্ষীর ধর্ম্মশালী সরীসৃপ বলিতে হইবে। ইহার আকারের কিয়দংশ রক্ত-শোষক বাদুড় ও কিয়দংশ কাটঠোকরা পক্ষীর সমতুল্য। কুম্ভীরের ন্যায় তীক্ষ্ণ বক্র, ক্রমশঃ প্রতনু চঞ্চু, গোধার শরীরের সদৃশ শরীর, এবং ত্বচ্ আঁসরূপ-বর্ম্মাবৃত থাকায় ইহা একটী নিতান্ত বিকটমূর্ত্তি জন্তু হইয়াছে। এই ভয়াবহ কদাকার কদর্য্য জন্তুর দেহাবশেষ লায়াস-নামক স্তরে যথেষ্ট প্রাপ্তহওয়াযায়। এপর্য্যন্ত ইহার যে সকল অস্থির অবশেষ প্রাপ্তহওয়া গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় কোন কালে এই জীবের আটটী বংশ বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে এপ্রকার অস্থ্যবশেষকে পূর্ব্বতন পক্ষিজাতির অস্থি বলিয়া পরিগণিত হইত। বিজ্ঞবর কুবের সাহেব ঐ অস্থিসকলের অবয়ব দেখিয়া এইজীব সকলকে সরীসৃপ-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। খ-চিহ্নিত চিত্রে দৃষ্টি করিলে এই বিকট জন্তুর অবয়ব অবগত হওয়া যাইবে। চর্ম্ম পক্ষ ও পক্ষাগ্রে তীক্ষ্ণ অঙ্গুষ্ঠ থাকায় ইহা দর্শনে বাদুড়ের ন্যায় হইয়াছে। ইহাদের চক্ষুদ্বয় সুদীর্ঘ, নাসারন্ধ্র বৃহৎ, ও গ্রীবা দীর্ঘ হইত। ইহাদের বস্তির অস্থি ক্ষীণ ও গোধার বস্তির সদৃশ। এই সকল হেতুবাদেও ইহাকে সরীসৃপ ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। মস্তকটী শরীরাপেক্ষা অত্যন্ত বড় হওয়ায় জন্তুটী দেখিতে একান্ত কুরূপ। সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি বৃদ্ধাঙ্গুলিহইতে অনামিকা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ, ও গোধারন্যায় নখর। কনিষ্ঠ অঙ্গুলি প্রায় সর্ব্বাঙ্গহইতে দীর্ঘ। আকারে বোধ হয় উক্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগহইতে পশ্চাতের পদের অঙ্গুলি ও পুচ্ছপর্য্যন্ত একখানি চর্ম্মখণ্ড বিস্তারিত থাকিত। জন্তুটী উক্ত পক্ষসদৃশ-চর্ম্মে ভর করিয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইত,(গ চিহ্নিতচিত্র), ও বৃক্ষশাখাহইতে ভূমিস্থ শত্রু আক্রমণে আশ্রয়পাইত। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হইয়া পুচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হইত, একারণ নিজচর্ম্মপক্ষ না বিস্তার করিয়া পদে ও শরীরের পশ্চাদ্ভাগে ভর দিয়া ইহা ভূমার্গে গমনে পারগ ছিল; কিন্তু মস্তকের গুরুত্ব হেতুক পক্ষীর ন্যায় পশ্চাৎপদে ভর দিয়া অবস্থান করিতে অক্ষম ছিল। পদচতুষ্টয়ে বক্রনখ থাকায় অনায়াসে বৃক্ষাদি আরোহণে সমর্থ হইত, ও বোধ হয় বাদুড়ের ন্যায়, নখদ্বারা শাখা আশ্রয় করিয়া ঝুলিত; তথা প্রয়োজনমতে অধস্থ জীবের উপর লম্ফ দিত। মুখের গঠনে বোধ হয় যে মৎস্য ও কীটাদিই ইহার উপজীবিকা ছিল।

সর্পিগণের সহিত গোধা বা গোয়াসাপের বিশেষ সমতা আছে, এবং পুরাকালে গোধা জাতীয় অনেক বিশালকায় জীব বর্ত্তমান ছিল। তন্মধ্যে দুইটীর অবয়ব অপর পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইল। ইহার প্রথমটীর নাম 'ইগ্যানোদন্' বা গোধাদন্তসর্পী

(ক চিহ্নিতচিত্র)। ইহা দীর্ঘে প্রায় ৩৫—৪০ হস্ত ও অত্যন্ত-স্থূল-শরীর-বিশিষ্ট। পুচ্ছ অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র, কিন্তু মূলভাগে যথেষ্ট স্থূল; বলে ইহার পশ্চাতের পদদ্বয় না থাকিলে পুচ্ছমূল ও শরীরের শেষবিভেদ করা কঠিন হইত। পুরোঃপদদ্বয় শরীরের সহিত প্রায় একীভূত ও ক্ষুদ্র হওয়ায় জন্তুটী চতুষ্পদে ভরদিয়া দাঁড়াইলে পুরোভাগ নিম্ন বোধহইত। পদচতুষ্টয় অত্যন্ত স্থূল। প্রতিপদে ৩ হস্ত দীর্ঘ নখর অঙ্গুলি হইত। কেহ কেহ বলেন, ইহার পুচ্ছ প্রায় ১০ হস্ত দীর্ঘ ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত অঙ্গের অস্থি না পাওয়ায় তাহা স্থির করা হয় নাই। বিজ্ঞবর ওবেন সাহেব বলেন, ইহার পুচ্ছ ক্ষুদ্র ছিল। আধুনিক গিরগিট-বিশেষের ন্যায় ইহার নাসারন্ধ্র-দ্বয়ের মধ্যে একটী শৃঙ্গ হইত। উরুদেশের অস্থি হস্তির উক্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, ও গঠনে বোধ হয় ভূমার্গ বিচারণোপযোগী। দন্তগুলি চেপ্টা ও ঝাউপ্রভৃতি বৃক্ষের শাখা-চর্বণে পটু। দন্তচয় কুম্ভীরের দন্তের ন্যায় হনুতে সংলগ্ন। পৃষ্ঠে মস্তকের মূলহইতে পুচ্ছপর্য্যন্ত আলম্বমান এক শ্রেণী অস্থিশলাকা থাকিত।

এই ভীষণমূর্ত্তি গোধার অবান্তর ভেদ অপর একটী ভীমকায় গোধা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার নাম 'হাইলিওসারস্' বা আরণ্যসর্পী(খ চিহ্নিতচিত্র)। ইহার শরীরের পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত গোধার তুল্য হইত; কিন্তু ইহার দেহ কেবলমাত্র ত্বচে আবৃত না হইয়া কুম্ভীরের দেহে যে রূপ অস্থিময় শল্ক হয় সেইরূপ অতীব স্থূল বহুসংখ্যক অস্থিখণ্ডে আবৃত,এবং পৃষ্ঠ-[illegible]শে এক পঙ্‌ক্তি দীর্ঘ ও ভয়াবহ অস্থিশলাকা [illegible]পিত থাকিত। এই জীব স্থলচর, সর্ব্বদা অরণ্যে [illegible] ভক্ষণ করত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

[illegible]কালে এই সকল ভীষণ জন্তু বর্ত্তমান থাকায় [illegible]বাসকরা একান্ত অসম্ভব বোধ হয়।

ক, গোধাদন্ত সর্পী। খ, আরণ্য-সর্পী।

বৃষ্টিবৈদ্য ও অদ্ভুত বৃষ্টি।

বৃষ্টির আবশ্যক হইলে ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা একগাছি রজ্জু আকর্ষণ করে, তাহাতেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এ প্রক্রিয়া কোনমতে মন্দ প্রক্রিয়া নহে; রজ্জাকর্ষণ দ্বারা উত্তম ও প্রচুর শস্য পাওয়ার উপায় কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য নহে। বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশীয় বৃষ্টিপ্রার্থীরা দুই পক্ষ হয়; এক পক্ষ বৃষ্টি ইচ্ছা করে; অপর পক্ষ তদ্বিরোধী। এই দুই পক্ষে একত্রহইয়া একগাছি রজ্জুলইয়া উভয় শেষভাগ ধারণ করত দুই পক্ষ বিরুদ্ধদিগহইতে সবলে টানিয়া যে পক্ষ আপনাদিগের দিকে রজ্জুটানিয়া লইতে পারে তাহাদেরই জয় লাভ হয়। ইহা সন্দেহ হইতে পারে যে বৃষ্টিপক্ষীয় লোকেরা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া বিপক্ষ পক্ষ অপেক্ষা অধিক বলের সহিত রজ্জু আকর্ষণ করিবে, তাহাতেই তাহাদের জয়

...। সে যাহা হউক, রজ্জু আকর্ষণ করিবার পরে বৃষ্টি হয় কি না আমাদিগের সংবাদদাতা দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া লেখেন নাই। বোধ হয় এই প্রক্রিয়ায় কোন না কোন ফল আছে, কারণ ইহার প্রতিরূপ অপর অনেক দেশে লক্ষ্য হয়, এবং সর্ব্বত্র বৃষ্টিবৈদ্যের প্রাদুর্ভাব দেখাযায়। অধিকন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রে প্রায় সকল লোকেরই ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এবং সকল-দেশেই বৃষ্টি আনয়ন বা নিবারণক্ষম বৃষ্টিবৈদ্য কোন সময়ে না কোন সময়ে বিখ্যাত হইয়াছিল।

ঐ বৃষ্টিবৈদ্যেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; এক প্রকৃত বৃষ্ট্যানয়ন বা তন্নিবারণ-ক্ষম বৈদ্য; অপর বৃষ্টি আগমনের ভবিষ্যদ্বাদী। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বৃষ্টি কোন্ দিগ্‌হইতে ও কোন্ সময় হইবে তাহাই জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাদিগের যে বৃষ্ট্যুৎপাদনের শক্তি আছে, এমন অভিমান করে না। উত্তর আমেরিকাখণ্ডের বৃষ্টিবৈদ্যদিগের বৃষ্ট্যুৎপাদন শক্তির অভিমান থাকাতে গ্রীষ্মকালে বহুসংখ্যক লোক তাহাদের নিকট গিয়া বৃষ্টির প্রার্থনা করে। আরব-দেশেও ঐরূপ বৈদ্যের অভাব নাই। কাপ্তান নাইবর সাহেব আরব-দেশে গিয়া কিছু দিন নজিরাম-প্রদেশে বসতি করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ মেক-রামী নামা এক সভ্রান্ত শেখের অধিকারভুক্ত ছিল। নাইবর সাহেব বলেন, ঐ শেখ মুহম্মদকে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মানিতেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধি-কারীদিগকে লোকপ্রতারক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। প্রবাদ আছে "যে, জীবদ্দশায় ঐ শেখ স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বর্গ গমনাকাঙ্ক্ষী কেহ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে, তিনি তাহাকে এই লিখিয়া এক পত্র দিতেন যে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গে স্থান পাইবে"। যে যেমন মূল্য দিত তিনি দেবলোকে তাহার জন্য সেইরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন। অপর ভূমণ্ডলে নির্ব্বোধ কুসংস্কার-বিশিষ্ট লোকেরা এত আছে যে অনেকে তাঁহার এবং তৎপ্রতিনিধির নিকটহইতে স্বর্গ-প্রাপ্তি-জন্য নিয়োগপত্র ক্রয় করিত, এবং ঐ পত্রদ্বারা তাহা-দের যে পরমার্থ বস্তু লাভ হইবে এমন ভরসাও করিত। পারশ দেশের করমান প্রদেশীয় এক ব্যক্তি প্রতারক অল্প দিন হইল স্বর্গ-বিষয়ে ঐ রূপ পত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর ঐ বাণিজ্যাবলম্বনে তাহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। সে যাহাহউক শেখ মেকরামীর যে কেবল স্বর্গের ছাড়চিঠী দিবার ক্ষমতা ছিল এমত নহে; তিনি লোকের মনের গুপ্ত ভাব বলিয়া দিতে পারিতেন, এবং জলাভাব হইলে ইচ্ছানুসারে বারিবর্ষণ করা-ইতেন। দেশে অত্যন্ত জলকষ্ট হইলে তিনি একটী সাধারণ উপবাস নির্দ্দিষ্ট করিতেন; সেই উপবাস কি ভদ্র কি অভদ্র সকল লোককেই পালন করিতে হইত। উপবাসের দিবস কেহ মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতে পাইত না, এবং সকলেই সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নম্রব্যবহারে দিন যাপন করিত। কথিত আছে যে, শেখের এই উপায় অবলম্বন করিলে অবিলম্বে উপবাসীদিগের দেশে বারি বৃষ্টি হইত।

উইলিয়ম লাম্পিয়ার নামা এক জন ডাক্তর লেখেন যে, ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মোরকো রাজ্যের সম্রাটের পুত্রের বিষম পীড়া হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আপনরাজ্যে লইয়া যান। ইহ... উক্ত কবিরাজ তাঁহার অন্তঃপুরপর্য্যন্ত প্র... করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক দিন ... পীড়িত রাজপুত্রকে অন্তঃপুরে চিকিৎসা... গিয়া বিশেষ সমারোহ এবং মহা...

করিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতে ছিল, মুসা তাহাকে বিশ্রাম দিনে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অনন্তকাল চন্দ্রলোকে বাস করিবার দণ্ড বিধান করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও এইরূপ গল্প বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে চন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই।

জর্ম্মণিদেশে এইরূপ প্রবাদ আছে যে একদা এক রবিবার প্রাতঃকালে এক জন বৃদ্ধ কতকগুলি ইন্ধন স্কন্ধে করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, এমত সময়ে পথিমধ্যে এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সেই তরুণ ব্যক্তি ধর্ম্মশালায় যাইতেছিল, এবং বৃদ্ধকে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জান যে পৃথিবীতে অদ্য রবিবার, যে দিবস সকলেই পরিশ্রমহইতে বিরত থাকিবে?"

ইন্ধনবাহক উপহাসপূর্ব্বক উত্তর করিল, "পৃথিবীতে রবিবার কি স্বর্গেতে সোমবার, এ উভয়ই আমার পক্ষে সমান।"

"তবে তুমি অনন্তকাল চন্দ্রলোকে থাকিয়া এইরূপ পরিশ্রম কর," এই সাপ দিয়া সেই যুবক তিরোহিত হইল, এবং তদবধি সেই বৃদ্ধ চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করত অক্ষয় ইন্ধনভার বহন করিতেছে।

ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশেও চন্দ্রবিম্বস্থ কলঙ্কসম্বন্ধীয় এইরূপ নানাবিধ প্রবাদ আছে, যদিও সেই সকল প্রবাদের পরস্পরের সহিত সৌশাদৃশ্য আছে; তত্রাপি তাহাদের অবান্তর ভেদ অনেক দৃষ্ট হয়। জর্ম্মণ দেশে প্রবাদ আছে যে ইন্ধনবাহী রবিবার দিবস ইন্ধন বহন করাতে তাহাকে আদেশ করা হয় যে হয় তাহাকে সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত উত্তাপে দগ্ধহইতে হইবে, অথবা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া চিরকাল শীতে জমিয়া থাকিতে হইবে; এবং সে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা শীতে জমিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তাহাই স্বীকার করিয়াছে। অপর একটী গল্পে কহে যে এক ব্যক্তি রবিবার দিবস গির্জা যাইবার পথে কণ্টক ফেলিয়াছিল বলিয়া তাহাকে কণ্টক ভার স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রে অবস্থিতি করিতে হইয়াছে; এবং তাহার স্ত্রী ঐ দিবস নবনী প্রস্তুত করিয়াছিল বলিয়া নবনী ভাণ্ড লইয়া [illegible] বাস করিতে হইয়াছে। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে এক জন পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া চন্দ্রলোকে বাস করিতেছে। ফ্রিজলণ্ড-প্রদেশে ইন্ধনের পরিবর্ত্তে কপিশাগ চৌর্য্য করণের অপরাধে চন্দ্রমণ্ডলে বাসের প্রবাদ আছে। রাতম প্রদেশের লোকেরা কহে যে চন্দ্রে একটী অসুর বসতি করে; সে পূর্ণিমার দিবস এক বৃহৎ ভাণ্ড লইয়া জলতুলিতে থাকে সেই নিমিত্ত তাহার দেহ বক্র ও অবনত দৃষ্ট হয়; এবং পূর্ণিমার দিবস সমুদ্রে কোটাল হয়; অন্য দিবস জল তোলে না বলিয়া সে উন্নত দৃষ্ট হয়। বিলাতে এক প্রবাদ আছে যে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক একটী কুক্কুরের ছায়ায় উৎপন্ন হয়। সেই কুক্কুর চন্দ্রের পালিত প্রিয় পশু। সুইদন্ ও নর্বে প্রদেশের সামান্য লোকদিগের বিশ্বাস আছে যে রবিবার দিবস হিয়ুকি নামা এক বালিকা ও বিল নামা তাহার কনিষ্ঠ সহোদর কূপহইতে জল তুলিয়াছিল, সেই অপরাধ প্রযুক্ত তাহারা তাহাদের জল পাত্র ও কূপের রজ্জুর সহিত চন্দ্রমণ্ডলে নীত হইয়াছে; এবং অনন্ত কাল তথায় বাস করিতেছে। এই গল্প সকলই যে অলীক ইহা রহস্য সন্দর্ভের পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য। চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্ক যে তত্রত্য পর্ব্বত ও গুহার ছায়ায় উৎপন্ন হয় ইহা, বোধ হয়, সকলেই জ্ঞাত আছেন; এবং যাঁহারা ইহার প্রকৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে আমরা রহস্য সন্দর্ভের খণ্ডের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি।

গগণ-ভেড়।

গগণভেড়।
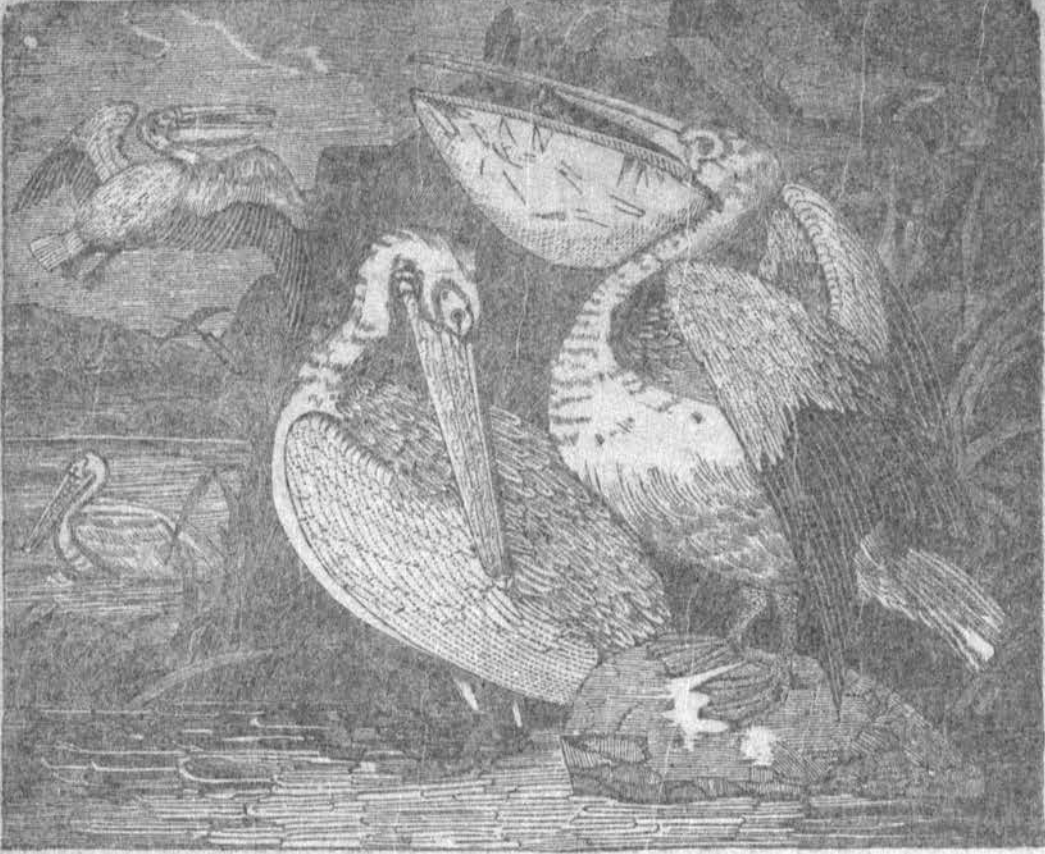
ই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মনোরম সুন্দর প্রকাণ্ড মরাল-বৎ পক্ষীর প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল,তাহা এতদ্দেশে "গগণ-ভেড়" নামে প্রসিদ্ধ। হংসের ন্যায় ইহা এক প্রকার জলচর পক্ষী। আশিয়া আফরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই পক্ষির বাসস্থান, এবং ইউরোপের পূর্ব্বদক্ষিণদিগস্থ কোনো২ দেশেও ইহা দৃষ্টিগোচর হয়। ইউরোপীয়েরা উহাকে "পেলিকান্" শব্দে উক্ত করিয়া থাকে। ইহা উচ্চে প্রায় তিন পাদ, এবং উহার পক্ষদ্বয়ের বিস্তার প্রায়ঃ পাচ হাত। গগণ-ভেড় দেখিতে ঈষৎ পীতাভ-মিশ্রিত-শুভ্রবর্ণ। উহার প্রকাণ্ড চঞ্চু প্রায় হস্তৈক-পরিমাণ দীর্ঘ, এবং তাহার বিস্তার প্রায় তিন অঙ্গুলি। তন্মধ্যে উপরিস্থ চঞ্চুপুট রক্ত-পীতাদি বিবিধ রেখায় বিভুষিত এক কঠিন কাষ্ঠ-ফলকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, আর তদগ্রভাগ শুক-জাতীয় পক্ষিদিগের চঞ্চাগ্রের ন্যায় সুন্দরভাবে বক্র হইয়া থাকে। অধস্তন চঞ্চুপুট তুইখণ্ড স্বতন্ত্র অস্থি-দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ অস্থিশলাকাদ্বয়ের মধ্যে পিঙ্গল-বর্ণ শ্লথ তথা বর্দ্ধনশীল এক খণ্ড চর্ম্ম গ্রীবাগ্র-পর্য্যন্ত ন্যস্ত থাকে। স্বভাবতঃ ঐ চর্ম্ম-খণ্ড সঙ্কুচিত থাকায় তাহা সচারাচার লম্বমান দৃষ্ট হয় না; কিন্তু যখন ঐগগনভেড় বহু সঙ্খ্যক বা বৃহৎ মৎস্য ধৃত করিয়া স্থলি পরিপূর্ণ করে তখন উহার আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক প্রকাণ্ড স্থলীরন্যায়

প্রত্যক্ষ হয়। অপর ভক্ষোপযোগী মৎস্য ধরিবার জন্য যখন গগণ-ভেড় বদন ব্যাদন করে, তখন সেই চর্ম্মখণ্ড ছোট ফেটি জালের ন্যায় বোধ হয়। পরমকারুণিক পরমেশ্বর গগণ-ভেড়ের জীবনোপযোগী এই অত্যাশ্চার্য্য উপকরণ প্রদান করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যে কি অপার কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, সেই সর্ব্বস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল ও অনন্তমহিমা বিশেষ উপলব্ধি হইতে পারে। গগণ-ভেড় অতিশয় অদ্মর, বৃহদ্বৃহৎ মৎস্যসকল ধৃত করিয়া অনায়াসে একবারেই তাহা নিগীরণ করে। পরন্তু এই উদরম্ভরী পক্ষী সাগর-তট, বৃহদ্ হ্রদ, বিল, নদ, বা মৎস্য-পূর্ণ জলাশয় ব্যতীত অন্য স্থানে বাস করে না। গগণ-ভেড়ের পদদ্বয় খর্ব্ব স্থূল এবং বলীয়সী, হংসের পদের ন্যায় উহা একত্বচে লিপ্ত। ইহার ছুই চক্ষু যেন দুই গাঢ় রক্ত বর্ণের চুনির ন্যায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ঊর্দ্ধ-চঞ্চুপুটমধ্যে নাসারন্ধ্রের দুইটি ছিদ্র আছে। উহার মস্তকের উপর দুই চারটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীতবর্ণের পালক হয়। পক্ষদ্বয় সমুদায় শুভ্র, কেবল শেষস্থিত দুই তিনটী পালক কৃষ্ণবর্ণ। গগণ-ভেড় পর্ব্বত-গুহায় কিংবা কোন অত্যুচ্চ স্থানে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং এক সময়ে দুইটীমাত্র শাবক প্রসব করে। চঞ্চুর অধস্থ-স্থলী-মধ্যে মৎস্যাদি আনিয়া প্রসূত শাবকদিগকে পালন করে। ক্রমাগত চত্বারিংশৎ দিবস ডীমের উপর গগণ-ভেড়ী বসিয়া থাকে, এবং সেই সময়ে গগণ-ভেড় নীড়মধ্যে তাহার সমস্ত আহার আনয়ন করে। গগণ-ভেড় আকাশমার্গে উড়িতে পারে, এবং শূন্য-হইতে অতিবেগে নামিয়া জলোপরি মৎস্য ধরিতে বিশেষ পটু। ইহা ভয়ানক কেঁকাঁ রবে নিনাদ করিয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই ইউরোপীয়েরা উহা-কে পেলিকান-শব্দে উক্ত করিয়াছে। সেকৃষ-পিয়রাদি ইউরোপীয় কবিরা পেলিকান-সম্বন্ধে অনেক অসম্ভাবিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটী গল্প বিশেষ রম্য। তাঁহারা কহেন যে পেলিকান খাদ্য সঙ্গ্রহ করিতে না পারিলে চঞ্চুদ্বারা আপন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া নিজ শোণিতে শাবক প্রতিপালন করে। এই গল্পটী যে মিথ্যা—ইহার উল্লেখ করা বাহুল্য; পরন্তু ঐ গল্পের একটী বিশেষ কারণ আছে। শাবক হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গগণ-ভেড়ীর বক্ষের শ্বেত পালকে এক প্রকার আরক্ত বর্ণ হইয়া থাকে; তদ্দৃষ্টে বক্ষো-বিদারণের গল্প অনায়াসে উদ্ভাবিত হইতে পারে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।

"মৃণালিনী। ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত"—। কোন বিশেষ কারণে এই পুস্তকখানির সমালোচনে বিলম্ব হইয়াছে, তদর্থ আমরা সুধীবর গ্রন্থ-কারের নিকট ক্রুটি স্বীকার করিতেছি। পাঠক-মহাশয়েরাও তন্নিমিত্ত আমাদিগকে অপরাধী করিতে পারেন; পরন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষার অনুরাগী, বোধ হয়, তাঁহারা সকলেই আমাদিগের অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই ইহার রসাস্বাদন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অধি-কন্তু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নূতন গ্রন্থকার নহেন; তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" তথা "কপাল-কুণ্ডলা" সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত আছে; ঐ উভয় পুস্তকের পীযূষ-পান করিয়া কেহ "মৃণালিনীর" অভ্যর্থনায় আমাদিগের অনুরোধ অপেক্ষা করিবেন

ইহা সম্ভবপর নহে, অতএব এই পত্রে যথাকালে তাহার নামানুকীর্ত্তন না হওয়ায় কেহ আমাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাবিষয়ে অপরাধী করিতে পারেন না। অপিতু মৃণালিনীর সম্ভাবন বঙ্গবাসীদেগের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে, এবং আমরা সেই সৌভাগ্যের সম্ভোগ লালসায় অধুনা তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুস্তক খানি অতিক্ষুদ্রায়তন; ২৪১ পৃষ্ঠামাত্র ইহার পরিমাণ, এবং তাহাও বিরল অক্ষরে ব্যাপ্ত। পরন্তু ইহার আয়তনের সহিত ইহার গৌরবের কোন সমতা নাই। বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে আমরা তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি; বোধ হয় এমত কোন বাঙ্গালী ভদ্র পুস্তক নাই যাহা আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই; এবং স্বভাবতঃ ও সমালোচকের ধর্ম্মরক্ষার্থে আমরা পুস্তকের দোষ-গুণ-বিচারে সর্ব্বদা অনুরক্ত। এই প্রকারে বিবিধ গ্রন্থের আলোচনানন্তর আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গভাষায় গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই; এবং যে কোন ভাষায় গ্রন্থকার ঐরূপ রম্য রচনা নিষ্পন্ন করিলে বিশেষ প্রশংসার ভাজন হইতেন। সাধারণের একটী সংস্কার আছে যে নব্য সম্প্রদায় ইংরাজীর অনুরাগে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকায় স্বদেশ-ভাষার নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, সুতরাং তাহার উন্নতি-সাধনে বা তাহাতে সদ্রচনায় সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু সে কুসংস্কারের একেবারে উন্মূলন করিয়াছেন। তিনি বাল্যকালাবধি ইংরাজীর অনুরাগী; ২৩ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বিদেশীয় ভাষারই সর্ব্বদা অনুশীলন করিয়া তাহাতে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালমধ্যে বাঙ্গালীর অল্প মাত্র অনুধাবন করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, সংস্কৃতে তিনি অভিজ্ঞ নহেন। অপর বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজীরই সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছেন, এবং আদৌ ইংরাজীতেই রচনাচাতুর্য্য-প্রকাশার্থে কোন ইংরাজী সংবাদ পত্রে উপন্যাস প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তত্রাপি তিনি বাঙ্গালী ভাষায় যে প্রকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বারা অদ্যাপি নিষ্পন্ন হয় নাই। বহু কালাবধি বঙ্গভাষায় উপন্যাসের নাম শুনিলে শ্রোতারমনে বেতাল পঁচিশ বা বত্রিশসিংহাসন মনে পড়িত। ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কএক বৎসরাবধি তাহার অন্যথা চেষ্টায় ভূত-প্রেতের পরিবর্ত্তে মানুসিক ঘটনার উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন; এবং কএক খানি সুচারু পুস্তকও প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইংরাজীর প্রকৃত নবেলের পারিপাট্য লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম বাবুও সেই অনুরাগের অনুরাগী; এবং ইংরাজী উপন্যাস লেখকের মধ্যে স্কট্ নামা এক জন শ্রেষ্ঠতমকে আদর্শ স্বীকার করিয়া পর পর তিন খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং পরম আহ্লাদের বিষয় এই যে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন; অধিকন্তু যে কেহ ঐ তিন খানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তেঁহ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহার রচনাচাতুর্য্যের ও গল্পবিন্যাসের ক্ষমতা উত্তরোত্তর সমধিক উৎকৃষ্টতালাভ করিয়াছে। ইহা বক্তব্য যে রচনাচাতুর্য্যে আমরা শব্দালঙ্কারের প্রতি লক্ষ্য করি না। যে কেহ সুচারু যমক, কলকল ধ্বনিত অনুপ্রাস, চমৎকার-কর শ্লেষ, বা অদ্ভুত বক্রোক্তির অনুমোদনকরিতে চাহেন তিনি বাণভট্টের "কাদম্বরী" কি দণ্ডীকৃত "দশকুমারচরিত" কি জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" অনুসরণ করিতে পারেন। বাঙ্গালী অনেক গ্রন্থেও তাহার অভাব নাই। মৃত্যুঞ্জয়কৃত "প্রবোধচন্দ্রিকায়" বাগাড়ম্বরের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অর্থ-

বিন্যাসের ছটাও অপরাপর বাঙ্গালী গ্রন্থে যে প্রকার দৃষ্ট হয় আলোচ্য গ্রন্থে তাহার বিলক্ষণ অসদ্ভাব আছে। পরন্তু ঐ সকল অলঙ্কারের প্রধান উদ্দেশ্য প্রসাদ-জনন। উত্তম রচনার এই ক্ষমতা যে তাহার পাঠে লোকের মন উহাতে আকৃষ্ট হয়, তাহার অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে মনে ক্লেশ জন্মে, এবং পুনঃপুনঃ তাহার আলোচনায় প্রয়াস বর্দ্ধিত হয়। উপন্যাস-রচনার এইটী প্রধান অভিপ্রায়; তাহার সাহায্যে রচনায় মন আসক্ত হইবে, কল্পিত গল্পে সত্যের ভান হইবে, এবং বর্ণিত নায়ক নায়িকার প্রতি লেখকের অভিপ্রায়ানুসারে অনুরাগ বা দ্বেষ জন্মিবে। এইপ্রসাদগুণ—এই মনসাকর্ষণ-শক্তিই সল্লেখকের অসাধারণ মহিমা; এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবুর শেষ রচনায় ঐ প্রসাদগুণ সম্পূর্ণ বর্ত্তমান আছে। মৃণালিনীর এক অধ্যায় পাঠ করিলে তাহার পরপর অধ্যায়ে কি আছে ইহা জানিতে সম্যক্ ঔৎসুক্য হইয়া থাকে, এবং বিনা তাহার পাঠে মনের তৃপ্তি জন্মে না। অপর ঐ প্রসাদ-গুণ বিনা যমকানুপ্রাসাদি অলঙ্কারে, কেবল বাক্য-বিন্যাসের কৌশলে, নিষ্পন্ন হওয়ায় বিশেষ প্রীতিকর হইয়াছে।

কল্পিত গল্পের উপন্যাসে অপর একটী চাতুর্য্য আছে। তাহা আমরা চমৎকারিতাশব্দে বর্ণন করি। বালকের নিমিত্ত সেই চমৎকারিতা অদ্ভুত আখ্যানে নিষ্পন্ন হয়। বৃহৎকায়, লম্বোদর, কূপসদৃশ চক্ষু, দীর্ঘ দংষ্ট্রা, ইত্যাদি অবয়ব, এক লম্ফে নারিকেল বৃক্ষের উপর আরোহন, দশটী শিশুর মস্তক এক গ্রাসে ভক্ষণ, ইত্যাদি কীর্ত্তিদ্বারা বালকের মনোহরণ অনায়াসে সম্ভবে, এবং বালকের মনোরঞ্জনার্থে তাদৃশ নায়কের গল্পই বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক অংশে বালকের তদ্বৃত্তির সদৃশ; অতএব তাহাদের পক্ষেও ভূত-প্রেত-যক্ষ-দানবাদির গল্প প্রসক্ত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ নহে, এবং তদ্ধেতুক ভূত-প্রেতের গল্পে তাঁহাদের আস্থা জন্মে না; তাঁহাদিগের নিমিত্ত মনুষ্যের মানসিক-বৃত্তি-সম্পন্ন নায়কের প্রয়োজন, এবং তাহাতে যথাসম্ভব মানসিকবৃত্তির ঔৎকর্ষানুসারে আনন্দের বৃদ্ধি হয়; তদ্বিরুদ্ধে সম্ভবতার ব্যাঘাত হইলে সকল রসের ব্যাঘাত ঘটে। এই নিয়মের রক্ষার নিমিত্ত সুশিক্ষিত ও সম্মার্জ্জিতচিত্তবৃত্তি ব্যক্তির পাঠোপযোগী উপন্যাসে নায়কনায়িকার অলোক-সাধারণ অসম্ভব কোন ক্ষমতা লেখা কর্ত্তব্য নহে; যাহা কিছু লেখা যায় তাহা সম্ভবপর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কোন এক বা ততোধিক মানসিক বা কায়িক ধর্ম্মের বা ক্ষমতার আধিক্য হইতে পারে; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অন্যে ঘটিয়াছে বা সম্ভবতঃ ঘটিতে পারে ইহা না হইলে বর্ণিত নায়ক মনঃপূতকর হয় না। অপর যে কোন ধর্ম্মের আধিক্য বর্ণন করা যায় তাহার উপযোগী অপর ধর্ম্মগুলি তাহার সহিত নায়কে সমবেত রাখিতে হয়, নচেৎ বর্ণনার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে ভাস্কর ও চিত্রকরেরা যে প্রকার এক এক ব্যক্তিহইতে এক এক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ সংগ্রহকরিয়া তাহার সমষ্টিতে মূর্ত্তি উৎপাদন করেন, যাহার প্রত্যেক অঙ্গ স্বভাব-সিদ্ধ, কিছুই স্বভাবাতিরিক্ত নহে, অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়; উপন্যাস কথকেরা সেইরূপে বিবিধ ব্যক্তি-হইতে কায়িক ও মানসিক গুণ সংগ্রহ করিয়া বর্ণনারূপ চিত্রে তাহার সমাবেশ করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, অথচ তাহার কোন অংশ স্বভাবের বিরুদ্ধ হইয়া রসের হানি করে না। কি গদ্য কি পদ্য সকল প্রকার রচনাতেই এই সমাবেশ-করণ ক্ষমতা সর্ব্ব-প্রধান, এবং তদভাবে কেহই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারক হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত গ্রন্থে চমৎকারিতা ও স্বভাবসিদ্ধতার সাধনে বিশেষ

চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং অনেক অংশে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে মানিতে হইবে। তাঁহার নায়িকাগুলী সকলেই পরিপাটীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। মৃণালিনী একান্ত পত্যনুরক্তা সর্ব্বতোভাবে স্বভাব-সিদ্ধ নায়িকার পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার গিরিজায়াও অপূর্ব্ব মনোহারিণী; তাহার চরিত্রপাঠে ডিকিন্‌স্‌ সাহেবকৃত "মার্টিন্ চজল্‌উইট্‌" নামক উপন্যাসের এক ভৃত্যের চরিত্র স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। মনোরমার চরিত্রও আমরা ইংরাজি আদর্শে দেখিয়াছি; কিন্তু সে আদর্শের সহিত মনোরমায় আভাসমাত্র লক্ষ্য হয়। তাহার সহমরণ সর্ব্বতোভাবে ভারতবর্ষীয়; এবং তাহার প্রতিকৃতি গ্রন্থকারকের মানসকন্যা বলায় অত্যুক্তি হয় না; এবং সেই প্রতিকৃতি যে অনির্ব্বচনীয় রমণীয়া ইহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থের প্রধান নায়ক হেমচন্দ্র। গ্রন্থকার তাহাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তন্মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও বীর-রসের আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সে অভীষ্ট তাঁহার সুসিদ্ধ হয় নাই। বর্ণনায় হেমচন্দ্র যে প্রকার বীর, কার্য্যে তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই; প্রত্যুত তাহার বিপরিতই দৃষ্ট হয়। তিনি অকারণে মধ্যরাত্রে মণিমাণিক্যাদি অলঙ্কার পরিয়া যবনযুদ্ধে পথভ্রমণ করিতে গিয়া হাস্য-রসেরই প্রণোদন করেন; পথিমধ্যে দুই জন শত্রুকে নিহত করিয়া ও আপনি স্কন্ধে আহত হইয়াও সে হাস্যের সম্যক্ নিবারণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বদেশানুরাগ কলিকাতার নব্য যুবকদিগের সদেশানুরাগের ন্যায় কেবলমাত্র মৌখিক বোধ হয়; তাঁহার কার্য্যে তাহার কোন বিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। অপর তিনি গিরিজায়াকে প্রহার করিয়া কাপুরুষের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহার কোন বিশেষ প্রশংসা করিতে সম্মত নহি। পরন্তু গৌড়েশ্বরের ধর্ম্মাধিকার পশুপতির চিত্রে গ্রন্থকার নায়ক বর্ণনক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। সুচতুর শঠ রাজমন্ত্রীর আপন ইষ্টসাধনার্থে প্রভুর সর্ব্বস্ব ধ্বংস করা যে প্রকার সম্ভবে তাহা বিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। উহার চরিত্রপাঠে খলের প্রতিমা সম্পুর্ণরূপে মনে উদিত হয়; এবং সময়ে সময়ে সেইরূপ শঠেই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গৌরবের একেবারে বিনাশ করিয়াছে ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ জাজ্বল্যমান আছে। গিরিজায়ার প্রতিরূপ দিগ্বিজয়; কিন্তু তাহার চিত্রবিন্যাসে গ্রন্থকার কোন প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র পাণ্ডুরেখা করিয়াই পরিত্যাগ করিয়াছেন। পুং নায়ক অপরে কেহই বিশেষ প্রংশসনীয় নহে; পরন্তু মাধবাচার্য্য ভিন্ন অন্য কাহার কোন প্রাধান্যও নাই। ফলে গ্রন্থের নায়িকাত্রয়ই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরী, এবং তদর্থ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা; তাহার নায়কগুলি কোনমতে উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং গ্রন্থের যে কোন দোষ আছে তাহা তাহাদিগহইতেই ঘটিয়াছে।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৮ খণ্ড

বিদ্রূপকারী পক্ষী।

বিদ্রূপকারী পক্ষী।

সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর এই ভূ-মণ্ডলকে যে কত প্রকার জীবের আবাসস্থান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। পরমাণুর ন্যায় চর্ম্মচক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীটবৃন্দ অবধি বিপুলকায় করিরাজ পর্য্যন্ত সকলেই সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অপার মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে দিকে নেত্রপাত করা যায় সেই দিকেই সেই করুণাময় বিশ্বরচয়িতার বিশ্বনির্ম্মাণের নৈপুণ্য স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে থাকে। হায়! সামান্য মানবগণ অকিঞ্চিৎকর বস্তুসকল নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের শিল্পকৌশলে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিমেষমাত্রে সৃষ্টিকারক, সেই অনন্তশক্তি বিশ্বকারুর নাম পর্য্যন্তও দম্ভভরে বিস্মৃত হইয়া যায়। এই প্রসঙ্গের শিরোভাগে যে আশ্চর্য্যজনক পক্ষীটীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অদ্য আমরা তদ্বিষয়ে কিছু

বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই কৌতুকাবহ পক্ষীর আদিস্থান আফরিকা ও আমেরিকা। ইহা তত্রত্য গ্রীষ্ম ও সম-মণ্ডলস্থ বনভূমির ভূষণস্বরূপ। কিছু কাল হইল, ইহা আমেরিকাহইতে ইয়োরোপ-খণ্ডের ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রদেশে আনীত ও প্রতিপালিত হইতেছে। ইহার অসাধারণশক্তি এই যে অপরাপর জীবের স্বর শ্রবণ করিবামাত্র ইহা তৎক্ষাণৎ সেই স্বরের অনুকরণ করিয়া থাকে। বনে বিচরণ-সময়ে ইচ্ছানুসারে ইহা নিকটস্থ সকল জীবেরই স্বরের অনুকরণ করিতে পারে, এবং সেই অনুকরণ এতাদৃশ উত্তম হয় যে তাহাতে অপর জীব সকল মুগ্ধ হয়। কোন সময় নির্বিঘ্নে কুরঙ্গপাল ক্রীড়া করিতেছে দেখিয়া হঠাৎ এমত অবিকল সিংহ-গর্জ্জন করে যে তৎক্ষণাৎ মৃগদল কেশরীর ভয়ে যূথভ্রষ্ট হইয়া কে কোথা পলায়ন করে তাহার ইয়ত্তা থাকেনা। অপর কোন সময়ে কপোতবৃন্দকে আনন্দে ক্রীড়া-তৎপর দেখিলে অকস্মাৎ শ্যানপক্ষীর চীৎকারের অনুকরণে সকলকে দলভ্রষ্ট করিয়া দেয়। গর্দ্দভের রবও ইহা বিশেষ প্রীতির সহিত অনুকরণ করে, এবং দয়িয়াল, ভৃঙ্গ, দুর্গাটুন্টুনী প্রভৃতি পক্ষীর রব অনুকরণ করিয়া বনবিহারীদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনে অতৎপর নহে।

ইহার দেহপরিমাণ সচরাচর শালিক পক্ষীর দেহহইতে কিঞ্চিদ্বৃহৎ হইয়া থাকে; কখন কখন বা ক্ষুদ্র কাকের ন্যায়ও হয়, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক বৃহৎ হইতে অদ্যাপি দেখা যায় নাই। ইহার পক্ষদ্বয় এবং পুচ্ছ ধূসরবর্ণ, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত; কিন্তু ভ্রূ-দেশ ও বক্ষঃস্থল ঈষৎ শুভ্র। চিবুক, পক্ষদ্বয়ের নিম্নভাগ এবং পুচ্ছের পার্শ্বদেশস্থিত পালক শুভ্রবর্ণ। ইহার মস্তকোপরি একটী ক্ষুদ্র শিখা হয়। ইহার চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, এবং নাসারন্ধ্র পালখে আচ্ছাদিত। ইহার পুচ্ছ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও কুঠারাকৃতি, পক্ষযুগল খর্ব্ব বর্ত্তুল ও অবনত। ইহার চঞ্চু এবং চরণযুগল কৃষ্ণবর্ণ, এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ। এই পক্ষী পরিমাণে ৯ বুরুল হইতে ১০ বুরুল পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র এবং নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষে ইহারা বাস করে। মানবজাতিকে ইহারা অত্যন্ত ভয় করে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র আশঙ্কা হইলেই শীঘ্র গিয়া ঝোঁপের মধ্যে লুক্কায়িত হয়।

কাকের ন্যায় এই পক্ষী মাংস ও উদ্ভিদ এই উভয়েরই অবলম্বনে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। পরন্তু ইহাদিগের প্রধান আহার গুটিপোকা, উই, গোবরা-পোকা; তথা মটর, শিম, চেরিফল এবং কপির ফুল। পক্ষীদিগের অণ্ড ও শাবক খাইবার লোভে ইহারা কখন কখন ইতস্ততঃ শকুন্তনীড় অনুসাধন করিয়া বেড়ায়। বন কুক্কুটের অণ্ড ইহাদিগের এক উপাদেয় খাদ্য, এবং তাহার লোভে ইহারা সচরাচর ফাঁদে পড়িয়াথাকে। এই পক্ষীকে ধরিবার আর এক উপায় এই, একটী পেচককে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া তাহার নিকটে একটী ফাঁদ পাতিয়া রাখিতে হয়। পেচকের সহিত ইহাদিগের এরূপ স্বভাব-বৈর যে পেচককে তদবস্থ দেখিবামাত্র ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দন্তাঘাত করিতে আইসে, স্মতরাং অনায়াসেই পাশবদ্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষ-জাতীয় হইতে স্ত্রীজাতীয় বিদ্রূপকারী পক্ষীদিগের আকার কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। উহাদিগের পক্ষে যে শুভ্রবর্ণ চিহ্ন আছে তাহা পুরুষ-জাতীয়ের চিহ্নের ন্যায় সুস্পষ্ট নহে, এবং উহাদিগের পক্ষ ও পুচ্ছ পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত। ইহারা প্রতি বৎসর দুইবার অণ্ড প্রসব করে, এবং এককালে চারিটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত অণ্ড নিঃসৃত করে। ঐসকল অণ্ড ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও ধূসর চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত থাকে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জীবনচরিত।

আমরা হেষ্টিংসের জীবন-বৃত্তান্তের কিয়দংশ পূর্ব্বে এই পত্রের ৪৮ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছি। পরে নানা কারণবশতঃ তাহা সমাপ্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে তাহার অবশিষ্টাংশ প্রকটিত করিতে প্রণোদিত হইলাম। ভরসা করি উদার-চিত্ত পাঠক-মহাশয়েরা আমাদিগের এ বিলম্বের জন্য বিরক্ত হইবেন না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে হেষ্টিংস্ ভারত বর্ষে সমাগত হইয়া কলিকাতায় কোম্পানির কার্য্যালয়ে সামান্য লেখনীজীবীর কর্ম্মে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন; পরে মুরসিদাবাদের সন্নিকটস্থ কাসিম-বাজারে কিছুকাল ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বান্সিটার্ট-নামক গবর্ণরের সভার এক সভ্যপদে মনোনীত হইয়া, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হয়েন। হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষে যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ছিলেন তাহা চারি বৎসর মধ্যে বিলাতে অমিতব্যয়ে একেবারে প্রায় নিঃশেষিত করেন। তাঁহার সেই সময়ের জীবন-বৃত্তান্ত আমরা অত্যল্প অবগত আছি। কথিত আছে যে তিনি সদ্বিদ্যা-সমালোচনে এবং সুধী-সঙ্গে সদালাপে সময়াতিপাত করিতেন। বিশেষতঃ পারস্যাদি ভাষার সমনুশীলনে তিনি সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। অপিতু অকস্‌ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঐ সমস্ত ভাষার অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই, এবং সুবিখ্যাত পণ্ডিত জন্সনের সহিত তদ্বিষয়ে সৎ-পরামর্শ করেন।

অর্থাভাবে হেষ্টিংসকে ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট পুনরায় কর্ম্মের নিমিত্ত অনুরোধ করিতে হইল। অধ্যক্ষেরা সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে মান্দ্রাজের কৌসলের এক সভাসদ-পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই "ডিউকঅব্ গ্রাফ্টন" নামক অর্ণবযানে আরোহণ-পূর্ব্বক ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ পোতে জর্ম্মণিদেশীয় ইম্‌হফ নামা ব্যারণ-উপাধিধারী এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দারাসমভিব্যাহারে চিত্র-করের কার্য্যোপলক্ষে মান্দ্রাজে যাইতেছিলেন। হেষ্টিংস সেই ব্যারণ-যায়ার কমনীয় রূপলাবণ্যে ও যৌবন-সুলভ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত, এবং তাহার বহুবিধ সদ্‌গুণে আপ্যায়িত হইয়া একান্ত তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সেই কামিনীও হেষ্টিংসের প্রতি আসক্ত হওয়াতে তাহাদের পর-স্পরের আন্তরিক প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। ব্যারণ ইম্‌হফ্ এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলে, তদীয় জায়া এবং হেষ্টিংস্ এই স্থির করিলেন যে, তাহাদের পূর্ব্ব উদ্বাহ-বন্ধন উচ্ছেদন করিবার জন্য ব্যারণ-জায়া ফ্রাঙ্কোনিয়ার ধর্ম্মাধিকারে আবেদন করিবে, এবং ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইলে পর হেষ্টিংস্ তাহাকে বিবাহ করিবেন। পাছে ব্যারণ ইমহফ্ উদ্বাহবন্ধন-চ্ছেদনে প্রতিবন্ধকতা করেন বলিয়া হেষ্টিংস্ তাহাকে নানাবিধ কৃতজ্ঞতা-সূচক উপহার এবং অর্থ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। পথি মধ্যে এইরূপ মোহজনক ব্যাপারে বিব্রত থাকিয়া হেষ্টিংস্ মান্দ্রাজে উপনীত হন। তথায় আসিয়া হেষ্টিংস্ দেখিলেন যে, কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য্য অতি বিশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে। তিনি নিজে বাণিজ্য-বিষয়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন না, কিন্তু কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন, এবং অল্পকালমধ্যে প্রভূত-ধন-লাভদ্বারা

ডিরেক্টরগণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাহারা হেষ্টিংসের চতুরতা কার্য্যদক্ষতা ও অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ভূয়সী-প্রশংসা-করণপূর্ব্বক বাঙ্গালার শাসনভার তদীয় হস্তে সমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

হেষ্টিংস্ তদনুসারে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া প্রধান শাসনপতি (গবর্ণর জেনেরল) পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ব্যারণ ইম্‌হফ্ আর তাহার সুন্দরীও তথায় সমাগত হইয়া হেষ্টিংসের সহিত পূর্ব্বের প্রণয় পরিবর্দ্ধিত করিলেন। হেষ্টিংস্ শাসনভার-গ্রহণ-পূর্ব্বক যে সমস্ত কর্ম্মকলাপ সম্পাদন করেন, তৎসমুদায় পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা বঙ্গদেশের তদানীন্তন অবস্থা ও শাসন-প্রণালী সঙ্ক্ষেপে সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

যখন রবর্ট ক্লাইব সাহেব নবাব সুরাজদ্দৌলাকে পলাশীতে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ হস্তগত করেন, আর যখন ঐ ঘটনার অনতিবিলম্বে দিল্লীশ্বরকে ব·সরের যুদ্ধে নিরস্ত্র করিয়া বাঙ্গলা বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন, তখন এই প্রদেশত্রয় অরাজক নিবন্ধন নানাবিধ অনিষ্ট এবং অত্যাচারে যার পর নাই দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসীদের ক্লেশের ইয়ত্তা ছিলনা। এদিকে মুরশিদাবাদে মীর্‌জাফর ক্লাইবকর্ত্তৃক নবাবী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যবনদিগের কুলক্রমাগত-রীত্যনুসারে প্রজার প্রপীড়নে কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন। ওদিগে কলিকাতায় কতিপয় অর্থগৃধ্নু স্বার্থপর কোম্পানির কর্ম্মচারিরা এই নুতন উপার্জ্জিত প্রদেশহইতে যে উপায়ে হউক সতত অর্থোপার্জনে সচেষ্ট থাকিয়া দেশবাসিদিগের নিকট ধন নিষ্কাসিত করত অল্প কালে অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে ছিলেন। এদিকে সুশাসন-প্রণালীর অভাবে শান্তিরক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত হওয়াতে চৌর্য্য এবং দস্যু-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত প্রজাদিগের ধনপ্রাণ সততই সংশয়াম্বিত থাকিত। ওদিগে বিদ্রোহে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে তথা আসন্নসময়-শঙ্কায় দেশ একবারে উচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভয়ানক অরাজক সময়ে নির্ধন নির্ব্বলীর দুঃখের ইয়ত্তা ছিলনা। বাহুবলই একমাত্র নিরাপদের উপায় হইয়াছিল। এবম্ভুত বিষম-বিপত্তি-কালে-ইংরাজ রাজপুরুষেরা রাজ্যান্তর্গত সমস্ত শাসনভার নবাবের মন্ত্রির হস্তে সমর্পণ করিয়া ছিলেন; কেবল বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজস্বাদায় শান্তিরক্ষা ও বিচার সম্বন্ধীয় সমস্ত রাজকার্য্য ঐ যবন-মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি প্রায় লক্ষ মুদ্রা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন। যখন হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন সুবিখ্যাত মুহম্মদ রেজা খাঁ উক্ত পদে প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত কবিয়া ছিলেন। তিনি মহামান্য পারস্য-বংশোদ্ভব, সাতিশয় ক্ষমতাবান্, কার্য্যদক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ব্বে ক্লাইব মহারাজা নন্দকুমারকে ঐ পদে সন্নিবেশিত না করিয়া রেজা খাঁকে মন্ত্রীত্বভার প্রদানপূর্ব্বক তদীয় হস্তে ভুতপূর্ব্ব নবাব মিরজাফরের শিশু সন্তানকে সমর্পণ করেন। বঙ্গদেশে এইরূপ দ্বিবিধ-রাজ-কর্ম্মচারিদিগের দৌরাত্ম্যে প্রজাগণের দুরবস্থার আর সীমা ছিল না।

হেষ্টিংস্ বাঙ্গলার এতাদৃশ দুরবস্থা অবলোকন করিয়া তদুন্নতির নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে ইংলণ্ডস্থ কার্য্যাধ্যক্ষেরা বঙ্গদেশহইতে পর্ব্ব আশানুরূপ বিপুলধনলাভে বঞ্চিত হইয়া, মুহম্মদ রেজা খাঁর শাসন প্রণালীর সম্বন্ধে সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক, হেষ্টিংসের নিকট এক পত্র প্রেরণ

করেন। ঐ পত্রের তাৎপর্য্য এই যে হেষ্টিংস্ মহম্মদ রেজা খাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া পরিজনসহ তাহাকে ধৃত করিবেন, এবং উত্তমরূপানুসন্ধান-পূর্ব্বক সুনিয়ম-সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন। যদিও মুহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি হেষ্টিংসের কোন বৈরভাব ছিল না, তথাপি তিনি সানন্দ-চিত্তে ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময়ে দলৈক সৈন্য মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুহম্মদের অট্টালিকা অবরোধপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় আনয়ন করিল। বেহার-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সুবিখ্যাত সিতাব রায়ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া কলিকাতায় নীত হইলেন। পরন্তু নানা উপলক্ষে তাঁহাদিগের কার্য্যানুসন্ধান কিছু কাল স্থগিত থাকে। অবশেষে হেষ্টিংস ও তাঁহার সভাসদেরা উভয়কে নির্দ্দোষী বিবেচনায় মুক্ত করিয়াছিলেন। এই অবধি মন্ত্রীপদ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সমস্ত শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং রাজস্ব আদায় ও শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। নবাবের আর কিছুমাত্র ক্ষমতা রহিল না; কেবল বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন এই নির্দ্ধারিত হইল। নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস নবাবের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইলেন; আর মৃত নবাবের অপৌগণ্ড তনয়ের প্রতিপালনের ভার মণী-বেগমের উপর অর্পিত হইল। এইরূপে হেষ্টিংস্ ক্লাইবকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ইংরাজদিগের একাধিপত্য সংস্থাপনজন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

অতঃপর হেষ্টিংস্ অর্থ-সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন রাজ্যের অনিষ্ট দূর করিবার মানসে যে সমস্ত অন্যায় অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর মধ্যে২ ইংলণ্ডে উপসত্বস্বরূপ অর্থ প্রেরণপূর্ব্বক ডিরেক্টরগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে বিবিধ বিগর্হিত ব্যাপারে বিব্রত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহার জীবনের চিরকলঙ্কস্বরূপ প্রতীয়মান রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি মুরশিদাবাদস্থ নবাবের বাৎসরিক বৃত্তি দ্বাত্রিংশ লক্ষ মুদ্রাহইতে ষোড়শ লক্ষ মুদ্রা একেবারে কমাইয়া ফেলিলেন। তৎপরে রাজ্যহীন দিল্লীশ্বরকে বাৎসরিক যে ত্রিংশৎ লক্ষ মুদ্রা প্রদত্ত হইত তাহা একেবারে কর্ত্তন করিলেন; আর ইংরাজেরা সম্রাট্কে আলাহাবাদ ও কোরা নামক যে প্রদেশদ্বয় প্রদান করিয়াছিল, হেষ্টিংস্ তাহা পুনর্ব্বার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অযোধ্যাধিপতি নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলার নিকট বহুমূল্যে বিক্রয় করিলেন। অবশেষে চল্লিশ লক্ষ টাকা লইয়া সুজাউদ্দৌলাকে একদল পরাক্রমি ইংরাজ সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক নিরপরাধি রোহিলাদিগকে একেবারে বিনষ্ট করিতে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

মোগলসম্রাড্দিগের সমৃদ্ধিসময়ে যে নানাজাতীয় লোকেরা বেতনপ্রাপ্তির নিমিত্ত তদীয় সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী রোহিলা জাতীয়েরা সাতিশয় সমরদক্ষ ও সাহসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সম্রাড্দিগের অনুগ্রহে অন্যান্য জাতীয়ের ন্যায় রোহিলারাও জায়গীরস্বরূপ নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হয়। যখন হীনবল দিল্লীশ্বরেরা বিপুল-ভারত-সাম্রাজ্য-রক্ষার্থে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, আর যখন চতুর্দ্দিকে সকলেই অভ্যুত্থানে প্রণোদিত হইয়াছিল, তখন রোহিলারাও স্বতন্ত্র এক রাজ্য সংস্থাপন করে। মহাবল মহারাষ্ট্রীয়েরা মোগল সম্রাট্কে পরাভূত করিয়া যখন রোহিলখণ্ডে নানা উপদ্রব আরম্ভ করে তখন সেই সাহসিক রোহিলারা আত্ম

রক্ষার নিমিত্ত অযোধ্যার নবাবের নিকট আবেদন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলখণ্ড হস্তগত করিবার মানসে নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তদীয় হীনবীর্য্য সৈন্য-দ্বারা রোহিলাদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব, এবং ইংরাজ-সৈন্য ব্যতীত আর কেহই তাহার সাহায্য করিতে পারে না। অতএব স্বীয় অভিসন্ধি প্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজদিগকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ও ইংরাজ-সৈন্যদিগের সমস্ত ব্যয় স্বয়ং সম্পন্ন করিতে স্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস্ সানন্দচিত্তে সুজাউদ্দৌলার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বারাণসী গমনপূর্ব্বক নবাবের সহিত এক সন্ধি সংস্থাপন করত কর্ণেল চাম্পিয়নের সমভিব্যাহারে এক দল ইংরাজ-সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নবাব রোহিলাদের নিকটে ৩৫ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া রোহিলখণ্ডের অধিপতি হাফেজ রহমতের সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। হাফেজ কিঞ্চিৎ অসম্মতি প্রকাশ করাতে নবাব দেড় কোটি টাকা চাহিলেন। রোহিলারা এতাবৎকালপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের রাজ্যশাসন করিতেছিল; অকস্মাৎ ইংরাজ-সৈন্য সম্মুখে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। হাফেজ যদিও ৪০ হাজার সাহসী যোদ্ধা সমরক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং যদিও তাহারা সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি বীর্য্যবান্ সুশিক্ষিত ইংরাজকর্ত্তৃক তাহারা অবশেষে প্রতিহত হইল। তৎপরে নবাবের নিষ্ঠুর সৈন্য-সকল রোহিলখণ্ড লুণ্ঠিত ও ভস্মাবশেষ করিল। ধনীরা সর্ব্বস্বচ্যুত হইয়াছিল; অসঙ্খ্য লোক প্রাণভয়ে বনে পলায়ন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিল; এবং অনেক রোহিলা-রমণী ধর্ম্মনাস-ভয়ে আত্মঘাতিনী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। এইরূপে রোহিলাদের সর্ব্বনাশ সম্পন্ন হইল। হেষ্টিংস কি ভয়ানক লোক! সামান্য অর্থের নিমিত্ত তিনি এক নিরপরাধী শান্তিরত সাহসিক জাতিকে একবারে উচ্ছিন্ন করিয়া সহস্র২ নির্দ্দোষী লোকের প্রাণনাশের প্রধান কারণ হইয়াছিলেন।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট নামে ইংলণ্ডীয় মহাসভাহইতে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী-সংস্থাপক এক আইন প্রচারিত হয়। ঐ আইনানুসারে বঙ্গ-দেশের গবর্ণর গবর্ণর জেনেরেল উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। হেষ্টিংস্ তদনুসারে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনেরেলপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এইক্ষণহইতে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ তাঁহার অধীনস্থ হইল। উপ-র্য্যুক্ত আইনানুসারে শাসনপতির এক সহকারী সভা সংস্থাপিত হয়। বার্ওয়েল, ক্লেবরিং, মন্সন্, ও ফ্রান্সিস্, এই চতুষ্টয় ব্যক্তি উক্ত সভায় সভ্য নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডহইতে প্রেরিত হন। এতদ্ব্যতিরিক্ত এক প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ সং-স্থাপিত হয়। সর্ ইলাইজা ইম্পে নামা এক ব্যক্তি উহার প্রধান বিচারপতি-পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ ধর্ম্মাধিকরণে শাসনপতির কিছুপ্র ভুত্ব রহিল না। সভ্য-চতুষ্টয়ের মধ্যে কেবল বার্ওয়েল হেষ্টিংসের সপক্ষ ছিলেন; অপরেরা তাঁহার প্রতি বিষম বিদ্বেষবশতঃ বৈরিতাচরণে যথোচিত চেষ্টা করেন। সভ্যগণ কলিকাতায় উপনীত হইলে সম্মানসূচক তোপের সঙ্খ্যা ন্যূন হইয়াছে বিবেচনায় ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া পরদিবস হইতে শাসনপতির সমস্ত কার্য্যানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে মিডিল্টন্ সাহে-বকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিয়া আপনাদের বি-

শ্বাসী অপর একজন লোককে তথায় প্রেরণ করিলেন। শাসনপতির সমস্ত দোষের তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে তর্কবিতর্ক করিতেন। রাজা নন্দকুমার রাজসভার এইরূপ কর্ম্মকাণ্ড দেখিয়া হেষ্টিংসের নানা দোষোদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সভ্যগণ-সমীপে তাঁহার মানস ব্যক্ত করিলেন। সভ্যেরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক সভায় উপবেশন করাইলেন। তৎপরে হেষ্টিংস উৎকোচ-গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মচারিদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; মহম্মদ রেজা খাঁকে বহুতর অপরাধ-সত্ত্বেও বিনা দণ্ডে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; ইত্যাদি দোষ লিপিবদ্ধ করিয়া রাজা নন্দকুমার ফ্রান্সিশ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। ফ্রান্সিশ সভায় উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের সমীপে ঐ পত্র পাঠ করিলেন। তৎশ্রবণে ভয়ানক তর্কস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংস ক্রোধে মূর্ত্তিমান্ বৈশ্বানর হইয়া উঠিলেন, এবং অশ্রাব্য কটূক্তিদ্বারা নন্দকুমারের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন যে উক্ত আরোপিত দোষসমূহে অপরাধী হইলেও ভারতবর্ষীয় সভা তাঁহার দোষানুসন্ধানের উপযুক্ত স্থল হইতে পারে না; সুতরাং তিনি সভ্যগণের তদ্বিষয় বিবেচনা ও বিচার করিবার ক্ষমতা থাকার অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে নন্দকুমার অন্য এক পত্রদ্বারা সভায় বিজ্ঞাত করিলেন যে শাসনপতির প্রতি যাহা২ উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় সত্য প্রমাণ করিতে পারেন, এবং তদভিপ্রায়ে সভ্যগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তৎশ্রবণে হেষ্টিংসের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণরূপে বৃদ্ধি পাইল। সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই ঐ সকল দোষের অনুসন্ধানার্থ নন্দকুমারকে সভায় উপস্থিত করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। হেষ্টিংস্ সভাভঙ্গ করিয়া বারওয়েল সাহেবের সমভিব্যাহারে সভাগৃহহইতে চলিয়া গেলেন। সভ্যগণ পুনর্ব্বার একমত হইয়া সভা করিয়া বসিলেন; এবং নন্দকুমারকে আনয়নপূর্ব্বক পূর্ব্বাভীষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দকুমার অপর এক পত্রে উল্লেখ করিলেন যে শাসনপতি বহু অর্থ গ্রহাণান্তর রাজা গুরুদাসকে নবাবের ধনাগারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; এবং এই অধ্যাস সত্য প্রমাণহেতু মণী বেগমের স্বাক্ষরিত এক পত্র সভ্যদিগকে দেখাইলেন। সভ্যগণ ঐ পত্রে বিশ্বাসকরণ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন যে হেষ্টিংস্ গুরুদাসকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত যে মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাহাকে প্রত্যার্পণ করিতে হইবেক। হেষ্টিংস্ যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন সেই দিকেই আপনাকে বিপদ্‌সাগরে সংবেষ্টিত দেখিতে পাইলেন। বঙ্গদেশস্থ ইংরাজগণের মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার স্বপক্ষ ছিল; তথাপি শত্রুহস্তহইতে তাঁহার রক্ষাপ্রাপ্তি সুকঠিন হইয়া উঠিল। ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে অশক্ত হইয়া পরিশেষে স্বীয়পদে পরিত্যাগ করিতে মানস করিলেন।

এদিকে নন্দকুমার চিরশত্রুর উপর জয়লাভ করিয়া আনন্দসাগরে সন্তরণ করিতেছেন। আহা! পরিণামে তাঁহার ললাটে যে কি বিষম দুর্গতি ঘটিবেক তাহা বারেকও তাঁহার চিত্তে তৎকালে উদয় হইল না। প্রতিদিন স্বীয় বাটীতে সভা স্থাপন করিয়া তিনি হেষ্টিংসের প্রতি দোষারোপ-কারিদিগকে আহ্বান করিতেন। ভারতবর্ষীয় সভ্যগণেরাও উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে দ্বিধা করিতেন না।

এই স্থলে বক্তব্য যে রাজা নন্দকুমার তদীয় বুদ্ধির অসামান্য তীক্ষ্ণতা, অসমীচীন বিচক্ষণতা, ও কার্য্যে সুদক্ষতা-সত্ত্বেও এক মহাভ্রান্তির পরবশ হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। ঐ ভ্রান্তিই চরমে তাঁহার জীবন-

নাশের মূলকারণ হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ ধর্ম্মা-ধিকরণ যে রাজ্যশাসন ক্ষমতা হইতে স্বতন্ত্র, এবং প্রধান ধর্ম্মাধিকারী ইলাইজা ইম্পে যে তাঁহার শত্রুর করতল-ন্যস্ত অস্ত্রস্বরূপ, তাহা তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন না। সুতরাং যে বাগুড়া বিস্তার করিয়া শত্রু আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, আপনিই তাহাতে জড়ীভূত হইলেন।

একদা হঠাৎ নন্দকুমার অবাস্ত আলেখ্য রচনার অপরাধী বলিয়া ধৃত হইলেন। ব্যক্ত হইল যে ছয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঐ আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ অপর সাধারণ সকলেই এই অভূতপূর্ব্ব-ব্যাপার-দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জামিন দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিনহৃদয় অধার্ম্মিক নির্দ্দয় পক্ষপাতী বিচারপতি তাঁহাদিগের অনুরোধের প্রতি একেবারে বধির হইয়া গেল। বিশেষরূপে সত্যের প্রমাণাভাবেও নন্দকুমারের ফাঁশির হুকুম হইল। দুই বা তিন দিবস পরে তিনি অম্লান-বদনে ও অকুতোভয়ে জীবন দান করিয়া বিষয়-জালহইতে অব্যাহতি পাইলেন।

সূর্য্য।

দত্তানন্দাঃ প্রজানাং সমুচিতসময়াকৃষ্টসৃষ্টৈঃ পয়োভিঃ
পূর্ব্বাহ্নে বিপ্রকীর্ণা দিশি দিশি বিরমত্যহ্নি সংহারভাজঃ।
দীপ্তাংশোর্দীর্ঘদুঃখপ্রভবভবভয়োদন্বদুত্তারনাবো
গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু॥
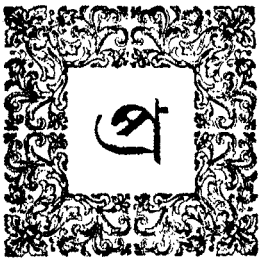
ত্যহ নিয়মিত সময়ে পূর্ব্ব-দিকে উদিত হইয়া পরিমিত খমণ্ডল ভ্রমণানন্তর যথাকালে পশ্চিম-দিগ্বিভাগে অস্ত হয় দেখিয়া সামান্যতঃ সূর্য্যের প্রতি আমাদিগের বিশেষ অনুরাগ হয় না। পরন্তু আদিমকালে যখন সর্ববিধায় অনুমান হয় যে মনুষ্য উত্তরাঞ্চলের শীতপ্রধানদেশে বাস করিত তখন সূর্যপ্রকাশমাত্র অসহ্য তুষার-রাশি দ্রব করিয়া তত্তৎকালের মনুষ্য-বর্গকে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণে পর্য্যটনের পথ দেওয়ায় তাহাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত ও উপকৃত করিত সন্দেহ নাই। সে সময়ে সমস্ত রাত্রি দুঃসহ তুষার-চয়ে ক্লিষ্ট ও মর্ম্মভেদী প্রবল-বায়ু-প্রবাহে জীর্ণ-শরীর লোকেরা আরক্ত পূর্ব্বদিক্‌কে আগন্তুক সূর্যের বার্ত্তাবহ বলিয়া কত যত্ন ও উৎসাহ ও আনন্দে, তাহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিত? ও কি অনির্বচনীয় প্রীতিতে তাহাকে সমাদর ও সম্ভাষণ করিত তাহা অদ্যাবধি বেদচতুষ্টয়ের অরুণ, ঊষা প্রভৃতি দেব দেবীর গানে প্রকাশ আছে। ক্রমে বুদ্ধিবলে সূর্যের অভাবজনিত কষ্ট অগ্ন্যুৎপাদন-দ্বারা দূর করায় অগ্নি দ্বীতীয় দেব বলিয়া গণ্য হন। আবার কালবশে তাঁহার এত প্রভাব হয় যে তিনি অবশেষে সর্বদেবের মুখস্বরূপ পূজ্য হন। ফলতঃ দিবাভাগে সূর্য ও রাত্রিতে অগ্নি তুষারাবৃত দেশস্থ লোকদিগের প্রাণ। অস্তমিত সূর্যের পুনরাগমে যে কত আনন্দ জন্মিত তাহা আমাদিগের এক্ষণে জ্ঞানগম্য হয় না। সূর্যাভাব যে কত কষ্টকর, ও প্রলয়সূচক তাহা সহজে অনুমান করা সাধ্য নহে বলিয়াই সূর্য্যকৃত সমূহ সুখ অনায়াসে বোধগম্য হয় না। ফলে আমাদিগের ও পৃথ্বীর অস্তিত্বের মুখ্য কারণ সূর্য্য। সৌর-মণ্ডলে যদি সূর্য্য না থাকিত তবে সংসার কোন্ অবস্থাগত হইত বলা যায় না; কিন্তু বর্ত্তমান নিয়মপরতন্ত্র সংসারে তিন দিনের জন্য সূর্য্যোদয় না হইলে সমস্ত জীব, তরু কি জন্তু এক কালে ধ্বংশ হয় সন্দেহ নাই। প্রথম দুইদিনের অনুদয়ে বায়ু-নিঃসৃত জল ও রস বৃষ্টি ও হিম হইয়া অবিশ্রান্ত নিপতিত হয় ও অবিলম্বে সমস্ত পৃথিবী

তুষারচয়ে আবৃত হয়। যে বায়ু পৃথ্বীর সর্ব্বত্র বেষ্টন করিয়া আছে তাহা তাপ ও রশ্মির গতি-রোধক নহে বলিয়া পৃথিবীর সমস্ত তাপ বাষ্প-হীন বায়ুর মধ্যদিয়া একেবারে পৃথিবীকে ত্যাগ করে, ও তাপমান যন্ত্রদ্বারা ব্যক্ত হয় যে পৃথিবীর সর্ববিভাগে ভূগাত্রহইতে ৪৫ ক্রোশঊর্দ্ধে তাপ ২৩° অংশ লঘু। এপ্রকার হীনতাপে বা অতিশয় শীতে জীবের বাস করা দূরে থাকুক স্বল্পকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকাই অসম্ভব। যাহাহউক সূর্য্য তাপহীন হইয়া সৌর মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী থাকিলে সৌর-জগৎ বর্ত্তমান স্থানে থাকিতে পারে; কিন্তু তাপ ও আলোকের অভাবে জীবহীন হইবে সন্দেহ নাই। কোন কারণে সূর্য্য একেবারে নষ্ট হইলে ক্রীড়া-তৎপর বালকের লোষ্টনিক্ষেপক ফিঙ্গা-নামক রজ্জু-হইতে যে প্রকারে মৃৎপিণ্ড নির্গত হয় সেই রূপে পৃথিবী খ-মণ্ডলের যে অংশে থাকে সেই অংশহইতে শত শত বৎসর শূন্যমার্গে নিকটস্থ নক্ষত্রেরদিকে ধাবমান হইবে, ও সহস্র বৎসরেও তাহার বিশেষ নিকটস্থ হইতে পারিবে না। সূর্য্য যে বলে চতুর্দিগস্থ ভ্রাম্যমাণ গ্রহ-গণকে আকর্ষণ করে ও তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট গতি রেখা (কক্ষা) অবলম্বন করাইয়া ভ্রমণ করায় তাহার সহিত হস্তস্থরজ্জুবদ্ধ ভ্রাম্যমাণ মৃৎপিণ্ডের তুলনা হইতে পারে, যে হেতুক যত ক্ষণ ঘূর্ণায়মান মৃৎপিণ্ড হস্ত বদ্ধরজ্জুকে ছেদ করিয়া দূরদেশে পলায়ন না করে ততক্ষণ তাহার পলায়ন-পরায়ণ বেগ ও বদ্ধরজ্জুর দার্ঢ্য সমতুল্য থাকে। সে বল হস্তচ্যুত মৃৎপিণ্ডের নিম্নগামী বলের তুল্য; যদিচ আকারের বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত বলেরও আধিক্য অবশ্য ঘটে, পরন্তু পরস্পরের সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে তুল্য থাকে। পৃথ্বী মৃৎপিণ্ডহইতে যতগুণ বড় ও গুরু, সূর্য্য, পৃথ্বী ও সৌরমণ্ডলস্থ গ্রহ-চয়াপেক্ষা তত অধিকগুণে বড় ও গুরু; তথা মৃৎপিণ্ডের নিম্নগামী বলের পরিমাণ করিতে গেলে যেমত মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব ও পৃথ্বীর গুরুত্ব তুলনা করিতে হয়, সূর্য্যের আকর্ষণ-বলের বোধজন্য তদ্রূপ সূর্য্যের অবয়ব ও গুরুত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু ঐ মহৎ পিণ্ডের গুরুত্ব নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বস্তুর পরিমাণ-করণার্থে কোন নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের সহিত তাহার তুলনা করা যায়। যথা কোন বস্তু ১০ হাত দীর্ঘ বলিলে এই বোধ হয় যে উক্ত বস্তুর গাত্রে দশটি হস্ত পর পর স্থাপিত করিলে তাহার দৈর্ঘ্যের কিছুমাত্র স্থান অনাচ্ছাদিত থাকে না। কিন্তু দূরস্থ বস্তুর অবয়ব পরিমাণ ও তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুহইতে দূরতার তাদৃশ মাপ নিরূপণ করা দুরূহ। কোন ঘরে দাঁড়াইয়া কেবল অনুমানদ্বারা তাহার দৈর্ঘ্যের নিরূপণ করিতে গেলে মনে মনে অনুমান করিতে হয় দর্শকের পদের নিকটহইতে গৃহপ্রাচীর-মূল-পর্য্যন্ত স্থানে কয়টী হস্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, এবং ঐ দৈর্ঘ্য অনুভূত করিয়া প্রাচীরহইতে দৃষ্ট বস্তু কত দূর তাহার অনুমান সেইরূপে করিতে হয়।

দূরস্থ-বস্তু-পরিমাণে সামান্যতঃ লোকের সংস্কার অপরিণত ও ভ্রমাকীর্ণ। গত-রাজবিদ্রোহ-কালে ইংরাজি ১৮৫৭ সালে এদেশের নভোমণ্ডলে একটি প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। তখনকার সংবাদপত্রে তাহার পুচ্ছের পরিমাণ কেহ ৪ হাত কেহ বা ৬ হাত বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু এপ্রকার বর্ণনা কত দোষমূলক তাঁহারা তাহা অবগত নহেন। এক জন অজ্ঞলোককে সূর্য্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "কেন? সূর্য্য কত বড় কে না জানে? একটা মাজারি থালার মত"। অপরে বলিতে পারেন "সূর্য্যের আবার পরিমাণ জানা কি দুষ্কর? সূর্য্য যত বড় দেখাযায় তত বড়ই"। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট

প্রতীয়মান হইবে যে আমাদিগের এপ্রকার অনুমানসকল সত্যহইতে অনেক দূর। হস্ত বিস্তারিয়া একটি টাকা সূর্য্য ও আপনার চক্ষুর মধ্যে রাখিলে সূর্য্য দৃষ্টিপথহইতে আচ্ছাদিত হয়। আবার সময়বিশেষে যথা প্রাতে বা সায়ঙ্কালে স্থানবিশেষে মন্দির বা প্রাসাদ অথবা কোন পর্ব্বতে সেই সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। অতএব সূর্য্য অবয়বে ন্যূনকল্পনায় আচ্ছাদক পর্ব্বতের তুল্য বলিয়া মানিতে হইবে। ফলে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা সূক্ষ্ম গণনাদ্বারা সূর্য্যের প্রকৃত পরিমাণ যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইবে।

সূর্য্য যত দূর আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে তত দূরহইতে এই বিশাল ভারতবর্ষ একটী সর্ষপতুল্যও বোধ হয় না। ফলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব দূরতাবশতঃ সূর্য্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা আমাদিগের অসাধ্য। সকলেই অবগত আছেন যে দূরস্থ বস্তু প্রকৃত অবয়বাপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রতর দেখায়। দূরতার বৃদ্ধি পাইলেই অবয়ব হ্রস্ব বোধ হয়। এক ক্রোশ অন্তরের বালকের আকার ৫ ক্রোশ অন্তরের দীর্ঘকায়বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যের আকারেরতুল্য বোধ হয়। অতএব সূর্য্যের আকার-নিরূপণের প্রথম প্রক্রিয়া তাহার দূরতার নিরূপণ। ত্রিকোণমিতি-শাস্ত্রের সাহায্যে উক্ত নিরূপণ সরল উপায়দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা ত্রিকোণমিতি-শাস্ত্রের উপক্রমণিকামাত্র দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা অবগত আছেন যে ত্রিকোণের পার্শ্বরেখাদ্বয় ও তন্মধ্যস্থ কোণ বা একটী রেখামাত্র ও অপর দুই কোণের পরিমাণ পাইলেই উক্ত ত্রিকোণের অপরপার্শ্ব বা অপর কোণদ্বয়ের পরিমাণ অনায়াসে সিদ্ধ হয়। এই মত অবলম্বন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা-পারদর্শী পণ্ডিতেরা সূর্য্যের পৃথ্বীহইতে অন্তরতার পরিমাণ করিয়াছেন। যেমন কোন মন্দিরের চূড়ার পরিমাণ করিতে গেলে দুইস্থানহইতে এককালে মন্দিরচূড়া লক্ষ্য করিতে হয়, এবং ঐ লক্ষ্য করণের স্থানদ্বয়ের যোগরেখার উপর মন্দিরচূড়া লইয়া যে ত্রিকোণমণ্ডল নিষ্পন্ন হয় তাহার নিম্নস্থ কোণদ্বয়ের পরিমাণ করিতে হয়; সূর্য্যবিষয়েও সেইরূপ করিতে হয়। কিন্তু এই পরিমাণে উক্ত স্থানদ্বয়ের অন্তর জ্ঞাত হওয়া আদৌ আবশ্যক। উক্ত মন্দিরের চূড়া অত্যন্ত দূর হইলে লক্ষ্য স্থানদ্বয়ও অনেক অন্তর হওয়া আবশ্যক, নতুবা মন্দিরের চূড়া ঐ স্থানদ্বয়হইতে লক্ষ্য রেখাদ্বয়ে যে কোণ হইবে তাহা এত ক্ষুদ্র হয় যে পরিমাণ করা দুরূহ। ঐ রেখাদ্বয়ে কোণ সম্পন্ন না করিয়া প্রায় মিলিত হইয়া যায়। পৃথ্বীতে অবস্থান করিয়া নিকটস্থ দুই নগরহইতে সূর্য্যের দূরতা নিরূপণে ঐরেখাদ্বয় প্রায় মিলিত হইয়া যায়। পরন্তু এক্ষণকার ভূ-পরিমাণ-বিদ্যা এত উন্নত যে তদ্দ্বারা পৃথ্বীতে দাঁড়াইয়া পৃথ্বীর আকার পরিমাণ অনায়াসে নিরূপণ করা যায়। পৃথ্বী একটি বর্ত্তুলাকার পদার্থ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণভাগ কিছু চাপা। ইহার দীর্ঘতম ব্যাস যাহা মধ্যস্থ পরিধিকে অংশদ্বয় পরিমাণে বিভাগ করে, তাহা প্রায়ঃ ৩৯৮ ক্রোশ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণকেন্দ্র ভেদী ব্যাস ৩৯৩৫ ক্রোশ। এমতে ভূমণ্ডলের পরিমাণ অবগত হইলে তত্রস্থ স্থানদ্বয়ের দূরতা অনায়াসসাধ্য। সূর্য্যের পরিমাণ জন্য জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদেরা নরবেদেশস্থ হামরফেস্ত নগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ এই দুইস্থান লক্ষ্যস্থান বলিয়া স্থির করেন, যেহেতুক উক্ত নগরদ্বয় প্রায় সমচ্ছায়া দেশ। উক্ত নগরদ্বয় ৩১৬৭ ক্রোশ অন্তর। সূর্য্যকে উক্ত নগরদ্বয়হইতে এককালে লক্ষ্য করিলে তাহার দূরতা নিরূপণ সহজেই হয়। সূর্য্যও উক্তস্থান-যুগলে যে ত্রিকোণ নিষ্পন্ন হয় তাহার অধঃস্থ রেখা অর্থাৎ স্থানদ্বয়ের অন্তর

রেখাও উক্ত রেখা সান্নিধ্য কোণ ও রেখাদ্বয়সাধ্য। এমতে উক্ত স্থানদ্বয়হইতে সূর্য্যের দূরতা পরিমিত হইলে ভূমণ্ডলের মধ্যহইতে সূর্য্যের মধ্যবিন্দুর দূরতা অনায়াসসাধ্য। কিন্তু সূর্য্য ফলতঃ এত দূরে আছে যে উক্তস্থানদ্বয়ের পক্ষরেখাদ্বয় প্রায় মিলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ ত্রিকোণটি এত দীর্ঘ হয় যে তাহার পরিমাণ প্রায় অসাধ্য হয়। পরন্তু যন্ত্রের অবলম্বনে লক্ষ্য করিলে কোণ অতীব দীর্ঘ না হওয়ায় দূরতা-পরিমাণে বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। এ ত্রিকোণ পার্শ্বরেখাদ্বয় তৃতীয় রেখাপেক্ষা প্রায় ৩৮ গুণ দীর্ঘ। অর্থাৎ পৃথ্বীর মধ্যবিন্দুহইতে চন্দ্র প্রায় ৬০।০ পৃথ্বীর ত্রিজীবা দূর অর্থাৎ ১,১৯,০০০ ক্রোশ অন্তর। এতদ্ধেতু চন্দ্রের কক্ষা প্রায় ২,৫,০০০০ ক্রোশ স্থির হয়। কিন্তু সূর্য্যসম্বন্ধে ত্রিকোণ এত দীর্ঘ যে অঙ্কপাত দ্বারা দূরতা পরিমাণ করিতে গেলে চন্দ্রের দূরতাপেক্ষা প্রায় ৪০০ গুণ অধিক বোধ হয়, অর্থাৎ ৪৭,০০,০০০ ক্রোশ দূর; কিন্তু সূক্ষ্ম গণনায় ইহা ১,৫৩,২২,২০৮ ক্রোশের ন্যূন হওয়া উচিত। যাহা হউক ঐ ত্রিকোণ-গণনায় সূর্য্যের ত্রিজীবা ৮,৮২,০০০ ক্রোশ ও সূর্য্য পৃথ্বীহইতে ৪,৭০,০০,০০০ ক্রোশ দূর এই নিষ্পন্ন হয়।

সূর্য্যের অবয়ব-পরিমাণের অপর এক উপায় আছে। গত ইংরাজী ১৬৯ সালে শুক্রগ্রহদ্বারা সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, আবার আগামী ১৮৭৪ সালে সেইরূপ ঘটিবে। উক্ত রূপ গ্রহণকালে শুক্র-জ্যোতিষ্কের সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ ও অতিক্রমকাল নিরূপণ করিলেই সূর্য্যের প্রকৃত অবয়ব এককালে অবগত হওয়া যায়; কেন না আমরা যখন শুক্রগ্রহের গতির পরিমাণ অবগত আছি, তখন উক্ত সময়ে ঐ গ্রহ কতদূর ভ্রমণ করিতে পারে তাহাও জানিতে পারা যায়।

অপোজম।
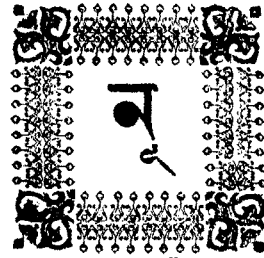
তন মহাদ্বীপে যে সমস্ত অদ্ভুত জীব জন্তু দৃষ্টিগোচর হয় তন্মধ্যে প্রস্তাবিত প্রাণী ও এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। ইহা স্তন্যপায়ী বর্গীয় দ্বিগর্ভ পশুবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য মস্তকহইতে লাঙ্গূল পর্য্যন্ত প্রায় এক হস্তের অধিক হইবে; লাঙ্গুল ও প্রায় এক পাদ হইবে, এবং শরীরের মধ্যভাগ প্রায় আট বুরুল উর্দ্ধ। ইহা অতিশয় লোমশ, সর্ব্বাঙ্গই ধূসর বর্ণের লোমে আবৃত। লোমের অগ্রভাগসকল কটা, এবং স্থানে২ দুই একটী কাল লোমও দেখা যায়। ইহা চতুষ্পদ; প্রত্যেক পায়ে পাঁচ পাঁচটী করিয়া অঙ্গুলি আছে। সম্মুখস্থীন পদদ্বয়ের অঙ্গুলিতে কয়েকটীর নখ অতীব তীক্ষ্ণ। পশ্চাৎ পদদ্বয়ের অঙ্গুলিসকল বিপক্ষহইতে পরস্পর সংযোজিতহইতে পারে, এবং তৎপ্রযুক্ত প্রকৃত হস্তের ন্যায় কার্য্য দর্শাইয়া থাকে।

অপোজম্ দ্রুত গমনে অক্ষম। তাদৃশ স্থূল কায় বহন করা উহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশের ও পরিশ্রমের কর্ম্ম, সন্দেহ নাই। এই পশুর লাঙ্গূল অতিশয় নমনীয় ও বলিষ্ঠ। বিশেষতঃ হস্তদ্বারা যে প্রকারে মনুষ্য কোন বস্তু ধারণ করিতে পারে, এই লাঙ্গূলদ্বারা সেই কার্য্য অনায়াসে নিষ্পন্নহইতে পারে; এবং বৃক্ষশাখায় তাহা আবদ্ধ করিয়া এই পশু অনায়াসে অধোদিকে ঝুলিতে পারে, এবং এক শাখাহইতে অন্য শাখায় যাতায়াত করে। ইহার মুখ সরু এবং তাহার অগ্রভাগ শ্লথ মাংসপিণ্ডে পরিণত, অপর তাহার উপর মাড়ীতে দশটী এবং নীচে আটটীমাত্র দন্ত আছে। স্ত্রী জাতির বক্ষের অধোভাগে বর্দ্ধনশীল স্থিতি স্থাপক গুণবিশিষ্ট এক চর্ম্মস্থলী হয়,
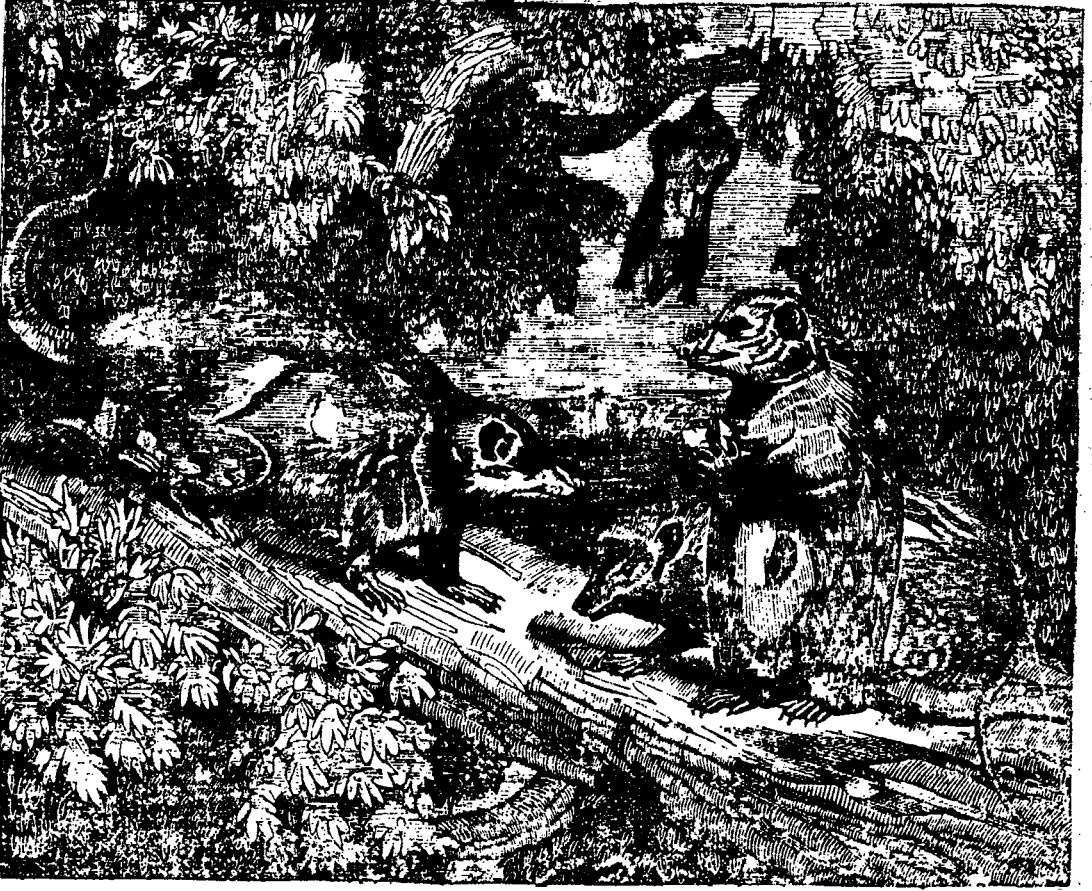
অপোজম।

তন্মধ্যে দশ বারটী করিয়া স্তন থাকে। শাবকসকল প্রসূত হইলে ঐ চর্ম্মস্থলীতে সন্নিবেশিত থাকিয়া নিয়ত স্তনপানে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিশিষ্ট হয়। প্রথম প্রসূতশাবক অঙ্গহীন রক্তপিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়; গাত্রে লোম নাই, চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই। ঐ মাংসপিণ্ডবৎ শাবক কথিত কোশমধ্যস্থ স্তনে মুখ সংলগ্ন রাখিয়া প্রায় পঞ্চাশ দিবশ পোসিত হইলে পরে কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রাপ্ত হয়, এবং স্তনত্যাগ করিয়া স্থলী মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে, এবং অতঃপর নিয়ত স্তনে লিপ্ত না থাকিয়া মধ্যেং স্তনপান করিয়া থাকে, এবং এই প্রকারে অঙ্গাদির যথাযোগ্য বৃদ্ধি হইলে স্থলীহইতে বহির্গত হয়। এই স্থলী স্ত্রী অপোজমের দ্বিতীয়-গর্ভ-স্বরূপ, এবং এতৎসত্বে উহারা দ্বিগর্ভনামে বাচ্য হইয়াচে। অপোজমের ইন্দ্রিয়সকল বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে, কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কিঞ্চিৎ ঔৎকর্ষ্য আছে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
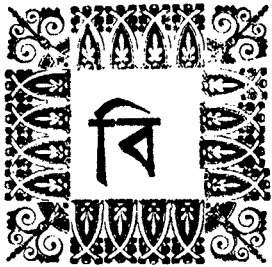
বিক্রমোর্ব্বশী"। এই ত্রোটক খানি মহাকবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীহইতে বিনিঃসৃত। ত্রোটক ও নাটকে প্রভেদ এই; ত্রোটকের প্রত্যেক অঙ্কেই বিদূষক-বিষয়ক প্রসঙ্গ থাকা আবশ্যক, সুতরাং তাহাতে শৃঙ্গার-রসই অঙ্গী হয়, কিন্তু নাটকে সেরূপ কোন নিয়ম বদ্ধমূল না থাকাতে বীররস প্রভৃতিও প্রধান হইয়া থাকে। অধুনা মুদ্রণাভাবে এই অপূর্ব্ব সংস্কৃত ত্রোটক খানির বিরলতা দেখিয়া পাঠকবর্গের সৌলভ্য-সম্পাদনার্থে অসীম-সংস্কৃত-ভাষানুরাগী সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামময় তর্করত্ন মহাশয় স্বকৃত "বিষম পদব্যাখ্যা" নাম টীকার সহিত এই পুস্তকখানি দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। যদিচ ১৮৩০ খ্রীষ্টিয়াব্দে সাধারণ-বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থক-সমাজাধিপতি-দিগের আজ্ঞায় কলিকাতা-এডুকেশন যন্ত্রালয়ে প্রাকৃত ভাষার ব্যাখ্যা সহিত এই গ্রন্থখানি একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে দুরূহ পদের টীকা ছিল না, সুতরাং সংস্কৃত-ভাষায় নবপ্রবিষ্ট পাঠকগণের পক্ষে সেখানি তত সুবিধাজনক হয় নাই, এবং অধুনা তাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াও উঠিয়াছিল। তর্করত্ন মহাশয়ের প্রযত্নে সেই অভাবের সম্পূর্ণরূপে তিরোধান হইয়াছে। তাঁহার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের এক খণ্ড আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে; আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তর্করত্ন মহাশয় একজন কৃতবিদ্য সামাজিক; তিনি যে গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা যে সুশৃঙ্খলার সহিত মুদ্রিত হইবে, তাহা আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বেই আশা করিয়াছিলাম, এবং আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আশাতীত ফললাভও করিয়াছি। এই প্রবন্ধ-পাঠে আমরা যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। স্থলে স্থলে তিনি যে টীকা করিয়া দিয়াছেন তাহা যৎপরোনাস্তি বিশদ হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা নিজ পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তর্করত্ন-মহাশয় এই গ্রন্থের প্রচারার্থে যে বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজনীয়। ফলতঃ এইরূপ কৃতবিদ্য লোকে পরিশ্রম স্বীকার করিলে লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতের যথার্থ পুনরুদ্ধার হইতে পারে। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এরূপ মহদধ্যবসায় হইতে কদাচ বিরত না হন।

এই প্রবন্ধের বর্ণনীয় মর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে, এজন্য আমাদিগের এবিষয়ে কিছু বলা কর্ত্তব্য। তর্করত্ন মহাশয় কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তিনি বিক্রমোর্ব্বশীর ভূমিকা স্থলে বর্ণনীয় ইতিবৃত্তটী অতিসুন্দররূপে সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে সেইটী উদ্ধৃত করিয়া দিলেই চলিত, কিন্তু আমাদিগের পাঠকমহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ তাঁহাদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত আমরা সেই বৃত্তান্তটী এস্থলে সঙ্ক্ষেপে বাঙ্গলা-ভাষায় একপ্রকার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

পূর্ব্বে চন্দ্রবংশাবতংস পুরূরবা নামে এক নৃপতি ভাগীরথীর উত্তরতীরে বিরাজমান পরম পবিত্র তীর্থ প্রয়াগ-ক্ষেত্রের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নামক নগরকে অলঙ্কৃত করিয়া বহুকাল তথায় সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। ধীরললিত-নায়ক-গুণো-

পেত সেই নৃপতিই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নায়ক। একদা তিনি রথারূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কুবের-ভবনহইতে প্রতিনিবর্ত্তমানা অসামান্যরূপ-লাবণ্যবতী উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরাকে পথমধ্যে কোশ-নামক কোন অসুরকর্তৃক হ্রিয়মাণা দেখিলেন। রোরুদ্যমানা তৎসখীগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত ভূপতি আর্ত্তত্রাণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ভুজবলে সেই অসুরকে আহত করিয়া উর্ব্বশীকে তাহার হস্তহইতে মুক্ত করিয়া তৎসখীগণের নিকট সমর্পণ করিলেন। তদবধি উর্ব্বশী কৃতোপকার রাজার প্রতি প্রণয়াসক্তা হইয়া অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানেই মগ্না হইল। অনন্তর একদা দেবরাজ সভায় "লক্ষ্মীস্বয়ম্বরাখ্য" প্রয়োগ অভিনয় করিবার নিমিত্ত উর্ব্বশী কমলার বেশ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা আছে, এমত সময়ে মেনকা "ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার প্রতি তোমার হৃদয়াভিলাষ?" এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। উর্ব্বশী তৎকালে রাজগতচিন্তায় একান্ত মগ্না ছিল, সুতরাং "পুরুষোত্তমের প্রতি" এই বক্তব্যে হঠাৎ "পুরূরবার প্রতি" এই কথা তাহার মুখহইতে নির্গত হইল। ভরতমুনি উর্ব্বশীর এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাহার প্রতি একান্ত রোষ-পরবশ হইয়া "তুমি মানুষী হও", এই বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। কিন্তু দেবরাজ উর্ব্বশীর প্রতি সদয় হইয়া, "তুমি আমার সমরসহায় পুরূরবার অনুসরণ কর", এই বলিয়া শান্ত করিলেন। উর্ব্বশী রাজার নিকট প্রত্যাগত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্তটী অবলম্বন করিয়াই কবিকুল-তিলক কালিদাস এই অপূর্ব্ব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

"শকুন্তলা। শ্রীহরিমোহন গুপ্ত বিরচিত",। এই গ্রন্থখানিও সমাদরের যোগ্য। গুপ্তমহাশয় কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের সর্ব্বস্বস্বরূপ সংস্কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নামক নাটক অবলম্বন করিয়া পদ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। আমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া একপ্রকার আহ্লাদিত হইলাম। পদ্যগুলির অধিকাংশই অতিসুন্দররূপে লেখা হইয়াছে, বিশেষতঃ প্রতিপর্ব্বের প্রারম্ভে যে পয়ারগুলি রচিত হইয়াছে, যদিচ সে গুলিকে এ প্রস্তাবের পক্ষে একপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলিলেও বলা যায়, তথাপি সেগুলি অতিমনোহর হইয়াছে। অপর গুপ্তমহাশয় নব্য কবি নহেন; তাঁহার কৃত অনেকগুলি কাব্য সভ্যমহোদয়-সমাজে প্রচলিত আছে, এবং তদ্দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাঁহার সে খ্যাতির কোন হানি করে নাই। পরন্তু গুণ বলিয়া দোষ-বিষয়ে এককালে মৌনাবলম্বন করা বিধেয় নহে, এজন্য এস্থলে অগত্যা আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে দুই একটী দোষও ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী সন্ধিকষ্টতা ও গ্রাম্যতা দোষ দৃষ্ট হয়। অপর এই গ্রন্থের চতুর্থ-স্তবক-পাঠকরণসময়ে একটী শ্লোক আমাদিগের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ছিল; তাহা এই—

"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কঃ যত্র যাতি শকুন্তলা"।

গুপ্তমহাশয় সেস্থলে কালিদাসের সেই করুণরস-পরিপূর্ণ স্থলটীর মনোহারিত্বের যে সম্যগ্ রক্ষণ করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু কালিদাসের রস সম্যগ্ রক্ষা করিতে না পারা অন্যের পক্ষে নিন্দার কারণ নহে। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে একমাত্র কালিদাস হইয়াছে, আর কালিদাস ভিন্ন কালিদাসের রস রক্ষা করা সুসাধ্য নহে। অতএব গুপ্তমহাশয় ইহাতে কোনমতে ক্ষুব্ধ হইবেন না। ফলে কোন

শ্রেষ্ঠকবির রচনায় অনুবাদ মধ্যম কবিদিগের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর হইয়া থাকে। স্বীয়-মনঃকল্পিত রচনা অনেকের প্রীতিসাধন করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কৃত অনুবাদ আদর্শের সহিত তুলনায় আদর্শাপেক্ষা অধম হওয়ায় তাঁহাদের গৌরবের হানি করে। গুপ্তমহাশয় শকুন্তলার নাম না দিয়া অন্য নামে কাব্যখানি প্রচার করিলে অধিক প্রশংসা লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই।

৩। "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে। বালেশ্বর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত"। এই প্রণেতাও আমাদিগের একজন কৃতজ্ঞতার পাত্র। উড়িয়া যে বাঙ্গলা-হইতে বিভিন্ন ভাষা নহে, ইহা প্রতিপাদন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ইহার রচনা অতি উত্তম হইয়াছে, আর গ্রন্থকর্ত্তা উড়িয়া যে স্বতন্ত্র ভাষা নহে, ইহা সমর্থন করিবার নিমিত্ত এই গ্রন্থে যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তদ্দারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি এই পুস্তক খানির নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধখানি লিখিত হইয়াছে, আমরা এস্থলে সেগুলির নাম উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১ ভারতের অধুনা প্রচলিত ভাষাসকলের আদি নিরূপণ। ২ ভাষা-বিভাগের কারণ নিরূপণ। ৩ আর্য্যজাতির সমাগমে ভারতের ভাষা পরিবর্ত্তন ও তাহাতে নানা ভাষার সম্মিলন। ৪ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রাকৃতিক-সীমা-নির্দ্দেশ। ৫ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা বিভিন্ন ভাষা নহে। ৬ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে সদা প্রচলিত শব্দ। ৭ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় সর্ব্বদা কথিত ও প্রচলিত শব্দসকলের মধ্যে প্রায় সকল শব্দই সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে অবিকৃত কতকগুলি বা অংশ-বিকৃত। ৮ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে কথিত ভাষার পুরুষ, কারক ও ক্রিয়াবিষয়ক সমালোচনা। ৯ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে প্রচলিত সঙ্গীত উহার উত্তরের প্রচলিত সঙ্গীতহইতে ভিন্ন নহে। ১০ সুবর্ণ-রেখার দক্ষিণে ও উত্তরে কথিত নামের অবিভিন্নতা। ১১ উড়িয়া-অভিধান। ১২ উড়িয়া অক্ষর। ১৩ উপসংহার।

এই কয়েকটী প্রস্তাবের মধ্যে পঞ্চমটীর কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে তদ্দৃষ্টে গ্রন্থকারের রচনাপ্রণালী ও কৌশল সুব্যক্ত হইবে।

"ভাষাতত্ত্ববিদ্দিগের মতানুসারে পূর্ব্ব-নিরূপিত সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানসমূহ একই ভাষার স্থান বলিয়া প্রতীতি হয়। বাস্তবিকও ঐ সকল স্থানে একই অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। তবে যে উহার কোন কোন স্থানবাসীদের ভাষা, অন্যান্য স্থানবাসীদের ভাষাহইতে কিছু বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সংসর্গদোষ যেরূপ চরিত্র-বৈলক্ষণ্যের কারণ, সেইরূপ ভাষা বৈলক্ষণ্যেরও কারণ। সেই হেতু পার্ব্বত্য ভুটিয়া জাতিদিগের সংসর্গে রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতিস্থ ব্যক্তিদিগের, অসভ্য গার ও খশিয়া জাতিদিগের সঙ্গদোষে শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম কমিল্লা প্রভৃতি স্থানের লোকদিগের, পর্ব্বতবাসী সাওঁতালদিগের সংসর্গে বীরভূম বাঙ্কুড়া প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের, এবং বালেশ্বরের নিকটবাহী নীলগিরি-নিবাসী সাওঁতাল ও গোণ্ড প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের সংস্রবে, বালেশ্বর কটক পুরী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের ভাষা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যতই ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছে, ততই নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালীদের ভাষা সংসর্গদোষে অতিরূঢ়, কর্কশ, অশুদ্ধ, অপভ্রষ্ট ও যৎপরো নাস্তি কদর্য্য হইয়া আসিয়াছে।

কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের সহিত ঐ ঐ অসভ্য জাতিদিগের সংস্পৃষ্টভাব নাই; সুতরাং তত্তৎস্থান-বাসীদিগের ভাষা কোমল, শুদ্ধ ও সুশ্রাব্য। ফলতঃ কলিকাতার বিদূরবর্ত্তী ও ঐ ঐ জাতির সমীপবর্ত্তী স্থানের লোকদিগের ভাষা এরূপ বিকৃত হইয়া আসিয়াছে, ও তাহাদিগের স্বরবৈলক্ষণ্যাদিদোষে এত অধিক যে, তত্তৎদেশের অশিক্ষিত লোকদিগের কথিত ভাষা শুনিলে হঠাৎ কোনমতে বাঙ্গালা বলিয়াই বোধ হয় না। যাহাহউক সংসর্গ-দোষে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও উড়িয়া ও বাঙ্গালা যে বিভিন্ন ভাষা নহে তাহাতে আর সংশয় নাই।

সুবর্ণরেখার দক্ষিণ ও উত্তরে ভাষা-বিষয়ে একত্বপ্রতিপাদক নানা কারণ সত্ত্বেও, কেন যে ঐ দুই প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলে, আর বিশুদ্ধ বাঙ্গালাহইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিকৃত আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের ভাষাকে বাঙ্গালা বলে, তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপ কথন কেবল ভ্রম-বিলসিত ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। উড়িয়া ও বাঙ্গালা পুস্তকে যে যে সাধু ও প্রাকৃত শব্দাদি প্রচলিত আছে, বিশেষে মনোযোগ-সহকারে তত্তৎ বিষয়ে অনুধাবন করিলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিম্নে ক্রমে ক্রমে সেই বিষয়ের সমালোচনা করা যাইতেছে"।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৫৯ খণ্ড

পতুয়াজাতি।

ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা যে আর্য্যজাতীয় নহে, তাহা পুরাবৃত্তপারদর্শী পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধানের পর স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যখন সুসভ্য আর্য্যেরা হিন্দুকুশ-পর্ব্বত-পারস্থ অধিত্যকাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন এই বিস্তৃত ভারত-ভূমিতে কতিপয় অসভ্য লোকেরা অবস্থিতি করিত। ক্রমশঃ যখন ঐ মহাপরাক্রমশালী আর্য্যেরা সিন্ধু নদ অতিক্রম করত সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যস্থিত প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হন, এবং যখন সেই বিদেশীয় পরতন্ত্র দ্বিজেরা ক্রমান্বয়ে

পঞ্জাব ও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে প্রবল-প্রতাপ-বিস্তার-পূর্ব্বক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত আদিম অধিবাসীরা অগত্যা বিজয়ী-দিগের সম্মুখে পলায়নপর হইয়া নিবিড়ারণ্যে ও দুর্গম দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনেকেই স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া জেতৃদিগের অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তদীয়-ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং পরিশেষে শূদ্র-নামে চতুর্থবর্ণরূপে পরিগণিত হইয়া অপর বর্ণ-ত্রয়ের সেবায় কাল যাপন করে। যে সমস্ত আদি-মেরা আর্য্যের বশীভূত হয় নাই, আর যাহারা তাঁহা-দের সংস্রবহইতে সাবধানে পৃথক্ ছিল, তৎসমুদা-য়ের বংশজসকল অদ্যাপিও ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। কোল, ভিল্ল, গোণ্ড, চোয়াড়, সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, গারো, কুকি এবং অন্যান্য আরণ্য-জাতীয় মনুষ্য সেই আদিম বংশের প্রশাখামাত্র। তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী ককেশীয় জাতীয়ের ন্যায় সুদৃশ্য নহে। তাহারা প্রায় সকলেই খর্ব্বকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহাদের মুখ চেপ্টা, নাসিকা অনুন্নত ও স্থূল, এবং নাসারন্ধ্র অতিবৃহৎ। বিশেষতঃ তাহাদের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে তাহাদিগকে কোন মতে ককেশীয়-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না। দেশ কাল ও ব্যবসায় অনুসারে অঙ্গসৌষ্ঠব ও বাহ্য অবয়ব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাষার সৌসাদৃশ্য সহজে কখনই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সংস্কৃত এবং তদুৎপন্ন অন্যান্য ভাষাহইতে এই অসভ্য জাতিদিগের ভাষার বৈল-ক্ষণ্য ও বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য বিখ্যাত ভাষাভিজ্ঞেরা এই অসভ্য-জাতীয়-দিগকে ককেশীয়-জাতিমধ্যে পরিগণিত না করিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিমধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

প্রস্তাবিত পতুয়া-জাতীয়েরা অস্মদ্দেশীয় উক্ত-আদিম অধিবাসীদের এক অবশেষ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উৎকলখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাংশে এবং শিঙ্ভূমের দক্ষিণ মহলের অন্তর্গত নিবিড়ারণ্য ইহাদিগের আধুনিক আবাসস্থান। কেঁউঝড়, পালা-মো, ঢেঁকানল, এবং বিন্দোল এই কয়েক মহলে ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায়।

উক্ত জাতীয়েরা যদিচ উড়িষ্যার মধ্যে অব-স্থিতি করে, তথাপি তত্রত্য-লোকেরা তাহাদিগের বিষয় সবিশেষ অবগত নহে; এমন কি উৎকল খণ্ডের ইতিবেত্তা সুবিখ্যাত ষ্টর্লিং সাহেবও তাহা-দের বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইলিস সাহেব গবর্ণমেণ্টে কটকের প্রদমহলের যে রিপোর্ট করেন তাহাতে বাঙ্গলা কয়েক পংক্তি ব্যতীত আর কুত্রাপি পতুয়াদের নামোল্লেখও দেখা যায় না। পরন্তু আসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক পত্রে সদরদে-ওয়ানী আদালতের পূর্ব্বতন বিচারপতি সামুয়েল সাহেব ১৮৫৬ শালে ইহাদের বিস্তার বর্ণন করেন। তদনুকরণে মেজর ষ্ট্রেজ সাহেব প্রাগুক্ত জাতির কয়েক খানি প্রতিকৃতি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে একটী এই প্রস্তাবের শিরোভাগে প্রদর্শিত হইল।

পতুয়ারা দেখিতে অতিকুরূপ। তাহারা অত্যন্ত খর্ব্বকায়; তজ্জাতীয় ৫ পাদ ২ বুরুলের অধিক উচ্চ পুরুষ প্রায় দেখা যায় না, এবং স্ত্রীলোকেরা ঊর্দ্ধে ৪ পাদ ৪ বুরুলের অধিক হয় না। তাহারা হীনবল ও জীর্ণকায়। তাহাদের মুখ সাতিশয় চেপ্টা, নাসিকা স্থূল ও অনুন্নত। তাহারা প্রায় সকলেই কৃষ্ণবর্ণ। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিকতর কুৎসিতা; ইহার কারণ এই যে তাহারা গার্হস্থ্য সমস্ত নীচকার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, এবং অবশ্য-প্রয়োজনীয় অশন ও বসন প্রাপ্ত হয় না। অত্রত্য স্ত্রীলোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না; শরীর আচ্ছা-দন ও লজ্জা-নিবারণের জন্য বৃক্ষের পত্র ব্যবহার

করিয়া থাকে। তদর্থে শাল, তামাল, বট, পিপুল ও অন্যান্য প্রশস্ত বৃক্ষপত্রই প্রয়োজনীয়। পতুয়া ললনারা দুইটী পল্লব বা পত্রগুচ্ছ লইয়া একটী নীবির নিম্নদেশে অপরটী পশ্চাদ্ভাগে নিতম্ব মধ্যে সংলগ্ন করে, এবং সচরাচর-বৃক্ষছালে আবদ্ধ রাখে। যখন২ মৃত্তিকা নির্ম্মিত মালা কটিদেশের চতুর্দ্দিক্ পুনঃ২ গ্রন্থিত করিয়া উক্ত পল্লবগুচ্ছ-দ্বয়কে সংলগ্ন রাখে। শরীরের উপরিভাগে কোন আবরণ থাকে না। কোন২ পতুয়ারমণী অর্জিত মৃণ্মালার কণ্ঠাভরণও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ কণ্ঠহার বহুসঙ্খ্যকশ্রেণীতে গলদেশহইতে কটিদেশপর্য্যন্ত লম্বমান থাকায় সর্ব্বদা শরীরসঞ্চালনে দোদুল্যমানহয়। কেহ ২ কর্ণ কবরী ও নাসাভরণ ব্যবহার করে, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন পতুয়াকামিনী বস্ত্র পরিধান করে নাই; এমনকি অতিশয় শীতে প্রপীড়িত হইলেও তাহারা কম্বল বাঅন্য কোন ঊর্ণা নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করে না। শীতনিবারণার্থে ইহারা দুই অগ্নি কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাত্রিকালে তন্মধ্যস্থিত স্থানে নিদ্রা যায়। এইরূপ পরিধেয়ের অসম্ভব ও বৃক্ষপত্র-ব্যবহার-জন্য উপরি উক্ত অসভ্য জাতিকে নিকটবর্ত্তী সভ্যজাতিরা 'পতুয়া' অর্থাৎ পত্রধারী নামে উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহারা আপন জাতীয়দিগের মধ্যে 'জোঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ।

জোঙ্গারা তদীয় রমণীদিগের নগ্নতার কারণ পশ্চাল্লিখিতরূপে নির্দ্দেশ করে। তাহারা বলে পুরাকালে তজ্জাতীয় কামিনীরা অতিশয় বেশভূষা-সক্তা থাকায় সতত সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করিত। পরিশেষে তাহারা এমন বিলাশিনী হইয়াছিল যে, পরিধেয়ের পরিচ্ছন্নতা-বিষয়ে অহরহ যত্নবতী থাকিত, এবং গোগৃহাপরিমার্জ্জন ও অন্যান্য-সাংসারিক-কার্য্য-নির্ব্বাহ-কালে বস্ত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষের পত্র অবলম্বন করিত। একদা কোন ঠাকুরাণী (কেহ২ বলে সীতা) তাহাদিগকে উলঙ্গপ্রায় দেখিয়া সাতিশয় মুগ্ধান্তঃকরণে অভিশাপ দেন, এবং তাহাদের অহঙ্কারের উপযুক্ত-প্রতিফল প্রদানার্থে ভবিষ্যতে বস্ত্রব্যবহার করিতে একবারে নিষেধ করেন। অদ্যাবধি তাহাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে যদি তাহারা সেই দেবীর আদেশ-বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ভয়ানক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ধৃত ও ভক্ষিত হইবে। স্থানভেদে এই জনশ্রুতির কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে; ঠাকুরাণীর পরিবর্ত্তে এক ঋষির নামোল্লেখ হইয়া থাকে। উপরিযুক্ত স্থূলকথা ও ব্যাঘ্রেরভয় সর্ব্বত্রই একরূপ, সে যাহা হেউক, বন্যপত্রধারিণী কামিণীকে অকস্মাৎ অবলোকন করিলে বিদেশীয় দর্শকের মনে যে কি অনির্ব্বচনীয় ঘৃণার আবির্ভাব হয়, তাহা ভাবজ্ঞ পাঠক মহোদয়েরা অনায়াশে অনুভব করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ যখন কতকগুলি রমণী একত্র মিলিত হইয়া লাস্যাদি আরম্ভ করে, এবং পুরুষেরা তাহাদের সম্মুখে বৃহদাকার বাদ্যযন্ত্র সকল নিনাদিত করিতে থাকে; আর যখন নর্ত্তকীগননা অঙ্গভঙ্গী করত মধ্যে২ বাদ্যকরদিগের সম্মুখীন হয়, তখন সভ্যাদিগের মনে অবশ্যই ঘৃণার পরাকাষ্ঠা উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। পরন্তু জোঙ্গা সকলের মন সেই পরম কৌতুকাবহ ব্যাপার-দৃষ্টে যার নাই রহস্য ও কৌতূহলে উদ্দীপিত হয়।

স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় জোঙ্গা-জাতীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র নহে। তাহারা কার্পাশ সূত্র প্রস্তুত ক্ষুদ্র২ কৌপীন ধারণ করে। তাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে বর্ণিত গল্পের ন্যায় কোন জনশ্রুতি নাই।

নলচালা।
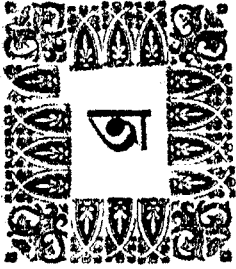
অনেকেই এরূপ বোধ করিতে পারেন যে, এই ভৌতিক ব্যাপারটীর উপর অটল বিশ্বাস আশুপ্রত্যয়ি-হিন্দু-হৃদয়েই একাধিপত্য করিতেছে; বাস্তবিক তাহা নহে; সভ্যাভিমানি ইউরোপখণ্ডেও অদ্যাপি ইহার সম্পুর্ণরূপে গতিরোধ হয় নাই।

অতি প্রাচীন কালাবধি লোকে যষ্টিকে শক্তি ও পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা করিয়া আসিতেছে; এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও ইহা ঐ অর্থে ভূরি২ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ডেবিড এক স্থলে বলিয়াছেন "আপনার যষ্টি আমাকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন;" এবং মুসা ঐশিক-নিয়োগের চিহ্নস্বরূপ স্বীয়দণ্ডদ্বারাই মিসরাধিপতি ফারোয়ার সমক্ষে অদ্ভুত কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র যষ্টিই একদা সর্পের রূপ ধারণ করে; এককালে সমস্ত নীল নদকে শোণিতে পরিপূর্ণ করে; এক সময় লোহিত সাগরের তরঙ্গমালা ভেদ করত পথ পরিষ্কার করিয়া তদব্যবহিত পরেই তাহাকে পুর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করে, এবং এরূপ ভাবে আঘাত করে যে অবিলম্বেই প্রচুর জলরাশি তাহাহইতে বেগে নিঃসৃত হয়। ভূপতিগণের সহিত বিবাদসময়ে তদীয় ভ্রাতা আরণের যষ্টিহইতে অনেক দৈববাণী হইয়াছিল। এস্থলে যষ্টিকে শক্তি ও পরাক্রমের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা না করিয়া বরং উহাকে ভাবী দৈবঘটনা গণনা করিবার উপায়স্বরূপ বোধ করা উচিত। এই সকল ঘটনার অনেক কাল পূর্ব্বে যাকুব স্বকীয় শ্বশুরের মেষপালের রূপান্তর সাধনার্থে যষ্টিকে মোহিনীশক্তির সাধনস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। গ্রীস এবং রোমের ইতরজনমণ্ডলীতেও যষ্টিদ্বারা ভাবি ঘটনা গণণা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। সিসিরো এক স্থলে এ বিয়ের উল্লেখ ককিয়াছেন। তিনি বলেন "যদ্যপি আমাদিগের জীবিকোপযোগী বস্তুসকল কোন স্বর্গীয় যষ্টিদ্বারা প্রাপ্তহওয়া যাইত, (যেরূপ লোকে বলিয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা সকল প্রকার উদ্বেগ ও পরিশ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইয়া কেবল বিদ্যানুশীলনেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে পারিতাম"। ইনিয়সও স্বীয় "ভবিষ্যৎ-গণণা" নামক গ্রন্থে যষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং সেই সকল লোককে উপহাস করিয়াছেন যাহারা একটী মাত্র পয়সা পাইলেই যষ্টিদ্বারা প্রচুর সম্পত্তি আবিষ্কার করিবার কৌশল শিখাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তাসিতস্ বলেন যে জর্ম্মন দেশেও যষ্টিদ্বারা গণনা করিবার প্রথা ছিল। জর্ম্মনেরা যে প্রণালীর অবম্বন করিয়া এতৎকার্য্য সম্পাদন করিত তাহাও নিতান্ত সরল। তাহারা প্রথমতঃ একটী ফলবান্ বৃক্ষহইতে একগাছি দণ্ড কাটিয়া তাহাকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করিত, এবং প্রত্যেক খণ্ডকে বিভিন্ন প্রকার চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত করিয়া তৎসকলকে একখানি শুভ্রবর্ণ বস্ত্রমধ্যে রাখিয়া দিত। তৎপরে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক খণ্ডকে বস্ত্রমধ্যহইতে তিনবার বহির্গত করিতেন, এবং তদুপরিস্থ চিহ্ন- দৃষ্টে নানাপ্রকার দৈবঘটনা গণনা করিয়া দিতেন। ফ্রিসন নামক জাতীয়েরা নিয়মবদ্ধ করে যে, "ধর্ম্মমন্দিরে যে সকল স্বর্গীয় যষ্টি ব্যবহৃত হয়,তদ্দারাই হত্যাপরাধের আবিষ্কার করা হইবে। এই সকল যষ্টিকে বেদীর সম্মুখে রাখিয়া হত্যাকারীর আবিষ্কারের নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হইবে"।

কিন্তু প্রাচীন ও ইদানীন্তন কালের মধ্যবর্ত্তী সময়েই এই কুসংস্কারের একাধিপত্য বিশেষ

উন্নত হয়, এবং তৎকালে লোকে নলকে গুপ্তধন, বহুমূল্য ধাতুর আকর, জলপ্রস্রবণ, চৌর্য্য এবং হত্যা প্রভৃতির আবিষ্কার করিবার অদ্বিতীয় উপায়-স্বরূপ বিবেচনা করিত। বাসিল্ সাহেব বলেন যে ইহার ধাতুরাবিষ্কারকতা বিষয়ে লোকের মনে এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আকরিকেরা যখন ধাতু খনন করিতে যায় তখন তাহারা অতিসাবধানে নল সঙ্গে করিয়া যাইয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে, নলের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকাপ্রযুক্ত ইহা সাতটী বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ আছে। এগ্রিকোলা নামা একব্যক্তি স্বীয় ধাতু-বিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থে নলের উপর অতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ইহার ব্যবহারকে ইন্দ্রজাল বিদ্যার লুপ্তাবশিষ্ট একদেশ স্বরূপ বিবেচনা করেন; এবং বলে যে সকল আকরিকদিগের ধর্ম্মের উপর আস্থা নাই, তাহারাই কেবল ধাতু অন্বেষণের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহা হউক কেহ কেহ তাঁহার এই মতের পোষকতা করে, কেহ২ ইহার প্রতিবাদও করিয়া থাকে। যেসুইৎমতাবলম্বী কার্চার নামা এক ব্যক্তি অনেকবার কাষ্ঠময় দণ্ডের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এবং তিনি বলেন যে, কতকগুলি কাষ্ঠের ধাতুর সহিত এরূপ সম্বন্ধ আছে যে, তাহারা ধাতু যেদিকে থাকে সেই দিকেই উন্মুখ হয়, সুতরাং ধাতু এবং নল এই উভয়ের পরস্পর সান্নিধ্যে যে এরূপ ঘটনা হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? তিনি আরও বলেন যে, যখন তিনি তাহাদিগকে সমপরিমাণে কীলের উপর রাখিরা দেখিয়াছেন তখন তাহারা কদাচ ধাতুর দিকে অভিমুখ হয় নাই। যাহা হউক, তিনি যৎকালে জলের উপর নলের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অগত্যা ভূমিগর্ভস্থ জলপ্রস্রবণ ও জলপ্রণালীর আবিষ্কার-করণ-বিষয়ে ইহার ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইয়াছে; পরন্তু তিনি বলেন যে "যতদিন আমি স্বীয় অভিজ্ঞতাদ্বারা ইহার সত্যতা স্থাপন করিতে না পারিতেছি ততদিন আমি এ বিষয় এককালে বিশ্বাস করিতে পারি না"। ডিসেনি নামা আর এক জন যেসুইত্-মতাবলম্বী বলেন যে জলাশয় আবিষ্কার বিষয়ে অন্য কোন উপায়ই নলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; এবং স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত তিনি এক জন বন্ধুর নাম উল্লেখকরেন; সেই বন্ধু একগাছি নল হস্তে লইয়া ভূমধ্যস্থ জলপ্রস্রবণ এবং জলপ্রণালী অব্যর্থরূপে আবিষ্কার করিতে পারিতেন। এক্ষণে আমরা জাক্ আয়মার নামক এক ব্যক্তির সেই অদ্ভুত বৃত্তান্তটী বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি যাহা একদা ইউরোপীয়গণের চিত্তকে নলের অসাধারণ গুণবিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

১৬৯২ খ্রীষ্টীয়াব্দের ৫ই জুলাই প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় লিয়োঁ নগরের এক বিপণিতে এক জন মদ্যবিক্রেতা এবং তদীয় পত্নী এই উভয়ের হত্যা হয়, এবং তাহাদিগের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল তাহাও অপহৃত হয়। প্রাতঃকালে শান্তিরক্ষকেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিপণির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিসকল অতি সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিল। শবের একপার্শ্বে শুষ্কতৃণাচ্ছাদিত একটী বৃহৎ বোতল এবং একখানি রক্তাক্ত ছুরিকা পতিত ছিল, যাহা অবশ্যই হত্যাকারীরা আপনাদিগের দুরভিসন্ধি সাধনের নিমিত্ত হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। হত্যাকারীদিগের এতদ্ভিন্ন অপর কোন চিহ্ন না পাইয়া তাহাদিগকে কিরূপ করিয়া ধরিবেক ইহা ভাবিয়া শান্তিরক্ষকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল।

ইতিমধ্যে সেই বিপণির সন্নিকটস্থ কোন ব্যক্তি শান্তিরক্ষকদিগের সমক্ষে এইরূপে একটী ঘটনা বলিতে লাগিল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে গ্রিনোবল্

নামক নগরে কতকগুলি বস্ত্র চুরি যায়। তৎকালে ক্রোল্ নামক একখানি গ্রামে জাক আয়মার নামা এক ব্যক্তি বাস করিত। ঐ ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ নলচালক বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিল, সুতরাং যাহাদিগের বস্ত্রগুলি অপহৃত হইয়াছিল তাহারা তাহাকে তথায় আনয়ন করিল। যে স্থানে ঐ চুরি হয় তথায় উপস্থিত হইবামাত্র আয়মারের নল চলিতে আরম্ভ করিল। নল যে দিকে তাহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, সে তদনুসারে গমনকরত এক পথহইতে পথান্তর গমন করিতে করিতে অবশেষে একটী কারাগৃহের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। বিচারপতির অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও কারাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু বিচারপতিও এই কৌতুকাবহ ব্যাপারটী পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন আয়মার নল হস্তে করিয়া চারিজন নুতন কয়েদীর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহার অনুমতিক্রমে সেই চারি জন কয়েদী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে সে একে২ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখীন হইল, কিন্তু নল তাহার হস্তে তৎকালে স্থির হইয়া রহিল। চতুর্থ ব্যক্তির সম্মুখে যাইবামাত্র সে ব্যক্তি কাঁপিতে২ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিল এবং দ্বিতীয় কয়েদী সেই অপরাধের অংশী বলিয়া ব্যক্ত করিল। তখন দ্বিতীয় কয়েদীও অগত্যা নিজ দোষ স্বীকার করিল, এবং গ্রিনোবল্ নগরে যে কৃষকের নিকট সেই সকল অপহৃত দ্রব্য ছিল, তাহারও নাম বলিয়া ফেলিল। তখন বিচারপতি ও তদীয় কর্ম্মচারিগণ কৃষকের বাটীতে যাইয়া সেই সকল দ্রব্য প্রার্থনা করিল; কিন্তু কৃষক কিছুতেই সে সকল দ্রব্য তাহার নিকটে আছে বলিয়া স্বীকার না করাতে, আয়মার নল-চালন করিয়া সেই সমস্ত অপহৃত দ্রব্য বাহির করিল, এবং যাহাদিগের সে গুলি অপহৃত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিল।

আর এক সময় আয়মার জলাশয় আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত নল-চালন করিতেছিল; এমত সময়ে নল তাহার হস্তে বক্রভাবে থাকাতে সে জল প্রাপ্তির আশয়ে সেই স্থান খনন করিতে আদেশ করিল। সেই স্থান খনন করিলে পর তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের মৃত-দেহ দৃষ্ট হইল। ঐ স্ত্রীলোকটীকে নিকটস্থ পল্লীর প্রতিবাসিনী বলিয়া সকলে জানিত, এবং প্রায় চারিমাস হইল তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই। আয়মার সেই স্ত্রীলোকটীর বাটীতে গিয়া হত্যাকারীকে ধরিবার নিমিত্ত নল-চালন করিলে পর নল সেই স্ত্রীলোকটীর স্বামীর দিকেই উন্মুখ হইয়া রহিল; তাহার স্বামীও উপায়ান্তরবিহীন হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

লিয়োঁ নগরের শান্তিরক্ষগণ আদ্যোপান্ত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মদ্য-বিক্রেতা এবং তদীয় পত্নীর হত্যাকারিদিগকে ধৃতকরণাশয়ে আয়মারকে তথায় আনয়ন করিলেন। যে বিপণিতে ঐ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয় শান্তিরক্ষকেরা তাহাকে সেইস্থানে দেখাইয়া দিলে সে প্রথমতঃ সেই দুইটী শবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তথাহইতে নল চালন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সে সময় রাত্রি উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহাকে সেরাত্রি সে ব্যাপারহইতে ক্ষান্ত হইতে হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আয়মার নল হস্তে করিয়া এবং তিনজন শান্তিরক্ষকদ্বারা অনুগত হইয়া রোণ নদের দক্ষিণ ধরিয়া যাইতে লাগিল। তিন ব্যক্তি মিলিত হইয়া সেই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করে ইহা নলদ্বারা আয়মার এক প্রকার

জানিতে পারিয়াছিল, এবং তন্মধ্যে দুই জনকে ধরিবার নিমিত্ত একজন উদ্যান-রক্ষকের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল। উদ্যান-পালক হত্যাকারীরা তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিল না, কিন্তু আয়মার তাহাকে পুনঃ ২ বলিতে লাগিল যে দুইজন হত্যাকারী তোমার গৃহে প্রবেশ করিয়া টেবিলে বসিয়া মদ্যপান করিয়া গিয়াছে, এবং তাহা যথার্থ কি না পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের সকল ব্যক্তির নিকট ক্রমশঃ নল গিয়া উপস্থিত হইল। তথাকার দুইটী বালক পরে, স্বীকার করিল যে রবিবার প্রাতঃকালে তাহাদিগের পিতা উদ্যানহইতে বহির্গত হইলে পর তাহারা উদ্যানের দ্বার বন্ধ করে নাই। কিছুক্ষণ পরে দুইটী লোক আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া টেবিলে বসিল, ও বোতলহইতে মদ্যপান করিয়া কিঞ্চিৎপরেই চলিয়াগেল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শান্তিরক্ষকদিগের মনে আয়মারের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা হইল, এবং তাঁহারা কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নইয়া হত্যাকারীদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আয়মারকে নিযুক্ত করিল। আয়মারও অনেক কষ্ট করিয়া অবশেষে একটী কারাগৃহে গিয়া হত্যাকারীদিগকে ধরিল। লিয়োঁ নগরে এই অদ্ভুত হত্যা আবিষ্কার করায় আয়মারের বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইল, এবং পারি নগরে নলচালন করিবার নিমিত্তে সে সমাদরের সহিত আহূত হয়। পরন্তু সে তথায় গিয়া যে যে বিষয়ে নলচালন করিয়াছিল তাহার কোনটীতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

এইরূপ গল্প এতদ্দেশে অনেক আছে, এবং পাঠকবৃন্দ অনেকেই তাহা জ্ঞাত আছেন, অতএব সম্প্রতি তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা বলা বাহুল্য যে নলচালা ভণ্ডামী মাত্র, এবং তাহাতে বিশ্বাস করা অল্পবুদ্ধির কার্য্য।

ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ অমোঘাঃ পূর্ব্ব-বায়বঃ।
অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ মাঘমুত্তর-গর্জ্জিতং॥

আমরা প্রায়ঃ ২১ ক্রোশ গভীর বায়ু সমুদ্রের অধোভাগে বাস করি। অপর নৈসর্গিক পদার্থ অপেক্ষা বায়ু তরলতম, অতএব সামান্য বীচির আন্দোলনের কারণ বায়ুমধ্যে উৎপন্ন হইলে তাহাতে অনায়াসে তরঙ্গচয় উদ্ভাবিত হয়। জলে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র জাত উর্ম্মিচক্র ক্রমে বিস্তৃত হইয়া তীরে আঘাত করে। জল তরলপদার্থ না হইলে নিক্ষিপ্ত-লোষ্ট্র-জাত-শক্তি দৃঢ়তাবশতঃ বিভিন্নহইয়া হ্রাসকে পাইত, বৃদ্ধিহওয়া দুরে থাকুক কখন সমভাব থাকিত না। তরল পদার্থের যে অংশে যত টুকু শক্তি নিয়োজিত হয়, তরল রাশি যত কেন অধিক হউক না, বিস্তৃত হওয়া স্বভাব থাকাতে ভিন্ন হইয়া লাঘবতা লাভ করে না, প্রত্যেক অংশে নিযুক্ত শক্তি সেই বলেই সর্ব্বত্র আঘাত করে। পরন্তু বায়ু একটি বস্তু, সুতরাং ভূমির আকর্ষণী শক্তির বশীভূত; অতএব গাঢ়তম বায়ু পৃথিবীর নিতান্ত সন্নিকট ও তদ্বিপরীত গুণের অর্থাৎ লঘু বায়ু পৃথিবীহইতে যথাসম্ভব অন্তর। মধ্যস্থ বায়ু ভূমীর যত নিকট ততই গুরু। স্বচ্ছ গভীর পাত্রস্থ জলে বালুকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপরস্থ জল অনতিবেগে আলোড়িত করিলে আলোড়ন সমুদ্ভব হিল্লোল তলস্থ বালুকা স্পর্শ করে না। বিশেষ বলে আলোড়িত হইলে বালুকা আন্দোলিত হয় বটে, কিন্তু সে আন্দোলন পাত্রস্থ জলের অগাধতার সঙ্গে লোপ পায়। পাত্রের তলে তাপ নিয়োজন করিলে, তলস্থ জল তপ্ত হয়; আকারে বৃদ্ধি পায়; ভার লঘু

হয়; এবং পাশ্বস্থ তদপেক্ষা স্নিগ্ধ ও গুরু জল তাহার নীচে বেগে গমন করে ও তপ্ত জলকে উপরে তাড়ন করে। ভূবেষ্টনী বায়ুও সেইরূপ। তাহাকে আলোড়িত করিলে তাহাতে হিল্লোল জন্মে; সেই হিল্লোল বায়ুর গভীরতার সহিত লোপ পায়; বায়ুর অঙ্গে তাপ লাগিলে ঐ বায়ু স্ফীত হয়, উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে যায় এবং পার্শ্বস্থ স্নিগ্ধ সুতরাং গুরু বায়ু বেগে আসিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধে তাড়ন করে, এবং তাহার স্থানপূরণ করে। বায়ুতে যে সকল দৈব ঘটনা দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশই এই কারণে উৎপন্ন হয়, এবং উহাই তৎ সকলের এক মুখ্য কারণ।

বায়ুসমুদ্রের উপরভাগে যে তরঙ্গ জন্মে বায়ুমান যন্ত্রে উহার ঊর্দ্ধতা ও গভীরতা পরিমাণ করা যায় না। বায়ুমানযন্ত্রদ্বারা কেবল বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। বায়ুর ভার আছে; প্রত্যেক বুরুল চতুরস্র ভূমিতে প্রায়ঃ ৭॥০ শের ভারে বায়ু চাপিয়া থাকে। তপ্ত হইলে বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস,ও স্নিগ্ধ হইলে বৃদ্ধি পায়। বায়ুতে বাষ্প আছে। বাষ্পের ভাগ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে বায়ুর গুরুত্বের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়। আবার এক দিগহইতে ক্রমান্বয়ে বায়ুর স্রোত প্রবাহিত হইলে স্রোতমধ্যস্থ বায়ুর গুরুত্ব নষ্ট হয়; কেন না নিম্নগামী ভূম্যাকর্ষণী শক্তিকে স্রোত প্রবাহ কিয়দংশে নষ্ট করে। এ সকল জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আধুনীক বায়ু-বৃষ্টি-বিৎ-পণ্ডিতেরা বায়ুবৃষ্টি-সম্বন্ধীয় লক্ষণসকল অবগত হন। নিম্নে বায়ুবৃষ্টি নিদর্শক কএকটী প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইল।

এ সকল লক্ষণ কৃষকদিগের অবগত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বায়ুমান যন্ত্রাভাবে অত্রস্থ কৃষক ও নাবিকেরা খমণ্ডলের দেবচরিত্র সদা যত্নে প্রণিধান করিয়া কতকগুলি নিয়ম স্থাপন করিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে উক্ত বায়ুবৃষ্টি নিদর্শণ-মূলক বচনের যাথার্থ্য দৃষ্ট হইবে।

বাদলা ও ঝড় ও বৃষ্টির লক্ষণ বিষয়ক একটি খনা বচনে লেখে

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়।
এলো মেলো বয় বায়॥
শ্বশুরকে বলগে বাঁধ্তে আল্।
বৃষ্টি হবে আজ কাল্॥"

অপর, চৈত্র বৈশাখে ঝটিকাগমের পুর্ব্বেবিহঙ্গগণ ও গবাদি প্রাকৃত জ্ঞানে সাবধান হয়। নাবিকেরা মেঘের আকার ও বর্ণ দেখিয়া বৃষ্টি কি ঝড়ের লক্ষণ বলিতে পারে।

"উন বর্ষা দুনশীত", এই একটী প্রামাণিক প্রবাদ সর্ব্বত্র চলিত আছে। আবার—

"দিনে মেঘ রেতে তারা।
এই জেনো শুকোর ধারা॥"

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুণে।
শস্যহয় দ্বিগুণে॥

তথা "বৈশাখ টেলে, জ্যৈষ্ট পেলে,
কর্কট ছর্কট, সিংহ শুকা, কন্যা কাণে কাণ।
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা, কোথায় রাখবো ধান"॥
"তিন দলকে জ্যৈষ্ট কামাই"।

"আষাঢ়ে নবমী শুক্লে পখা।
কে জানে শ্বশুর লেখা যোখা"॥
"যদি বর্ষে ঠায়, মাল মান্দার ভেষে যায়।
যদি বর্ষে কণা, পাহাড়ে ফলে কাল গাবনা"
হেসে সূর্য্যি বসে পাটে। চাসীর গরু বিকোয় হাটে"।

কালাকালের বৃষ্টিতে শস্যাদির মঙ্গলামঙ্গল বিষয়ক এইরূপ প্রবাদ অপর অনেক আছে, কিন্তু

তাহার সমাহরণ না করিয়া ইউরোপীয়দিগের মতের সারার্থ লক্ষণ কএকটি লিখিতেছি।

১। আকাশ মেঘাবৃত হউক বা না, সূর্য্যাস্তের সময় ঈষৎ আরক্ত বর্ণ হইলেই পরদিন সুন্দর হইবে সন্দেহ নাই। তৎকালে খমণ্ডল মলিন হরিন্নিভ হইলে পরদিনার্থে বৃষ্টি ও বায়ু বুঝায়; ও ঘন রক্তবর্ণ কেবল বৃষ্টির জ্ঞাপক। রক্তবর্ণ প্রাতঃ প্রায়ঃ কুদিন ও বেগবান্ বায়ু-কদাচিত-বৃষ্টি-ঘটাইয়াথাকে। কাকাশুভউষায়সুদিন। উষার জ্যোতিঃ পৃথিবীর সীমাহইতে উচ্চৈঃ উৎপন্ন হইলে বায়ু, ঐ সীমার নীচ হইতে উত্থিত হইলে নির্ম্মল দিন লক্ষিত হয়।

২। ক্ষীণদর্শন, কোমল মেঘে লঘু বায়ু-বিশিষ্ট দিন ও ঘন তৈলবৎ মেঘে প্রচুর বায়ু। নির্দ্দেশ করে; ঘনশ্যাম অন্ধকার আকাশ প্রচুর বায়ুর জ্ঞাপক; তথা উজ্জ্বলানীল আকাশ নির্ম্মল দিনের প্রকাশক। ফলে সামান্যতঃ মেঘ যতক্ষীণ দৃষ্ট হয় ততই স্বল্প-বায়ু আশা করা যাইতে পারে; হয়ত অধিক বৃষ্টি ও ঘটিতে পারে। আর মেঘ যত অধিক তৈলবৎ বা খণ্ড খণ্ড কার্পাস রাসি বৎ বা উচ্চ নীচ বা রাশি রাশি বোধ হয় সে দিনে বায়ু ততই অধিক বেগবান্ হইবে। সায়ঙ্-কালে উজ্জ্বলপীতবর্ণ আকাশে বায়ু ও ঈষৎ পীতে বৃষ্টি হয় বলিয়া উক্ত সময়ের রক্ত পীত বা অন্য বর্ণের উজ্জ্বলতা ও মলিনতা লক্ষ করিলে আগন্তুক বায়ু ও বৃষ্টির বিষয় প্রায়ঃ নিশ্চয় অবগত হওয়া যায়।

৩। ক্ষুদ্রখণ্ড খণ্ড মসীবর্ণ মেঘে বৃষ্টি নির্দ্দেশ করে। ক্ষীণ মলিণ মেঘ যদি ঘন মেঘরাশি আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি দ্রুত বেগে গমন করে, তবেই বায়ুর সহিত বৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধ উক্তক্ষীণ মেঘে বায়ু মাত্র লক্ষিত হয়।

৪। অতি ঊর্দ্ধস্থ মেঘমালা ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতিষ্কদিগকে আবরণ করত নিম্নস্থ বিপরীত গামী বায়ু বা মেঘের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে বায়ুর স্রোত পরিবর্ত্তিত হইবে জ্ঞাত হওয়া যায়; কিন্তু এতদ্দেশে মেঘের সদা তদবস্থ হওয়ায়এপ্রকার অবস্থা কোন বিষয়ের লক্ষণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে।

৫। সুন্দর দিনের পর বৃষ্টি বা বায়ুর প্রথম লক্ষণ কুণ্ডলাকৃতি বা রেখাকৃতি অতিক্ষীণ মেঘ বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈষৎ শ্বেতবর্ণ মেঘপুঞ্জ। যদি উক্তমেঘ হইবার পরঘন বাষ্প তৈলবৎ দৃষ্ট হয় তবে বৃষ্টি, ও জলবৎ হইলে স্থির বায়ু হইবে বুঝাযায়। সচরাচর উক্ত মেঘপুঞ্জ যত উচ্চ বা দূরে দৃষ্ট তত বিলম্বে আগন্তুক বৃষ্টি ও বায়ু ঘটিবে।

৬। ক্ষীণ কোমল অনুজ্জ্বল বর্ণের সহিত ললিত অস্পষ্ট সীম মেঘে সুন্দর দিন লক্ষিত হয়। কিন্তু অসাধারণ বা উজ্জ্বল বর্ণের সহিত কঠিন দর্শন বা নির্দ্দিষ্টসীম মেঘে বৃষ্টি ও বায়ু নির্দ্দেশ করে।

৭। বাষ্পাকৃতি মেঘ উচ্চৈঃ উদ্ভূত বা অবস্থিত হইলে বৃষ্টি ও বায়ুর প্রাদুর্ভাব বুঝায়। ঐ সকল মেঘ ঊর্দ্ধে উঠিয়া লীন হইলে সুন্দর দিন দেখা যায়।

৮। হিম ও কুয়াশা সুন্দর দিনের লক্ষণ। প্রচণ্ড বায়ু বা মেঘ থাকিলে উক্ত কোন ঘটনা দৃষ্ট হয় না। কদাচিৎ কুয়াশা যেন বায়ুবেগে উৎপ্লুত হতেছে বোধ হয়, কিন্তু বায়ু প্রবল থাকিলে তাহা কদাচ উদ্ভাবিত হয় না।

৯। যে দিবস দূরভূমি সন্নিকটে বোধ হয় ও ক্ষীণ শব্দ অনায়াসে শোনাযায় তাহা প্রায় বৃষ্টির পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকে।

১০ তারকাগণের অসাধারণ চিকচিকি, চন্দ্ররে বহুশৃঙ্গ, ইন্দ্রধনু, দূর বৃষ্টি ও নিকট বলবান্ বায়ুর জ্ঞাপক।

রাজপুত্র ইতিহাস।

মিবার-রাজ্যের সুবিখ্যাত রাণা উর্সীর মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হামীর ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে পৈত্রিক সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তখন যুবরাজের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, এইজন্য তাঁহার মাতা পুত্রের প্রতিনিধিস্বরূপে সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবলার হস্তে রাজ্যভার নিপতিত হওয়াতে সর্ব্বত্রেই বিষম বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল।

রাণার দেহরক্ষক সিন্ধুজাতীয় সৈন্যদল তাঁহার মৃত্যুর কথা-শ্রবণে যুবরাজের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার-রূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক সকলেই ক্রূরমূর্ত্তি ধারণ করিল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা বহুকাল বেতন প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া অর্থলালসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত রাজধানী আক্রমণ করিল; এবং মন্ত্রীকে রুদ্ধ করিয়া উত্তপ্ত লৌহদণ্ডদ্বারা তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় ওমরচাঁদ বুন্দী-রাজ্যহইতে তথায় উপস্থিত হইয়া সচিবকে আসন্ন বিপদহইতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং অপরিণত বয়স্ক রাণার অবলম্বন-স্বরূপ হইলেন। ফলতঃ তিনি মিবার-রাজ্যের সুখসমৃদ্ধির সংবর্দ্ধন করিবার মানসে স্বীয় স্বার্থ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিলেন; এবং আপনাকে নিস্ব করিয়া যুবরাজ রাণার মঙ্গলচেষ্টায় সতত যত্নবান্ রহিলেন। ওমর দৃঢ়তর-অধ্যবসায় সহকারে রাজ্যের বিবিধ মহোপকার সাধন করিতে লাগিলেন; সুতরাং তিনি রাজমাতার ও রাণার অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত মিবার রাজ্য পূর্ব্ববৎ রাজার অধীনে আসিল। বিশেষতঃ তিনি দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ নিবারণপূর্ব্বক মিবার-রাজ্যকে ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবহইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় শৌর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী হয় না। ক্রমশঃ আবার রাণার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রাজমাতা এক প্রিয়তর পাত্রের মন্ত্রণায় ওমরাকে হেয়জ্ঞান করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে উৎসন্ন করিবার মানসে সতত তাঁহার দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা কোন রাজকার্য্যোপলক্ষে উক্ত প্রিয়তর মন্ত্রী রাজমাতার নামোল্লেখ করিয়া ওমরাকে বিবিধপ্রকারে ভর্ৎসনা করিল। মন্ত্রিবর তাহাতে আপনাকে অতিশয় অবমানিত বোধ করিয়া রোষারুণনেত্রে তাহাকে ও তদীয় প্রভু রাজমাতাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। "আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি"। তিরস্কার-বাক্য রাজমাতার কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার ক্রোধানল একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি আর ক্ষান্ত হইতে না পারিয়া ওমরচাঁদের বিনাশ-সাধন-মানসে ষড়্যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। তখনও ঐ মন্ত্রিবর স্বীয়-প্রভুপরায়ণতা ও সদ্ব্যবহার সপ্রমাণ করিতে ত্রুটি করিলেন না; তথাপি রাজমাতার ক্রোধানল কোনরূপেই শান্ত হইল না। তিনি এরূপ ক্রূর ও নির্দ্দয় যে ওমরার জীবননাশই তাহার দুর্বৃত্তির নির্ব্বৃতিলাভের একমাত্র কারণ হইল; ও পরিশেষে বিষভোজন করাইয়া তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিলেন। ওমরা এরূপ নিস্ব ছিলেন, যে মৃত্যুকালে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রজাবর্গের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। ওমরা যে প্রকারে মিবার রাজ্যের মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন, এবং যে রূপে

স্বীয় অর্থ বিসর্জ্জন-দিয়া দেশহিতৈষিতা ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণার্থে তদনুরূপ কোন প্রকার স্তম্ভ রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মিবার দেশবাসীরা অদ্যাপিও যে তাঁহাকে একজন সদ্গুণশালী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করে, ইহাতেই তাঁহার সদ্গুণের ও যশের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে (১৮৩১ সংবত) মহারাষ্ট্রীয় পেশবা বিদ্রোহী হইয়া রাণার সৈন্যদিগকে পরাজিত করত মিবার রাষ্ট্রমধ্যস্থিত ছয়খানি প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। হামীর ও রাজমাতা এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে আপনাদিগকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া সেঁধিয়ার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেঁধিয়া এই প্রার্থনায় অতীব সন্তুষ্ট হওয়াতে অল্পকাল মধ্যেই সমরাগ্নি নির্ব্বাপ্ত হইল। সেঁধিয়া অপহৃত প্রদেশ সকল হস্তগত করিয়া, সমাগত হরণকর্ত্তার দণ্ডস্বরূপ ১২লক্ষ মুদ্রা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু যে সকল প্রদেশ হস্তগত হইল তৎসমুদায় রাণাকে প্রত্যর্পণ না করিয়া স্বীয় জামাতা ব্রজতাপ এবং হুলকরকে বিভাগ করিয়া দিলেন। ১৮৩১ সংবৎসরাবধি পাঁচ বৎসর পেশবা, হুলকর ও অন্যান্য প্রধান মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষেরা হামীরের দুর্ব্বলতা-সন্দর্শনে অর্থ-লোলুপ হইয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার উপর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাহার নিকটহইতে বলপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু তৎকালে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল। রাণা উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীকৃত অর্থের বিনিময়ে স্বরাজ্যের অংশীভূত প্রদেশসকল তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু বিস্তীর্ণ প্রবলকায় মিবার রাজ্যের অঙ্গ সমস্ত চ্ছেদন হওয়াতে ক্রমশই উহা ক্ষীণবল হইতে লাগিল, এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বিবিধ উপদ্রবে উৎপীড়িত হইতে থাকিল। রাজ্য সহস্রগুণে সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তীর্ণ হইলেও ঈদৃশ প্রকার দুর্দ্দৈব বিশেষ হানিকর হয়, তাহার সন্দেহ নাই, সুতরাং মিবার রাজ্য একবারেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিল।

ইং ১৭৭৮ অব্দে রাণা হামীর অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই মানব লীলা সংবরণ করেন। তিনি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, রাজ্যশাসন-বিষয়ে কোন রূপেই ক্ষমতাবান্ ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর ভীম সিংহ রাণা-পদবীতে অভিষিক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যল্প প্রযুক্ত রাজমতা পূর্ব্ববৎ তদীয় প্রতিনিধি থাকিয়া রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হন। ১৮৪০ সংবৎসরে মিবার-রাজ্যে ভীষণ রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। চণ্ডাবৎ ও শক্তাবৎ বংশদ্বয়ের প্রধান ব্যক্তিরা রীত্যনুসারে ক্রমান্বয়ে প্রধান সচিব-পদে নিযুক্ত হইতেন। এক্ষণে উক্ত প্রাধান্য লাভার্থে উভয় বংশীয়েরা পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিল। চণ্ডাবৎবংশীয় সালুম্বরাধিকারী তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাণার মন্ত্রিপদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি অর্থলোলুপ সিন্ধুজাতীয় সৈন্যদিগকে হস্তগত করিয়া আপনাকে বলিষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্ববংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া শক্তাবৎদিগের ভিনদায় ও অন্যান্য প্রধান২ দুর্গ সমূহ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিবিধ উপায়ে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সিকার-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সিকার-দুর্গ পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত থাকাতে অতিশয় ভয়ানক ও অলঙ্ঘনীয় ছিল। কিন্তু তৎকালে উহা অরক্ষিত থাকায়

শীঘ্রই শত্রু হস্তে পতিত হইল। সালুম্বরাধিকারী শক্তাবৎদিগের উপর জয়লাভ করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, এবং রাণাকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তিনি এতদূর সাহসিক হইয়া ছিলেন যে চিতোর ও উদয়পুরের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ড সিন্ধুজাতীয় সেনানীদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে কোনরূপে সংশয় করেন নাই। তৎকালে এই যুদ্ধের পর রাণার বিলক্ষণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইয়া ছিল, তথাপি মন্ত্রিবর এতাদৃশ সময়ে রাজ-কোষ-হইতে প্রায় দ্বাদশলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া অতি-সমারোহে স্বীয় কন্যার উদ্বাহ সম্পাদন করিলেন।

রাজমাতা চণ্ডাবৎ দিগের ব্যবহারে অতীব অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার মানস করিলেন, এবং শক্তাবৎদিগকে আহ্বান করিয়া ভিনদর ও বরবিভাগের অধিকারিদ্বয়কে মন্ত্রিত্বপদে নিয়োজিত করত মিবার-রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু ঐ নব-নিযোতিত মন্ত্রিরা বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে আপনাদিগকে অসমর্থ জ্ঞানকরিয়া কোটা রাজ্যের অধিপতি জালিম সিংহ ও তদীয় মহারাষ্ট্রীয়মিত্র লালজিবেলালের সাহার্য্য প্রার্থনা করিলেন। তথা সালুম্বরাধিকারীকে হত্যা করিবার মানসে একত্রিত হইয়া চিতোর দুর্গ আক্রমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে সেঁধিয়া রাজপুত্রদিগর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাণা এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া অপহৃত প্রদেশ-সমূহ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার মানসে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদীয় পরাক্রান্ত মন্ত্রিদ্বয় সমস্ত সৈনদিগকে মিলিত করত মিবার রাজ্যের অপহৃত প্রদেশসকল মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তহইতে উদ্ধার করিয়াছিল; তথা এইপ্রকারে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া ক্রমশ সেঁধিয়ার রাজ্যে জয়পতাকা বিস্তার করিতে আগ্রহ হয়। পরন্তু নিমবরাই দুর্গ আক্রমণ করাতে প্রবলপ্রতাপ হুলকার এবং রাজপ্রতিনিধি রাজ মাতা অহল্যা বাই কোপান্বিত হইয়া স্বীয়-সৌয্যবলে রাণার সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া ছিল, এবং সেঁধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া অধিকৃত-প্রদেশ-সমূহ পুনঃ উদ্ধার করিলেন।

এইরূপে মিবাররাজ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ২ উপদ্রবে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অবশেষে অত্যল্প সীমামধ্যে সঙ্কুচিত হইল। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাণা হামীর ও রাজমাতা রাজ্যের এতাদৃশ আসন্ন বিপদ কোনমতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে আবার যুব রাণা দুই বৎসরমধ্যে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তাহাতে মিবার-রাজ্যের কষ্টের এক শেষ হইল। একে ত দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা বারংবার রাজ্য লুণ্ঠন ও অর্থ নিষ্কাষণ করতঃ প্রজাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়াছিল, আবার সেই রাজ্যের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ অপোগণ্ড রাণার অপনয়নে প্রজাবর্গের যার পর নাই ক্লেশের একশেষ হইল।

১৭৭৮ খ্রীঃঅব্দে (১৮৩৪ সম্বৎ) মৃত রাণার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম সিংহ মিবার-রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তাঁহার তখন আট বৎসর বয়ঃক্রম মাত্র, অতএব তিনি বহুকাল রাজমাতার অধীনে কালযাপন করেন। প্রথমে তিনি রাজ্যের পরিত্যক্ত প্রদেশসকল পুনরুদ্ধার করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হুলকরের রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী অহল্যা বাই রাণার সেনাসকলকে আক্রমণ ও পরাজয় করাতে, এবং চণ্ডবৎদিগের বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত থাকাতে, তাঁহার সেই চেষ্টা বিফল হইল। ইতিমধ্যে মন্ত্রীবর সমর্জী অর্জ্জুন সিংহ নামা এক সরদারকর্ত্তৃক গুপ্ত ভাবে

নিহত হইয়াছিলেন। চণ্ডাবত্ রাজদ্রোহীরা চিতোর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক-অল্পকালমধ্যে তাহা হস্তগত করে। রাণা স্বয়ং তাহাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিয়া মাধাজী সেঁধিয়ার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন, এবং তিনি চিতোর নগর অবরোধ করত বিদ্রোহিদিগকে বশীভূত করিলেন। অতঃপর জালিম সিংহ ক্ষমতা-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ও মাধাজী তৎসমুদায় বিফল করিবার মানসে স্নবেদার উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক জালিমের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। লকবা নামে আর এক ব্যক্তিও বিরোধী হইয়া ছিল। পরস্পরের বিরোধে মিবার রাজ্য একেবারে উচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল, ও চতুর্দিকে হাহাকার রব সর্ব্বদা কর্ণগোচর হইত। এমন সময়ে হুলকর পুনরায় মিবার রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রজাদিগকে বিপদগ্রস্থ করত কর স্বরূপে বিপুলঅর্থ উন্মোচন করিলেন। সেঁধিয়া এই সমস্ত অবলোকন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনিও এই উচ্ছিন্ন রাজ্যের বিনাশ সম্পন্ন করিতে তকৃত সঙ্কল্প হইলেন।

এই আসন্ন বিনাশ-কালে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণোপলক্ষে যে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তদ্ধেতু যে বিপুল সঙ্গ্রামের সূত্রপাত হয়, তাহাই মিবার রাজ্যের ধ্বংসের প্রধান কারণ। আমরা সেই রাজবালার পরিণয়-সম্বন্ধীয় বিরোধ এবং তৎসঙ্ক্রান্ত ভয়ানক নৃশংস নারীহত্যার বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করি। সেই রাজকন্যার নাম কৃষ্ণকুমারী। রাজবালা বাল্যকালসুলভ ক্রীড়ার সময় অতিক্রম করিয়া ষোড়ষ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাহার রূপ লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীয় মান হইত যেন বিধাতা সকল সুন্দর বস্তুর সার সঙ্গ্রহ করিয়া দোষমাত্রবিহীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একটী কামিনী- রত্ন সৃজন করিয়াছেন। তাহার মুখশশির বিমল-জ্যোতি শরৎকালীন পৌর্ণমাসী শশধরকেও মলিন করিয়াছে। তাহাকে দর্শন করিলে নয়ন পরিতৃপ্ত ও হৃদয় আনন্দনীরে মগ্ন হইত। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৌবন সীমায় অবতীর্ণ-হইলে, অলোক সামান্য রূপ-মাধুর্য্য ধারণ করত সকলের আনন্দ-দায়িনী হইয়া ছিলেন, ও তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। তদীয় পাণি গ্রহানর্থে মাড়বারাধিপতি রাজা মান সিংহ এবং জয়পুরাধিকারী জগত্ সিংহ এই উভয়ে প্রণোদিত হইলেন। অধিকন্তু জয়পুরাধিপতি জগত্ সিংহ প্রায় তিনসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মিবার রাজধানীর অনতিদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাণা স্বীয় তনয়াকে জয়পুরাধিপতিকে সমর্পণ করিতে সম্পূর্ণ-রূপে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অভিমত ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। মাড়বার মহীপতি রাণার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহা বিফল করিতে সচেষ্টিত ছিলেন, এবং ঐ রাজবালার পাণিগ্রহণ ব্যতীত রাণার বিপক্ষে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রবাদ বিখ্যাত করিলেন। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি সেঁধিয়া রাজা মানসিংহের সপক্ষ হইয়া জয়পুরাধিপতিকে দূরীভূত করিতে রাণাকে আদেশ করিলেন। জগৎ সিংহ সেঁধিয়াকে অভিহিত কর নিগ্রহণে বঞ্চিত করাতে সেঁধিয়া তাহার বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং তিনি এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া বৈর-নির্যাতন সাধন করিতে সমুৎসুক হইলেন। রাণা সেঁধিয়ার আদেশ অগ্রাহ্য করাতে, ঐ প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে জয়পুরের অধিপতিকে পরাজিত করত উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। রাণা এই বিপদ্-দর্শনে ভীত হইয়া সেধিয়ার আদেশ প্রতিপালন করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলেন, ও জয়পুরাধিকারীকে তদীয় রাজ্যহইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু রাজা মানের সহিত স্বীয় কন্যার পরিণয় সাধন করিতে কোন-রূপেই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। এদিগে জয়পুরাধিপতি জগৎ সিংহ এইরূপে ঐ কন্যারত্নলাভে বঞ্চিত হইয়া, আপনাকে অবমানিত বোধ করত তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা মানের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং বহুসৈন্য সামন্ত একত্রিত করত সঙ্গ্রামে যাত্রা করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে মাড়বারাধিপতির বিপক্ষেরাও এই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং অপর এক ব্যক্তিকে মাড়বার-রাজ্যের অধিপতি বলিয়া রাজা মানসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ তৎপক্ষে যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইল। তাহারা বহুসখ্যক সৈন্য সামন্ত সঙ্গ্রহপূর্ব্বক জয়পুরাধিকারী জগৎ সিংহের সহিত রাজা মানের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত হয়। এইরূপে উভয়পক্ষীয় সৈন্যরা সমর-প্রবাসে উপস্থিত হইলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং উভয় পক্ষহইতে বিশিষ্টরূপে কামান পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজা মানের প্রধান যোদ্ধগণ সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করত অপর পক্ষকে আশ্রয় করিলে তিনি বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেন; এবং বহুক্ষণ সঙ্গ্রামে স্থির থাকিতে না পারিয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থানে প্রণোদিত হইলেন। পরন্তু তাঁহার পশ্চাতে বিপক্ষেরা তাঁহাকে অনুধাবন করিয়া তদীয় রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, এবং উহা ছয়মাস কাল প্রবলবেগে বেষ্টিত করিয়া অবশেষে জয়লাভ করত রাজধানী লুণ্ঠন করিল। জুধপুর-দূর্গ তৎকালে সুরক্ষিত থাকায় শত্রুরা উহা জয় করিতে কোন-রূপেই সক্ষম হয় নাই; এবং অধিকন্তু শস্যের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটনা হইলে সৈন্য-সকল আক্রমণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। কিন্তু এই ভীষণ সমরানল বৎসরাধিক কাল অবস্থান করিয়াও একেবারে নির্ববাপিত হইল না। উভয় অধিপতিরা ঐ কমনীয় কামিনীর প্রণয় লাভ ব্যতীত ক্ষান্ত হইতে সম্মতছিলেন না; এবং তজ্জন্য ঐ সমর বহ্নি কোনরূপেই নির্বাপণ হইবার সম্ভব রহিল না।

রাজস্থানের এই বিষম গোলযোগ কোনরূপেই নির্বাণ হইতে না দেখিয়া প্রসিদ্ধ দুরাত্মা নবাব আমীর খাঁ দূরভিসন্ধি অবলম্বন করিয়া উদয়পূরের রাণার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় দুরাচার ও ধূর্ত্ত কর্ম্মে সতত রত থাকিতেন; এবং শঠ পাপমতি রাণার মন্ত্রি অজিত সিংহের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় দুরভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। রাণা কৃষ্ণকুমারীকে রাজা মানের হস্তে সমর্পণ করিবেন কিংবা ঐ রূপবতী রমণীর প্রাণবিনাশ দ্বারা রাজা-স্থানের ভীষণ সমরানল নির্ব্বাণ করিবেন তিনি এই প্রস্তাব করিলেন। রাণা এই দুরাচারের প্রস্তাবে প্রথমে বিশ্মাঙ্কিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে হীনবংশীয় রাজা মানের হস্তে স্বীয় কন্যাকে অর্পণ করা অপেক্ষা তদীয় মৃত্যু শ্রেয়ঃ কল্প ও প্রার্থনীয়; বিশেষতঃ তাঁহাকে নিরাশা করিলে, তিনি যে স্বীয় প্রবল-পরাক্রান্ত-সৈন্য-সমভিব্যাহারে, এবং তদীয়মিত্র ঐ দুর্বির্জয় নবাব আমির খাঁর সহিত মিলিত হইয়া উদয়পুর আক্রমণ পূর্ব্বক উহা লুণ্ঠন করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি এই সমস্ত আলোচনা করিয়াও ঐ দুরাচারদিগের প্রলোভন বাক্যে মোহিত হইয়া হত-বুদ্ধি ও বিবেকশূন্য হইয়া ছিলেন; এবং অবশেষে দয়া ও স্নেহে জলাঞ্জলী

দিয়া প্রিয়তমা কন্যারত্নের জীবন বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পুরাবৃত্তের আলোচনা এইরূপ-নৃশংস ব্যাপার কোন কালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। রোমরাজ্যের বর্জিনিয়া নাম্নী কামিনীকে যে তাহার পিতা হত্যা করিয়া ছিল সে কেবল তাহার ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত চরিতার্থ করা হয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রাণা এই দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া নৃশংসতার ও ভীরুতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোন সংশয় নাই।

এই প্রকারে কৃষ্ণকুমারীর জীবন-বিনাশ করাই স্থির হইল, এবং কোন্ উপায় অবলম্বনদ্বারা তদীয় প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে ইহা স্থির করিতে রাণা সচেষ্টিত হইলেন। পরন্তু কোন ব্যক্তিই এই দুষ্ক্রিয়া-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল না। অবশেষে রাজপুরস্থিত একজন বৃদ্ধা কিঙ্করী দয়া ও স্নেহ বিসর্জন দিয়া এই নিদারুণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইল। উক্ত দুরাচারিণী বিষপরিপূর্ণ-পাত্র প্রস্তুত করিয়া রাণার আদেশ উল্লেখ করত রাজকন্যাকে পান করিতে প্রদান করিল। কুমারী পিত্রাজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া অম্লানবদনে ঐ প্রদত্ত গরল পান করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ তাহাতে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। পুনরায় বিষপরিপূর্ণ পাত্র প্রদান করা হইল; কিন্তু উহা পান করিয়া ও জীবিত রহিলেন। এইরূপে হত্যাকারিদিগের তৃতীয় উদ্যম ব্যর্থ হইলে, পুনর্ব্বার তাহারা দৃঢ়তর অধ্যবসায়-সহকারে প্রচণ্ড বিষ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিল। কৃষ্ণকুমারী উহা পান করিয়া নিদ্রিত হইলেন, এবং যে নিদ্রাই হইতে আর জাগ্রত হইলেন না। এই নিদারুণ দুঃখ তদীয় মাতা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অনাহারে অল্প দিবসের মধ্যেই মানব-লীলা সংবরণ করেন।

এইরূপে রাণা স্বীয় কন্যারত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া রাজস্থানের গোলযোগ নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হত্যাকারিদিগকে শীঘ্রই অপার দুঃখ-সাগরে মগ্ন হইতে হইয়াছিল। একমাসের মধ্যে অজিত-সিংহের সমস্ত পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল; অবশেষে তিনি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত-রূপ সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া নিরন্তর তীর্থ পর্য্যটন ও দেবদেবীর মন্দিরে বাস করিয়া দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

——

নূতন গ্রন্থের সমালোচন।
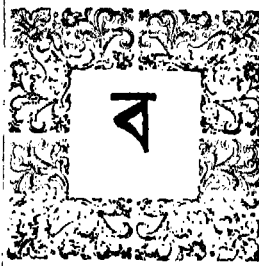
(ব)ঙ্গসুন্দরী। শ্রীযুক্তবেহারিলাল চক্রবর্ত্তি বিরচিত"। গ্রন্থকার মহোদয় এই গ্রন্থে সাতটী রমণীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যথা—

"বঙ্গবালা চির পরাধিনী,
করুণা সুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়শখী, বিরহিনী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এইসপ্ত বঙ্গসিমন্তিনী" ॥

এই সপ্ত সীমন্তিনীর নামানুরূপ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দরীগণ যে রূপেই সাধারণ-গোচর হউন না কেন স্বভাবগতদোষে কখনই লিপ্ত হয়েন নাই। অথবা "কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডলং নাকৃতিনাং„ ॥ স্বভাবত যাহাদিগের অঙ্গ সৌষ্ঠব সুচারু, তাহারা বিষাদাদি দোষগ্রস্ত হইয়াও সহৃদয়গণ

হৃদয়াহ্লাদিনী অবশ্যই হইতে পারেন। চন্দ্রের রাহু-গ্রাসও ঐশ্বর্য্যবিঘাতক হইতে পারে না। প্রভুতঃ কোন ইংরাজী গ্রন্থকার লিখিয়াছেন হাস্যাকুলাপেক্ষা অশ্রুপূর্ণ সুন্দরী সমধিক রমনিয়া।

সামাজিক উন্নতির সমকালে স্বাভাবিক পরিচর্য্যা অল্পসংখ্যা হইয়া থাকে বলিয়া অনেকে কহেন কাব্যাদি রচনা পুরাতন সময়েই উত্তম হইত, অধুনা কেহ কোন নূতন ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতে পারেন না, সুতরাং এক্ষণে কাব্য-প্রণয়নে সাধাণরে তাদৃশ আস্থা কেনই বা হইবে? কিন্তু যদি কেহ কোন বিশয়ে বিশেষ শক্তি প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার গৃহীত বিষয় অবশ্যই প্রশংসনীয় হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাধারণ-মত বিরোধি-বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াও প্রতিষ্ঠা ভাজন অবশ্যই হইবেন। যেমন গৌড়ী বৈদর্ভী পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রচনার রীতি সেইরূপ ওজঃ প্রশাদ এবং মাধুর্য্য এই গুণত্রয়ে কার্য্য প্রণয়নে ফলোপধায়ক হয়। গ্রন্থকার প্রশাদ এবং মাধুর্য্য উভয়বিধ গুণে বিভূষিত করিয়া সুন্দরীগণকে জনসমাজে আনয়ন করিয়াছেন; ইহাতে তিনি আমাদিগের অবশ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহাতে সংশয়াভাব। অপিচ পদার্থ বা দর্শনশাস্ত্রাদি গত বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে হইলে বুদ্ধি অনুমিতি প্রভৃতি সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু কাব্যাদি-প্রণয়নে অনুভব শক্তির সারবত্তা রক্ষা করিতে হয়। যে ব্যক্তি কখন বিরহজন্য যন্ত্রণার ভোগ করে নাই সে কি কখন প্রকৃত বিরহ বর্ণনে কবিত্ব দেখাইতে পারে? পুত্রবান্ ব্যক্তিই পুত্রপ্রেম অনুভব করিতে পারে। রচয়িতৃ-মহোদয় যে ২ বিষয় বর্ণণ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে যে তাহার ভোগানুভব হইয়াছে তাহা তাঁহার লিখন-ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। বিশেষতঃ সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে যে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা তাঁহার গ্রন্থে স্থানে স্থানে লক্ষিত হয় না পরন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে তিনি অনাস্বাদিত পূর্ব্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া একপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিরয়াছেন। তদ্রচিত কতিপয় গীতিই তাঁহার এই নিন্দাবাদের কারণ হইয়াছে। তিনি যদি কতিপয় গান গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট প্রীত হইতাম। তিনি চতুর্থ সঙ্গীতস্থলে ললিত রাগিণী ক্রমে যে গান প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা যে তাঁহার অকীর্ত্তিকর হইবে সন্দেহ কি? ঐ গানটী মিলন-বিষয়ক-রাগিণী প্রত্যূষে প্রযোজ্য, বর্ত্তমান স্থলে তাহা প্রযুক্ত নহে, এস্থলে সন্ধ্যাকালীন রাগিণীর বিন্যাসে গান করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মিতাক্ষর গান রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার খ্যাতি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মৃত রাম নিধি গুপ্ত তথা শ্রীধর শিরোমণি প্রভৃতির প্রস্তুত গান সুরহীন করিয়াও শ্রবণ করিলে যাদৃশ প্রীতি জন্মে তাদৃশ প্রীতি কি এই সাধারণ সুরলয়াগত এবং ভাববিরহিত গানে হইতে পারে? যাত্রার সুর লইয়া পয়ারের রচনা করাতে কীর্ত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমরা প্রশংসনীয় চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে সাবধান করিতেছি। তিনি যেন গ্রন্থান্তর-রচনা কালে এই গায়ক-ভান পরিত্যাগ করিয়া সুকবিত্বখ্যাতি লাভ করিতে যত্নবান্ হয়েন।

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৫ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬০ খণ্ড।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের জীবন চরিত।

[১৫২ পৃষ্ঠ হইতে ক্রমাগত।]

ই সময়ে রোহিলাদিগের সহিত সঙ্গ্রামসংবাদ ও হেষ্টিংসের সহিত কৌন্সলের সভ্যগণের বিবাদ বার্ত্তা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তাহা পাইবামাত্র ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এবং রাজমন্ত্রি লর্ড নর্থ হেষ্টিংস্কে শাসনপতি-পদহইতে অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন্। কিন্তু কোম্পানির অংশিগণের অনুরোধ ও চেষ্টায় তিনি ঐরূপ অবমান-হইতে রক্ষা পান। ইত্যবসরে করনেল মেকলীন হেষ্টিংসের এক পত্র কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নিকট উপস্থিত করেন। হেষ্টিংস ঐ পত্রে কার্য্যভার পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ডিরেক্টরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন, এবং হুইলর নামা এক ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করিয়া অনতিবিলম্বে তাহাকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন।

এমন সময়ে মন্সন্ মানব-লীলা সংবরণ করিলেন, ও হেষ্টিংস সভামধ্যে পুনরায় একাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, সাম্রাজ্য বিস্তারার্থে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে ডিরেকৃটরগণ তাঁহার পদ-পরিত্যাগ পত্র স্বীকার করিয়াছেন, এবং হুইলর তদীয় পদে নিযোজিত হইয়া অর্ণবযানে আগমন করিতেছেন, আর যত দিন তিনি উপস্থিত না হন তত দিন তাঁহার পরম শত্রু ক্লেবরিং তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, তখন তিনি যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক ক্লেবরিংকে নিবারণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। এই ব্যাপারে কলিকাতায় বিষম উৎপাত উপস্থিত হইল। অবশেষে উভয়ে বিচারপতি ইম্পের নিকট আবেদন করিলেন। হেষ্টিংস্ কহিলেন যে তাঁহার পদপরিত্যাগপত্র কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা যে অপরিচিত ব্যক্তিদ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে কখন তদ্বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান করেন নাই। ইম্পে হেষ্টিংসের পক্ষ হইলেন, এবং তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের যথার্থ শাসন কর্ত্তা আছেন, এইটী মীমাংসা করিয়া দিলেন।

এই শুভকর নিষ্পত্তির পর হেষ্টিংস্ অপর এক শুভ সমাচার প্রাপ্ত হইলেন। ব্যারণ ইম্হফ্ তদীয়

রমণীর উদ্বাহবন্ধন-ছেদন-নিমিত্ত ফ্রাঙ্কোনিয়ার ধর্ম্মাধিকরণে যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। হেষ্টিংস ঐ ব্যারণকে নানা উপহার ও অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় করিয়া তদীয় জায়ার সহিত অতিসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এদিকে ক্লেবরিং হতাশ হইয়া অল্পকাল-মধ্যে পীড়িত হইলেন, এবং কয়েক দিবস পরেই পরলোকে যাত্রা করিলেন। ঐ সময় হুইলরও কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক সভ্যপদ অবলম্বন করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসিদিগের সহিত এক তুমুল সঙ্গ্রাম আরম্ভ হয়। ডিরেক্টরগণ তজ্জন্য হেষ্টিংসকে কর্ম্মচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ফরাশীরা ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপনজন্য একজন সমরদক্ষ সেনাপতিকে প্রেরণ করে। হেষ্টিংস মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিপক্ষে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা যদিচ প্রথমে তাদৃশ সফল হয় নাই, তথাপি অবশেষে সর আয়র্ কূটের সাহায্যে সম্পূর্ণ ফলবান্ হইল। অতঃপর ফ্রান্সিসের সহিত হেষ্টিংসের সভামধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং পরিণামে পিস্তলযুদ্ধে সেই সভ্যমহোদয় যে বিষম সঙ্কটজনক আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহা আমরা এস্থলে বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে শাসনকর্ত্তা এক্ষণে কি সভা কি সমরে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিলেন।

এই রূপে হেষ্টিংস্ জয়ী হইয়া ভারত-বীরপুরুষ মহীপালদিগের সমীপে স্বীয় সাহস ও সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহীশুরাধিপতি মহাবীর্য্যবান্ প্রতাপশালী হৈদর আলী ইংরাজদিগের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষহইতে একেবারে দূরীভূত করিয়া দেওয়াই তাঁহার দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল। একদা তিনি নবতি-সহস্র-সৈন্য-সমভিব্যাহারে কর্ণাট-প্রদেশে প্রবেশানন্তর নগর পল্লি প্রভৃতি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। বহুদূরহইতে অগ্নিশিখা দৃষ্টহইতে লাগিল। সহস্র২ লোক প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং অনেকে আত্মরক্ষা-হেতু তুমুল সঙ্গ্রাম করিয়া ছিন্নশিরস্ক হইয়া পড়িল। এই সঙ্গ্রাম-স্রোত নিবারণার্থে মন্‌রো ও বেলি দুই ইংরাজ-সেনাপতি বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। হৈদর স্বীয় অসামান্য বুদ্ধিবলে উভয়ের দর্পচূর্ণ করিলেন। বেলি স্বীয় সৈন্যদলের সহিত কৃতান্তালয়ে গমন করিলেন। মান্দ্রাজহইতে এই অশুভ সংবাদ উপনীত হইলে, হেষ্টিংস্ সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। হৈদর এরূপ পরাক্রম-শালী থাকিলে ইংরাজদিগকে সর্ব্বদা সভয়ে থাকিতে হইবেক; সুতরাং যে প্রকারে হউক তাঁহাকে নিস্তেজ করাই বিধেয় বিবেচনা করিয়া সভ্যদিগের নিকট মত-প্রকাশ কলিলেন। সভ্যগণেরাও তৎক্ষণাৎ ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। এই সময়ে সর্ব্বপ্রধান ইংরাজসেনাপতি সর আয়ার কূট ভারতবর্ষীয় সঙ্গ্রাম সমূহে অতুল প্রতিপত্তিলাভ করিয়া যশস্বী ও চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার সঙ্গ্রাম-দক্ষতা উত্তমরূপে অবগত ছিল। যদিও তিনি এক্ষণে অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি সঙ্গ্রামকার্য্যে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হেষ্টিংসের আদেশানুসারে কূট বহুসংখ্যক সেনানী সমভিব্যাহারে দক্ষিণদেশে উপস্থিত হইয়া মহীশুরাধিপতির সহিত নানা স্থানে বহু সঙ্গ্রামের পর

পোর্টো নোবো স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরাস্ত করিলেন; এবং তাহাতে ইংরাজদিগেরও হৈদরের আক্রমণভয় স্বল্প পরিমাণে দূর হইল।

এই ব্যাপারে বহু ব্যয় হওয়ায় হেষ্টিংসের ধনলালসা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। বারাণশীর অধিপতি চেতসিংহ তৎকালে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন; অতএব তিনি উক্ত রাজার ধন লুণ্ঠন করাই বিধেয় বিবেচনা করিলেন। ভারতবর্ষ মোসলমানদিগের অধিকৃত হওয়া অবধি পবিত্র বারাণসী নগর, বহুকালপর্য্যন্ত দিল্লীর অধীশ্বরদিগের অধীনস্থ ছিল। দিল্লীর সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে অযোধ্যাপতি নবাব সুজাউদ্দৌলা উক্ত নগর স্বীয় অধিকার-ভুক্ত করিয়া লইলেন। নবাবের পীড়ন সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া রাজা চেতসিংহ ব্রিটিশরাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন; এবং সুজাউদ্দৌলা এক সন্ধি নিবন্ধন উক্ত নগর কোম্পানী বাহাদুরের হস্তে সমর্পিত করিয়া দেন। তৎকালাবধি চেতসিংহ রাজস্ব-প্রদান-পূর্ব্বক এক প্রধান অধীন রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যৎকালীন ফরাশিসদিগের সহিত বিগ্রহ উপস্থিত হয়, তৎকালে তিনি কোম্পানীর সাহায্যার্থে নির্দ্দিষ্ট কর ব্যতীত বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তাঁহার নিকটহইতে ততোধিক মুদ্রা বলপূর্ব্বক গৃহীত হইয়া ছিল। চেতসিংহ এইরূপ অন্যায়-পীড়ন-হইতে মুক্তি-লাভাশয়ে উৎকোচস্বরূপ গোপনে হেষ্টিংসকে দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি শত্রুমণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিয়া হেষ্টিংস্ ঐ উৎকোচ কবলতি করিতে পারিলেন না; পাছে কোর্ট আব ডিরেক্টরের নিকট উক্ত বিষয় প্রকাশিত হইয়া অবমানিত হয়েন, এই ত্রাসে ঐ দুই লক্ষ মুদ্রা কোম্পানীর কোষে প্রদান করিলেন; এবং পুনর্ব্বার মাংসলোলুপ গৃধিনীর ন্যায় সরলহৃদয় মহারাজা চেতসিংহকে প্রপিড়ীত করিতে লাগিলেন। রাজা পুনর্ব্বার এক লক্ষ মুদ্রা দানেও রক্ষা পাইলেন না। হেষ্টিংসের ধনলালসা উত্তরোত্তর ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বারাণসীর ধনকোষ একেবারে শূন্য করিয়া ধন গ্রহণ করিয়াও তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। তিনি রাজার প্রতি এই আদেশ করিলেন, যে কতক সঙ্খ্যক অশ্বারোহী সৈন্য বারাণসী থাকিয়া কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেক, ঐ সৈন্যের নিমিত্ত আবশ্যক ব্যয় তাঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হইবেক। চেতসিংহ এ প্রকার আদেশ প্রতিপালন করিতে স্বীকার পাইলেন না। হেষ্টিংস্ এই অস্বীকারে রাজার সহিত অভীষ্ট বিবাদের সূত্রপাত করিয়া স্বয়ং বারাণসীতে গমন করিলেন।

তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চেতসিংহ যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। দেখিলেন বিংশতি লক্ষ মুদ্রা প্রদানেও রক্ষা নাই। হেষ্টিংস্ সুজাদ্দৌলার নিকট আলাহাবাদ ও রোহিলখণ্ড যেরূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন বারাণসীও সেইরূপে বিক্রয় করিতে অভিসন্ধি করিলেন। তিনি বারাণসী নগরে উপনীত হইবামাত্র চেতসিংহ সাতিশয়-সম্মানপুরঃসর তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেষ্টিংস্ প্রয়োজনীয় অর্থের আদেশ করাতে রাজা নানা প্রকার ছলনাদ্বারা অস্বীকার করায় হেষ্টীংস সৈন্যদ্বারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাখিলেন। চেতসিংহ সাতিশয় প্রজাপ্রিয় ছিলেন। প্রজাগণও অতি রাজভক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে ছিল। রাজা কস্মিন্‌কালে কোন প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার কিছুই প্রকাশ করেন

নাই, বরং যাহাতে প্রজা-বৃন্দের উন্নতি ও সুখ-বৃদ্ধি হয়, যথাসাধ্য তাহাই চেষ্টা পাইতেন।

এ প্রকার সুশীল ও সদয়চিত্ত রাজার অবমাননা দর্শনে নগর-বাসিগণ দণ্ডতাড়িত সর্পেরন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। জীবন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া একদল অল্পসঙ্খ্যক সেপাহী সৈন্যকে আক্রমণপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। রাজা এই গোলযোগে এক গুপ্তদ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। হেষ্টীংস্ নগর মধ্যে যে বাটীতে বাস করিতে ছিলেন, প্রজাগণ উক্ত বাটী সম্পূর্ণরূপে অবরোধ করিল। হেষ্টীংস্ ঘোর বিপদে পতিত হইলেন। জীবন রক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া এক আশ্চর্য্য-কৌশলাবলম্বনপূর্ব্বক বহু সৈন্য আনয়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইলেন। রাজা দেশান্তরী হইলেন*। চেতসিংহের ভাণ্ডারে অতি অল্পমাত্র ধন প্রাপ্তিতে হেষ্টীংসের তৃপ্তি হইল না, বরং তাহাতে ধনলিপ্সা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, সুতরাং উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যাধিপতি নবাব সুজাউদ্দৌলা ইতিপূর্ব্বে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে তদীয় পুত্র আসফ-উদ্দৌলা নবাব পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসফ-উদ্দৌলা পিতার ন্যায় বীর্য্যশালী ছিলেন না, সুতরাং পরকীয় সাহায্য গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। শত্রু-হস্তহইতে নিশ্চিন্ত থাকিবার মানসে হেষ্টীংসের নিকটহইতে একদল সৈন্য গ্রহণানন্তর তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অল্প দিবসের মধ্যেই অনর্থক-ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সৈন্যগণের প্রত্যাবর্ত্তনজন্য হেষ্টিংসের নিকট প্রার্থনা করেন। স্বার্থপর হেষ্টিংস্ স্থূলবুদ্ধি নবাবকে নানাপ্রকার আশঙ্কা দেখাইয়া বুঝাইলেন, যে আপাততঃ সৈন্যগণ চলিয়া গেলে তদীয় শত্রুনিচয় দুরন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাকে আক্রমণ করিবেক, অতএব নিঃসহায় হইয়া শত্রুগণকে পরিদমন করা তাঁহার পক্ষে সাতিশয় সুকঠিন হইয়া পড়িবেক, সন্দেহ নাই। হেষ্টীংসের এবম্প্রকর উপদেশ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হওয়াতে নবাব তাঁহাকে সৈন্য প্রত্যানয়ন করিতে আর অনুরোধ করিলেন না। কিন্তু ব্যয়-নির্ব্বাহোপযগী অর্থলাভের নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা মৃত্যুকালীন তদীয় মাতা ও স্ত্রীকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন। অযোধ্যা প্রদেশে তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া খ্যাতা ছিলেন। দুর্বুদ্ধি নবাব ঐ বেগমদিগের ধন অপহরণ করিতে অভিসন্ধি করিয়া ধনলোভী হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টীংস্ দেখিলেন বিনাপরাধে কোনক্রমে বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার করা যাইতে পারে না; অতএব কোন ছলনাদ্বারা তাহাদিগকে অপরাধিনী স্থির করিয়া তাহাদিগের ধনের প্রতি হস্তক্ষেপ করা উচিত। এই স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তিনি দুর্ম্মতি নবাবের সহিত চুনারে এক সন্ধি করিলেন। ঐ সন্ধির অনুসারে কার্য্য করা অতি গর্হিত; বিশেষত: মাতৃধনাপহরণে মহাপ্রত্যবায় আছে; ইত্যাদি বিবেচনা পুর্ব্বক নবাব অতিক্ষুণ্ণমন হইয়া সন্ধিভগ্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সফল হইল না। হেষ্টীংস্ লখ্নৌ নগরে রেসিডেণ্টকে পত্রদ্বারা আদেশ করিলেন, "যে তুমি চুনারের সন্ধি অনুসারে কার্য্য নিষ্পাদনে পরাঙ্মুখ হইলে আমি স্বয়ং সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় সত্বর উপস্থিত হইব"। রেসিডেণ্ট এরূপ অনুচিত ব্যাপারে অসম্মত থাকিলেও হেষ্টিংসে

* এই ব্যাপার এই খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠে বিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রণোদিত হইলেন। দুই জন খোজা বহুকালাবধি বেগমদিগের অতি বিশ্বস্ত দাস ছিল,এবং বাটীর কার্য্যাদির এক প্রকার অধ্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ব্যক্তিদ্বয়কে কারারুদ্ধ করা হইল, কিন্তু যদ্যপি তথায় তাহারা অসহ্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল, তথাপি তাহারা তদীয় কর্ত্রী-দিগেরধন-বিষয় কিছুই ব্যক্ত করিলেক না। এদিকে হেষ্টিংস্ সৈন্যদ্বারা বেগমদিগকে সাতিশয় অবমানিতা করিয়া তাহাদিগের কোষ লুণ্ঠন পূর্ব্বক সমুদায় ধন স্বীয়-হস্তগত করিয়া লইলেন। হায়! ধনলোভ-পরবশ হইয়া হেষ্টিংস্ কি গর্হিত কার্য্য না করিয়াছেন!

এবম্প্রকার মহা অত্যাচারের পর হেষ্টিংস্ কিছুকাল শান্তভাবে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। যদিও বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের শিক্ষা-বিষয়ে তৎকালে যত্ন ছিল না, তত্রাপি ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি বহু উৎসাহ প্রদান করেন। এই রূপে ভারতবর্ষে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া ১৭৮৫অব্দে স্ত্রী সমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে গমন করেন। অর্ণবজানহইতে পোর্টস্মৌথে অবতরণ করিবামাত্র অতিসমারোহে লণ্ডন নগরে নীত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে হেষ্টীংসের নৃশংস ব্যবহার-সংবাদ ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার বিপক্ষগণ ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল। পার্লিয়মেণ্টে ধন্যবাদ ও প্রশংসা লাভ করা দূরে থাকুক এইক্ষণে তৎসভার সভ্যগণের অভীযোগে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে বর্ক সাহেব এই সময়ে মহা সভায় অসামান্য-বক্তৃতা-শক্তির নিমিত্ত অতুল প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও ন্যায়বান্ ছিলেন, সুতরাং হেষ্টীংস্-কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিষম দুর্গতি শ্রবণে তদীয় হৃদয়ের প্রতিদ্বেশভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। হেষ্টীংসকে তিনি পাপাত্মা পিশাচের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বর্ক্ ভারতবর্ষে কখনও আইসেন নাই, তথাপি হিন্দুদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার উত্তম রূপে অবগত হইয়াছিলেন। অতুলনীয় নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড, চেতসিংহের প্রতি দৌরাত্ম্য, অযোধ্যাধিপতি নবাব-কুল-মহিলাদিগের অবমাননা, দুর্গতি ও ধনলুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যসকল তাঁহার দয়াদ্রচিত্তকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

বর্ক পার্লিয়মেণ্টে হেষ্টীংস অপরাধী বলিয়া ব্যক্ত করিলে, বিচারের নিমিত্ত কএকজন বিচারপতি নির্দ্দিষ্ট হইল। বিচারপতিগণ বিচারে প্রবৃত্তহইলে তৎসমীপে বর্কের বক্তৃতা শ্রবণে হেষ্টিংস্ আপনাকে অন্তঃকরণে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিলেন, ও কঠিন দণ্ডভয়ে আপনাকে মহাবিপন্ন দেখিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুকূল হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি দণ্ডহইতে মুক্তিপাইবার আশা রহিল না। ভারতবর্ষহইতে অন্যায়রূপে যে সকল ধন সংগ্রহ করিয়া লইয়াগিয়া ছিলেন, তাহা কর্ম্মচারিগণ, নানা প্রকার লেখকগণ ও বিবিধ সংবাদ পত্র সম্পাদক দিগকে উৎকোচ প্রদান করিতেই ব্যয় হইয়া গেল। এই প্রকার নানা উপায় অবলম্বন ও অনেকের সহায়তা গ্রহণ করিয়া একাদিক্রমে অষ্টবৎসরের পর প্রত্যাসন্ন দণ্ডহইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এই অনির্ব্বচনীয় ঘটনার পর হেষ্টীংস্ চতুর্বিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। দণ্ডহইতে মুক্ত হইবার পর তিনি নির্ধন হইয়া পড়িলেন। এমন কি স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। হেষ্টীংসের দারিদ্র্যাবস্থা দেখিয়া

কোর্ট-অব্-ডিরেক্টরস্-অনুকম্পা-পুরঃসর প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান করিতে লাগিল।

হেষ্টীংসের চরিত্র-বিষয় আমরা আর কিছু উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহার কার্য্য সমূহই তদীয় চরিত্রের মুকুট স্বরূপ।

কুমার আলামেও।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল আবিসিনিয়ার অধিপতি রাজা থিয়োডোর ইংরাজদিগের সহিত এক তুমুল সঙ্গ্রামে বিব্রত হন। প্রবল পরাক্রম দুৰ্দ্ধর্ষ ইংরাজদিগের বিক্রম বিষয় সবিশেষ অবগত না থাকায় সেই অদূরদর্শী অসভ্য নরপতি ব্রিটিশ রাজদূত কামিরন্ সাহেবকে ও কয়েকটী খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মোপদেষ্টা পাদরিদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া সমরানল প্রদীপ্ত করেন। সেই অসম সঙ্গ্রামে ইংরাজদিগের সৈন্য আবিসিনিয়া রাজ্য-মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া ছিল। সুবিখ্যাত সর্ রবর্ট নেপিয়র বহুসঙ্খ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে বোম্বাইহইতে কয়েকখানা অর্ণবযানে যাত্রা করেন, এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজহইতেও কয়েক দল সৈন্য প্রেরিত হয়। দুর্ভাগা রাজা থিয়োডোর সেই ঘোরতর সঙ্গ্রামানল নির্বাপিত করিতে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। অশিক্ষিত আবিসিনীয়দিগের সাহায্যে তিনি সমরদক্ষ বিজয়ী ব্রিটিশদিগের দুর্নিবার স্রোতঃ সম সেনা সমূহের সমবেত গতি অপরোধ করিতে পুনঃ ২ চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু মহাবীর্য্যবান্ সুশিক্ষিত সঙ্গ্রাম-কুশল ইংরাজদিগের সম্মুখীন থাকা কোন ক্রমেই তাঁহার পক্ষে সাধ্য ছিল না। নিষ্ফল-প্রযত্ন ও নিরাশ হইয়া তিনি দুইবার ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হন, এবং দুই বারেই পরাস্ত হইয়া অনেক সৈন্য সামন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দেন। অবশেষে মাগ্দালা-নামক দুর্গের নিকটবর্ত্তী রণ-ক্ষেত্রে হতাশ হইয়া স্বহস্তে আত্মঘাতী হয়েন।

সেই দুর্ভাগা রাজা থিয়োডোরের এক মাত্র বংশধরের প্রতিরূপ আমরা অপর পৃষ্ঠে প্রকাশিত করিলাম। যখন আবিসিনিয়ার রাজা সমরে নিহত হইয়া ধরাশয্যায় লুণ্ঠিত হইতে ছিলেন; যখন তদীয় সৈন্যেরা অধিষ্ঠাতা সেনাপতিকেঅদৃশ্য দেখিয়া জীবন-রক্ষার্থ পলায়নপর হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে ছিল; যখন অনতিবিলম্বেই মাগ্দালার অধিত্যকাহইতে অগ্নি-শিখা ও ধূমরাশি গগণ-মার্গে উত্থিত হইতে লাগিল; যখন চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ, ক্রন্দনধ্বনি ও হাহাকার রব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; আর যখন নিরাশ্রয় নগরবাসিরা প্রজ্বলিত গৃহসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণসর্বস্ব করিয়া আশ্রয়ার্থ দলে দলে ইতস্তঃ ধাবিত হইতে ছিল; তখন সেই ভয়ানক কোলাহল-সময়ে উপর্য্যুক্ত অপৌগণ্ড রাজকুমার ও তদীয় জননী আবিসিনিয়ার রাজপত্নী ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হন। ব্রিটিশ রাজদূত রাসাম সাহেব রাজা থিয়োডোরের পূর্ব্ব প্রদত্ত আদেশানুসারে রাজকুমারকে সেনাপতি নেপিয়রের নিকট আনয়ন করেন, এবং তদ্ধস্তে সমর্পণ করিয়া মৃত রাজার মানস ব্যক্ত করেন। সুবিজ্ঞ সেনাপতি সর রবর্ট নেপিয়র রাজ্ঞী ও রাজ নন্দনের আরাম ও স্বচ্ছন্দতা প্রতিবিধানার্থে সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ করিয়া ছিলেন। দীর্ঘ কাল-ব্যাপি পীড়া ক্রমে রাজপত্নী কাশরোগে জীর্ণ-কলেবরা অস্থি-চর্ম্মাবশেষা হইয়া ছিলেন; এক্ষণে স্বামীর নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে যারপর নাই শোকে অভীভূত হইলেন, এবং কয়েক দিবস অন্তরেই মানবলীলা

কুমার আলামেও।

সংবরণ করিলেন। সুনিপুণ চিকিৎসকদিগের সাহায্য ও সাবহিত সুশ্রূষা প্রতিবিধান করিতে নেপিয়র সাধ্যমতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কণ্ঠা-গত প্রাণা মুমুর্ষু রাজ্ঞীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া কোন ক্রমেই কৃতার্থ হইতে পারিলেন না।

এই পিতৃমাতৃহীন শিশু রাজনন্দনের নাম আলামেও বা আলুমাহু। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইহাঁর জন্ম হয়; এইক্ষণে কেবল নয় বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম। তাঁহার "উপাধি ধিজ্‌চে" অর্থাৎ "ডিউক" বা কুমার। তাঁহার মাতা টিগ্রি রাজ্যের অধিপতির কন্যা। থিয়োডোর উক্ত নরপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সপরিবারে তাঁহাকে নিজ রাজ্যে আনয় করেন, এবং তদীয় দুহিতার পানি-গ্রহণ করত তাঁহাকে কারবদ্ধ করিয়া রাখেন। শিশু রাজকুমার আলামেও নেপিয়রের নিকট স্নেহ ও সমাদের গ্রহীত হইয়াছিলেন। শ্রুতিরঞ্জন সুমধুর বাদ্যসকল এবং অন্যান্য বাল্যক্রীড়োপযোগী খেলোনাসকল তদীয় মনোরঞ্জনের নিমিত্ত নেপিয়র সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রদান করিতেন। ইংলণ্ড-গমন-কালে নেপিয়র রাজকুমার আলামেওকে সমভিব্যাহারে লইয়া মাহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হন। কিয়ৎকাল লণ্ডন নগরে রাখিয়া পরে তাঁহাকে বোম্বাই নগরে প্রেরণ করা হয়; এবং অধুনা ঐ রাজকুমার তথায় বাস করিতেছেন।

আন্দামান বাসীদিগের বিবরণ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর বিস্তীর্ণরূপে প্রসারিত হইয়া ভারতমহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। উক্ত সাগরের দক্ষিণপূর্ব্বে আন্দামান-নামক কতিপয় দ্বীপ-ব্যূহ বিরাজিত আছে। ঐ দ্বীপাবলি তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপব্যূহে বিভাজিত করা হয়।

ইহার অধিকাংশ নিবিড়কাননে সমাকীর্ণ। অধিবাসিরা নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য থাকায় সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ-রূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। অধুনা ইংরাজবাহাদুরেরা, ঐ আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তর পোর্ট্-ব্লেয়ার নামক-স্থানে নির্ব্বাসিত অপরাধিদিগের প্রবাস নির্দ্ধারিত করায় ঐ অসভ্য অধিবাসীদিগের প্রকৃত রীতি ও চরিত্র কিয়দংশ অবগত হওয়া গিয়াছে। আন্দামান-দ্বীপ-ব্যূহের অধিবাসিদিগকে আন্দামানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তাহাদিগের ভয়ঙ্কর বন্য মূর্ত্তি দর্শন করিলেই আগন্তুক ব্যক্তি এর মনে অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার হয়। তাহারা নরমাংসভোজী বলিয়া প্রথিত থাকায় কোন ব্যক্তি উক্তদ্বীপে পদার্পণ করিতে সাহসিক হইত না; এবং তাহাদিগকে রাক্ষস বোধে অর্ণবপোত-অধ্যক্ষেরা ইহার কথঞ্চিৎ দূরবর্ত্তি থাকিয়া গমনাগমন করিত। ইদানীং ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যেআন্দামানীরা নরমাংসাশী নহে।

তাহারা যে অন্য জাতীয় মনুষ্যকে দৃষ্টিগোচর করিলে তাহাকে আক্রমণ করত তাহার জীবন বিনাশ করিয়া থাকে, সে কেবল বস্ত্র লৌহ ইত্যাদি

ঐ কুটীর সকল যৎসমান্যরূপে তালপত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহারা আবাসের চতুর্দিকে ভক্ষ্য পশুর ও মৎস্যের হাড় সমস্ত এবং শম্বুক সকল স্তূপাকার করিয়া রাখে। উহাদিগের পূতিগন্ধ অতিশয় অসহনীয় হইলে তাহারা বাসস্থান স্থানান্তরিত করে।

আন্দমানীদিগের আকার কাফিরীদিগের ন্যায়, অথচ খর্ব্ব। তাহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকে, কোন প্রকার পরিধেয় ব্যবহার করেনা। কখন কখন তাহারা বৃক্ষের ত্বক্ লইয়া মস্তক গ্রীবা এবং কটিদেশে বন্ধন করে। ইহারা অন্য-রূপ পরিধেয় অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া অন্যজাতীয়দিগের পরিচ্ছদ দর্শনে ঘৃণা ও হাস্য করে। তাহাদিগের স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত সভ্য। তাহারা বৃক্ষের সূক্ষ্ম সূত্র বা আঁইস কটিদেশে পরিধান করে। ঐ সূত্র বা রজ্জুসকল জানুপর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া, চন্দ্রাতপের ঝালরের ন্যায় অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়া থাকে।

অলঙ্কারমধ্যে গলদেশে হাড়ের মালা ও পৃষ্ঠে বৃক্ষের আঁইস পরি-লম্বমান করা অতিশয় আদরণীয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে গাত্রে রক্তবর্ণ এবং ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মৃত্তিকাদ্বারা চিত্র বিচিত্র করে; এবং উহাই তাহারা গাত্রের ভূষণস্বরূপ গণনা করিয়া থাকে। ঐ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা খনিজ। লৌহখনি-হইতে মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়; পরে তাহারা উহা পশুর বসার সহিত মিশ্রিত করত গাত্রের চিত্র-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই জাতীয় সকলে মস্তক মুণ্ডন করে; কেবল মস্তকের মধ্যভাগ অবধি গ্রীবাদেশ পর্যন্ত রেখার ন্যায় কতকগুলিন কেশ রাখে। তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাঁচ ব্যতিত কেশ-চ্ছেদন করিবার অন্যরূপ কোন অস্ত্র নাই। বৃদ্ধকামিনীগণও মস্তক মুণ্ডন-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মুণ্ডন-কার্য্য সর্ব্বদা করিতে হয়, যে হেতুক মস্তক কেশাচ্ছাদিত হইলে কীটসমূহ তথায় আবাসস্থাপনদ্বারা মস্তক পরিপূর্ণ করে। তাহাদিগের চিবুকের ওষ্ঠের উপরিভাগে এবং চক্ষুর ভ্রূতে কেশ থাকেনা। প্রস্তাবিত দ্বীপ কীটমসকাদিদ্বারা এত অধিকরূপে পরিপূর্ণ যে মনুষ্য কেশবিহীন না হইলে কীটাদি সতত তাহার শরীরে বাস করিত, এবং স্বচ্ছন্দে দেহরক্ষা করা তাহার পক্ষে অতি দুরূহ হইত।

সমস্ত আন্দামানীদিগের গাত্র উল্কিদ্বারা চিত্রিত। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেই তাহারা দেহ চিত্রিত করিতে নিযুক্ত হয়। ইহা অতি সামান্য ব্যাপার নহে! তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-খণ্ড কিম্বা ভগ্ন কাঁচদ্বারা দেহের ত্বক্ প্রায় এক বুরুল লম্বা ছেদন করিতে হয়, এবং প্রাপ্তব্যবহার হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষেই তাহারা ইদৃশ প্রকরণদ্বারা দেহে সৌন্দর্য্যসাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-দেশবাসীদিগের ন্যায় তাহারা গাত্রেমূর্ত্তি অঙ্কিত করে না। ঐ কার্য্যের নিমিত্ত তাহাদিগের ত্বকে ছিদ্র করায় রক্ত অধিকপরিমাণে নিঃসৃত হয়, কিন্তু উহাতে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। গাত্রে চিত্র করা সমাপন হইলে তাহারা বিবাহ করিতে সক্ষম হয়। তাহারা জলোপরি সন্তরণ করিতে অতিশয় পটু, এবং উহা তাহারা অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমাবধি অভ্যাস করিয়া থাকে। পরিণেতাকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলে তাহারা বিবাহ করে। এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করা তাহাদিগের প্রথা নহে। আন্দামান দ্বীপ-বাসিনীরা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে পরিণীতা হয়। তাহাদিগের বিবাহের নিয়ম অতি সামান্য। ষোড়শবর্ষ বয়স্ক যুবা এক অপরবংশীয় কামিনীকে মনোনীত করত তদীয় প্রতিপালকের

নিকট সম্মতি গ্রহণ করে। পরে বিবাহের দিবসে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পৃথক্ ২ বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে কন্যা-কর্ত্তা কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া বরের হস্তের সহিত মিলিত করিয়া দেয়। তদনন্তর নববিবাহিত যুবা ও যুবতী কাননমধ্যে প্রয়ান করিয়া যামিনী যাপন করে। পরে ঐ যবা সস্ত্রীক হইয়া কাননহইতে স্বজাতীয় মধ্যে প্রত্যাগত হইলে, তাহারা প্রফুল্লতা ও প্রীতি সূচক আনন্দধ্বনি ও নৃত্যাদি করিয়া পরমাহ্লাদে তাহাদিগকে দলমধ্যে গ্রহণ করে। বিবাহানন্তর আন্দামানী মহিলারা ভর্ত্তার গৃহে আগমন করয়ি দৈনিক নিরূপিত কার্য্যে সতত অনুরক্ত থাকে। উক্তরূপ কার্য্য বহুল শ্রমে সাধ্য হইলেও তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা নির্ব্বাহ করে। বাসোপযোগী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করা অবধি গৃহের সমস্ত কর্ম্ম কামিনীদিগকেই সম্পন্ন করিতে হয়। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শম্বূকাদি জলজন্তু সঙ্গ্রহ করিতে প্রতিদিবসই সমুদ্রতীরে গমন করে; পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস ও মৎস্য এবং আপনাদিগের সঙ্গৃহীত শম্বূকাদি জলজন্তু রন্ধন করিয়া সকলে সুখে আহার করে। আবাস স্থানান্তরিত করিবার সময় তাহাদিগকে বোঝা মস্তকে বহন করিতে হয়। অধিকন্তু তাহারা স্বামীর মস্তক-মুণ্ডন ও গাত্রে চিত্র করিয়া দিয়া থাকে, এবং শয়নোপযোগি মাদুর প্রস্তুত করে। বিধবা যোষিৎগণের পুনর্ব্বিবাহকরা তথায় বিশিষ্টরূপ প্রসিদ্ধ আছে। এমন কি যে তাহারা স্বামীর মৃত্যুর এক মাস মধ্যেই পুনঃ বিবাহ করিয়া থাকে।

আন্দামানী কামিনীগণ সন্তান প্রসবানন্তর শিশু সন্তানকে প্রথমতঃ শীতল জলে স্নান করাইয়া তৎপরে অগ্নিশিখায় উত্তপ্ত করে। তাহারা ইহা সুনিয়ম বলিয়া নির্দ্ধার্য্য করে, যে হেতুক শীত উষ্ণ বিপরীত বায়ু বাল্যকালাবধি সেবন করাইলে যৌবনাবস্থায় অতিশয় বলবান হইবে। কিন্তু ইহা তাহাদিগের ভ্রম। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই শিশু সন্তান-গণকে অতিশয় আদর করিয়া থাকে, এবং সতত তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভাল বাসে। স্ত্রীগণ শিশু বালককে পৃষ্ঠে করিয়া এতদ্দেশীয় নাগপুরের পর্ব্বতদেশবাসিনীদিগের ন্যায় সতত বিচরণ করে। বংশের এক ব্যক্তির নাম ধরিয়া তাহাদিগের নামোল্লেখ করা হয়; কিন্তু তাহাদিগের ভাষায় অল্পসঙ্খ্যক নাম থাকায় প্রভেদ নিমিত্ত নূতন নামের অগ্রে তাহারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বোধক কোন শব্দ প্রয়োগ করে। উক্ত বালকগণ জঙ্গলমধ্যে এবং জলে সর্ব্বদা বিচরণ করে, এবং তাহাতেই তাহাদিগকে অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয়। দুই বা তিনটীর অধিক সন্তান কাহার জীবিত থাকে না। ফলে আন্দামানীরা সুস্থ ও দীর্ঘ জীবী নহে। তাহাদের অনেকেই ত্রিংশতি কিংবা পঞ্চত্রিংশতি বৎসর মধ্যে মানবলীলা সংবরণ করে। তাহারা স্বভাবতঃ জঙ্গলদেশে বাস করিয়াও জঙ্গলের ভয়ানক জ্বরদ্বারা সতত আক্রান্ত হয়; এবং রবির প্রখর কিরণ এবং সামুদ্রিক তীক্ষ্ণ বায়ু তাহাদিগের শরীরকে ত্বরায় ধংশ করিয়া ফেলে। বর্ষাকালে জ্বর ও উদরের পীড়া অত্যন্ত প্রবল হয়। তাহারা কোনরূপ ঔষধ সেবন করে না, কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকা গাত্রে লেপন করাই প্রধান ঔষধ বলিয়া জ্ঞানকরে। এবং অকালমৃত্যুজন্য তাহাদিগের সঙ্খ্যা ও বিরল।

মৃত্যুর পর আন্দামানীরা তাহাদিগের শব মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে। তাহাদিগের উপরোক্ত প্রথা স্বাস্থ্যকর ও মঙ্গলদায়ক।

কোন ব্যক্তি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, তাহার আত্মীয়সকল তদীয় মৃত-দেহ পত্রদ্বারা আবৃত করতঃ বৃক্ষ ত্বকের সূক্ষ্ম সূত্রদিয়া বন্ধন করে। পরে দুই পদ পরিমাণ গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ শবকে উপবিষ্টাবস্থায় সূর্য্যোদয়াভিমুখ করত স্থাপন করে। তদনন্তর মৃত্তিকা ও প্রস্তর দিয়া সমাধি আবৃত করিয়া দেয়, এবং বারি-পূর্ণ একটীপাত্র তদুপরি রাখে। তাহাদের বোধে মৃত ব্যক্তির আত্মা রজনীতে ঐ জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে। অপর, জাতির প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, সমাধির উপর পুষ্প-মালা ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্থাপিত করা হয়; এবং তাহার দেহ প্রোথিত করিবারঅগ্রে সকলে সমবেত হইয়া তন্নিকটহইতে বিদায় গ্রহণকরে। সমাধি সমাপনানন্তর আন্দামানীরা কবরের সন্নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে অতিশয় অনিচ্ছক, যেহেতুক তাহারা প্রেতযোনিকে অত্যন্ত ভয়ানক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। এইপ্রযুক্ত তাহারা সমাধি-স্থানের নিকটহইতে আবাসসকল স্থানান্তরিত করে। পরন্তু, কোন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাহারা তাহারা সব সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। তদীয় ভূতযোনিকে তাহারা তাদৃশ শঙ্কা করেনা।

এই অসভ্য-দেশ-বাসীরা শস্য-উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে না। মৃগয়ালব্ধ পশুর মাংস সমুদ্রের মৎস্য, কূর্ম্ম ও শম্বুকাদি অন্য জীব এবং ফল মূল তাহাদিগের প্রধান উপজীবীকা। বন্য-জন্তু-মধ্যে বন্য-বরাহ-মাংস তাহাদিগের অতিশয় আদরণীয়। শীতকালে আন্দা-মানীরা তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা ঐ সকল পশু বিদ্ধ করত বধ করিয়া থাকে। বরাহমাংস দুষ্প্রাপ্য হইলে, মৎস ও কচ্ছপদ্বারা উদর পূরণ করে। শুক্ল পক্ষে ঐ জীব অধিক পরিমাণে ধৃত হয়, কিন্তু উহা তাহারা শুষ্ক বা লবণমিশ্রিত করিয়া রাখে না, এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চয় করে না। তাহারা জাল-দ্বারা বা টাঁটাদ্বারা মৎস্য ধৃত করিয়া থাকে। সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার জন্য তাহারা শালতি ব্যবহার করে। উহা বৃক্ষের গুঁড়ি-দ্বারা নির্ম্মিত হয়। আন্দামানীদিগের পক্ষে ঐপদার্থ, অত্যাবশ্যক তাহাদিগের মৎস্য ধৃত করিবার প্রণালী অতিশয় সহজ। মৎস্য-শিকারীগণ উপরোক্তক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ করিয়া লৌহফলবিশিষ্ট টাঁটা মৎস্যোপরি নিক্ষেপ করে, পরে মৎস্য আবদ্ধ হই-লে উক্তলৌহফলক বংশদণ্ডহইতেপৃথক্ হইয়া যায়, কিন্তু ফলকের সহিত একটী সূত্র সংযুক্ত থাকায় আবদ্ধ মৎস্য অনায়াসে ধৃত হয়। তাহারা এমনি প্রবীণ সুচতুর যে তাহাদিগের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। অধিকন্তু তাহারা মধুমক্ষিকার মধুক্রম ভগ্ন করিয়া মধুসঙ্গ্রহ করত পান করিয়া থাকে। মোম সমস্ত ধনুকের জ্যায় লেপনার্থ এবং নৌকার ছিদ্র বোজাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। মধুক্রম ভগ্ন করিবার সময় তাহারা বিশেষ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রজ্বলিত অগ্নিদ্বারা মধুমক্ষিকা-দিগের প্রাণ নষ্ট না করিয়া, তাহারা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ চর্ব্বণ করত তাহার সত্ব মুখ মধ্যে পূর্ণ করিয়া ফুত-কার-দ্বারা মক্ষিকাদিগের গাত্রে নিক্ষেপ করে। ঐ সত্বের মাদকতা-শক্তি থাকায় মক্ষিকাগণ তৎপ্রভাবে মত্ত হইয়া প্রস্থান করে, এবং তাহাদের শত্রুরা অক্লেশে মধুক্রম সকল ভগ্ন করিতে সক্ষম হয়। কি পশু-মাংস, কি মৎস, কি ফলমুল, সমস্ত আহারীয় দ্রব্য তাহারা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া কিম্বা রন্ধন করিয়া ভোজন করে; অপক্ক বা অগ্নিসংস্কার ব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্যই তাহারা আহার করে না।

আন্দামানীদিগের ধনসম্পত্তির মধ্যে শালতি এবং ধনুক সর্ব্ব প্রধান। সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার জন্য উপরোক্ত নৌকা তাহাদের অত্যাবশ্যকীয়। ঐ তরি তাহাদিদের স্বহস্ত-নির্ম্মিত। এতদ্দেশীয় তালবৃক্ষের শালতি নির্ম্মান করিবার প্রণালীর অনুসারে তাহারা বৃক্ষের স্থূলাংশ গ্রহণ করত ঐ নৌকা প্রস্তুত করে; এবং তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পাদনার্থ ইহার পার্শ্ব-দেশে চিত্র বিচিত্র করিয়া থাকে। ঐ নৌকাসকল অতিশয় অল্পকাল স্থায়ি। প্রস্তুত করিবার পর তাহারা যত্নের সহিত রক্ষা না করায়, এবং পার্শ্ব-দেশ সকল অত্যন্ত সুক্ষ্ম করায়, উহা অল্পকাল মধ্যে ভগ্ন হইয়া যায়। উহা [illegible]নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, বিংশতি ব্যক্তি [illegible] উহাতে অনায়াসে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; এবং ত্রিংশত ব্যক্তির আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীতে পূর্ণ করিলে উহা ভারাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হয় না। মৎস্য ও কূর্ম্ম ধরিবার নিমিত্ত তাহারা উহা সতত ব্যবহার করে। উহা ব্যতীত সমুদ্রোপরি গমনাগমন করিবার তাহাদিগের উপায়ান্তর নাই। ধনুর্বান নৌকায় লওয়া তাহাদিগের অতিশয় আবশ্যকীয়, উহাদ্বারা তাহারা বন্য পশ্বাদি ও মৎস্য কূর্ম্মাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লৌহ কিম্বা প্রস্তরখণ্ড শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া উহা অতিশয় তীক্ষ্ণ করা হয়। এবং তাহারা শরনিক্ষেপে এরূপ চতুরতা ও নিপুণতা প্রকাশ করে যে তাহাদিগের সন্ধান প্রায় ব্যর্থ হয় না।

প্রস্তাবিত মনুষ্যদিগের ভাষা অতি গ্রাম্য ও অসভ্য। শব্দের অপ্রতুল জন্য ঐ ভাষা বিদেশীয় ব্যক্তি সহজে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয় না। অধিকন্তু ভাষায় গণনার অঙ্ক না থাকায়, আন্দামানীদিগের গণনীয় বস্তুর সঙ্খ্যা কোনরূপ বোধগম্য হয় না। উক্ত ভাষা তাহাদিদের স্বজাতীয় দলেরমধ্যেও এত বিভিন্ন যে ক্ষুদ্র আন্দামান-দ্বীপ-নিবাসীরা দক্ষিণ আন্দামান-দ্বীপবাসিদিগের কথা বুঝিতে পারে না। লিখন তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। তাহারা অন্য ব্যক্তিকে লিখিতে দেখিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হয়, এবং লিখনদ্বারা মর্ম্মোদ্ঘাটন করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অন্যের লেখা দর্শনে তাহার হাস্য করে। প্রশ্ন করিলে তাহারা উহা পুনর্ল্লেখ করিরা প্রত্যুত্তর প্রদান করে।

আন্দামানীরা অতিশয় সুচতুর। তাহাদিগের স্মরণশক্তি ন্যূন বলিয়া কোনরূপে প্রতীয়মান হয় না। ভিন্নদেশ বাসী ব্যক্তিগণ ঐ অসভ্যদিগকে যে নামোল্লেখ করিয়া আহ্বান করে, তাহা উহারা বিশিষ্টরূপে স্মরণ করিয়া রাখে। বহুদিনান্তর বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা ক্রন্দনদ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। শত্রুর সহিত মিলন হইবার সময় উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা নেত্র-নীরে প্লাবিত হইয়া যায়। কামিনীগণ সর্ব্বাগ্রেই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে; পরে সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদিগের অতিশয় আদরনীয়। কোন আনন্দোৎসব উপস্থিত হইলে রমনীগণ প্রথমে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হয়; পুরুষেরা তদন্তর গান করিতে২ করতালি প্রদান করে। অবশেষ সকলে একত্রে সমবেত হইয়া নৃত্য ও গান করিতে মত্ত হয়।

রহস্য—সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

ষষ্ঠ পর্ব্ব।

কলিকাতা।

গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৮।

বিজ্ঞাপন।

সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্তি হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

CONTENTS OF VOL. VI.

Ancient Hindu Funeral Ceremony. 60
Bogs and Marshes. 19
Bottle Tit. 11
Bred fruit 81
Brougham, Life of Lord 3
Ceylon, Vijaya Sinha the Bengali Conqueror of. ... 36
Chandrakanta Sarmá. 75
Custom, Extraordinary 81
Distinguished Indian Women. 33
Dwarkanatha Raya. 28
Edible Bird's Nest. 49
Entertaining Anecdotes. 13
Extraordinary custom. .. 81
Funeral Ceremoy. 60
Gopálachandra Banerji. 28
Hiralala Chakravrti. 28
History of Hydrabad. 6
——of the Rajputs. 23 67
How I got my capital and wife. 82
Hydrabad, History of, ... 6
Indian Philology. 51
Jagamohana Tarkálankára. 60
Jadugopal Chatterji. 28
Kalivara Bhattacharya. 73
Kaliprasana Datta. 28
Life of Lord Brougham. 3
Life of Socrates. 70
——Radhakanta Deva 41
—— of Plato 88
——Sir w. Scott. 38
Mahendranatha Bhattacharya. 60
Mammoth. 5
Mathurakanta Bose. 48
Nilakanta Dey 38
Nobinchandra Datta. 28
Notices of New Books. 14 28 48 60 75 91
Novel Pillory for Drunkards. 17
Plato, life of. 88
Polo Cat. 66
Polyandry. 18
Radhakanta Deva, Raja Sir K. C. S. I. Life of .. 41
Rajputs, History of the. 23, 67
Sarodaprasanna Sarkar. 28
Scott, Sir Walter, life of. 38
Spanish Inquisition. 28
Smith, Revd. OBrien. 28
Stone-Eater. 11
Taranatha Tarkavachaspati. 28
Tiger Fish 86
V. in Bengali. 79
Vijaya Sinha, the Bengali Conqueror of Ceylon. .. 36
Vinoda Vehari Goswami. 48
Yadabachandra Modaka. .. 57
Women, Distinguished in India. .. 33

সূচীপত্র।

অদ্ভুত উদ্বাহ নিয়ম ১৮
অদ্ভুতখাদ্য ৪৯
অদ্ভুতবাদ্য ভূমি ১৯
অদ্ভুত কাঁঠাল ৮৯
আমার স্ত্রী ও সম্পত্তি প্রাপ্তি। ৮২
উদ্ভট বাক্য ১৩
দণ্ডবিড়াল ৬৫
নূতন গ্রন্থের সমালোচন ১৪ ... ২৮ .. ৪৮ .. ৬০ ...৭৫ ৯১
প্রস্তরাশী মনুষ্য ১১
প্রাচীন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ৬০
প্লেতোর জীবন চরিত ... ৮৭
বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ ৩৬
বকারভেদ ৭৩
বটলটিট্ বা বিলাতী বাবুইপক্ষী ১
ভাষা-রহস্য ৬১
মাতালের লবাদা ১
মামথ বা যুগান্তরীয় হস্তী ৫৫
রহস্য ব্যঞ্জক রীতি ৮১
ব্যাঘ্র মৎস্য ... ৮৭
রাজপুত্র ইতিহাস ... ... ২৩ ... ৬৭
লর্ড ব্রুমের জীবন-চরিত ৩
সক্রেতিসের জীবন-চরিত ৭০
সর ওয়াল্‌টর স্কটের জীবন-চরিত ৩৮
সর রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবন-চরিত ... ৪১
স্ত্রীরহস্য ৩৩
স্পেনদেশীয় ধর্ম্ম বিচারালয় ২৮
হৈদ্রাবাদের ইতিহাস ৬

রহস্য-সন্দর্ভ

নাম

পদার্থ-সমালোচক মাসিক পত্র।

৬ পর্ব্ব] প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ টাকা। [৬১ খণ্ড।

ভূমিকা

শ্বর-প্রসাদে রহস্য-সন্দর্ভের ষষ্ঠ পর্ব্বের প্রারম্ভ হইল। ইহার সঙ্কলনে পূর্ব্বকৃত সঙ্কল্পের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করা হইবেক; অতএব ভূমিকাস্বরূপে কোন বিশেষ কথার উল্লেখ করণীয় নাই। সেই বিবেচনায় দ্বিতীয় অবধি পঞ্চম পর্ব্বে কোন প্রস্তাবনা করা হয় নাই। পরন্তু লোক-যাত্রায় মধ্যে২ বিগত কালের সমালোচনায় অনেক ফল আছে। নববর্ষারম্ভে যদ্যপি কেহ বিগত বর্ষের কৃতকর্ম্ম-কলাপের ধ্যান করেন তাহা হইলে অনেক বিষয় তাঁহার মনে উদিত হইবে, যাহার অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐহিক পারত্রিকের উপকার হইত; কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মর্ম্মপীড়া বোধ হইতে পারে; অপর কোন২ ক্রিয়া-স্মরণে তাঁহার আনন্দের অনুভব হইবে, সন্দেহ নাই। ফলে এই সমালোচন-ক্রিয়া অকর্ত্তব্যের নিবারক ও কর্ত্তব্যের পোষক বলিয়া গণ্য, এবং তদ্ধেতুক সামযিক পত্রের সম্পাদকেরা যথা-নিয়মে তাহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। রহস্য-সন্দর্ভ-সম্বন্ধে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে ও ইহা নিস্ফল হইবে এমত বোধ হয় না; অতএব আমরা ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই সমালোচনের প্রারম্ভেই একটী বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে রহস্য-সন্দর্ভের শেষ দ্বাদশ খণ্ড এক-বৎসরকাল-মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া তদধিক দীর্ঘকালে পাঠকমহোদয়ের হস্তে উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রকটন সময়েরও বিশেষ অনিয়ম ঘটিয়াছে। এই ত্রুটি আমরা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই। বোধ হয় মহোদয় পাঠক মহাশয়েরাও ঐ কারণ জ্ঞাত থাকায় আমাদিগের অপরাধের মার্জ্জনা করত রহস্যের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের লাঘব করেন নাই। পরন্তু এরূপ ঘটনা সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দী; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট পত্রেরও বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে; এবং তাহার নিবারণার্থ আমরা সম্প্রতি এক জন সুপণ্ডিত প্রবীণ পারদর্শী আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বহুকাল সাময়িক পত্রে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এবং রহস্য-সন্দর্ভের অভিধেয় ও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুপ্রশস্তলেখনী-নিঃসৃত সন্দর্ভ-কলাপে সহৃদয় মহোদয়দিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হইবেক ইহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে রহস্যানুরাগিদিগের পরিচিত করিতেছি। এতৎখণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা রচিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই সন্দর্ভ নিয়মিত সময়ে পাঠকদিগের মানস পরিতৃপ্ত করে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত

থাকিবেন। এতৎ প্রস্তাবলেখক পুর্ব্বে সপ্ত-বৎসর-যাবৎ "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও পরে "রহস্য সন্দর্ভের" পাঁচ পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎসাধনে বার্দ্ধক্যের সহিত কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সম্ভব অবশ্য মানিতে হইবে। পরন্তু পাঠকদিগের পরিতোষণার্থ তিনি কৃতসঙ্কল্প আছেন, এবং কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন ইহা বলা বাহুল্য।

রহস্যের পুর্ব্ব২ খণ্ডে যেসকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। তাহার উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতার নিরূপণ সহৃদয় পাঠকদ্বারাই বিহিত নির্বাহিত হইতেপারে। আমাদিগের তদ্বিষয়ে এই মাত্র আহ্লাদের বিষয় যে রহস্য-সাধনে আমরা এ পর্য্যন্ত অশ্লীলতার কণা-মাত্রও এই পত্রে প্রবেশ করিতে দিই নাই, এবং ভবিষ্যতেও যে সে প্রতিজ্ঞা সর্ববতোভাবে রক্ষা করিব ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। আদিরসের আলোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; তদর্থ অনেক সুলভ পত্র আছে; এবং যাঁহাদের তাহাতে বিশেষ অভিরুচি তাঁহাদিগের অনুমোদনে আমরা অক্ষম। ধর্ম্ম-বিষয়ে মনুষ্যের মতামত এতাদৃশ বিভিন্ন যে তাহার যে কোনটীর অনুশীলন করিলে অনেকের নিকট অপরাধী হইতে হয়; অতএব তাহাও এতৎ সন্দর্ভের অভিধেয় নহে। রাজকীয় বিষয়ের আলোচনা ও নূতন সংবাদের নিমিত্ত এতদ্দেশে অনেকগুলি সুচারু সংবাদপত্র বর্ত্তমান আছে; তৎসম্পাদকদিগের ক্ষেত্রে হস্ত প্রক্ষেপদ্বারা জ্যেষ্ঠের তিরস্কার বা আততায়িতায় আমাদিগের কিছু মাত্র অভিরুচি নাই; প্রত্যুত আমরা তাঁহাদের আশ্রয় ও অনুরাগের প্রার্থী; অতএব পাঠক মহাশয়-দিগেকে ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামতের বিচার; কি প্রার্থ-ঙ্গল নায়ক নায়িকার অদ্ভুত আখ্যান; কি রাজকরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায়পরতা; কি বৃহৎ কুষ্মাণ্ড ও ত্রিগির বৎসের বর্ণন প্রভৃতি কিছুই সমাহরণের অঙ্গীকার করিতে পারি না। প্রকৃত সৃষ্টি মাত্র আমাদিগের ক্ষেত্র, এবং ইহাতে জগৎপিতার অপূর্ব কৌশল-জ্ঞাপক যে কোন পদার্থ আমাদিগের লক্ষ্য হইবে তৎসঙ্গ্রহে আমরা সর্ববতোভাবে নিযুক্ত থাকিব। পুরাবৃত্ত ও প্রাচীন কীর্ত্তি তথা মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্তও সেই পরম-কারুণিকের করুণার আখ্যান-স্বরূপ, অতএব তাহাতেও আমাদিগের সর্ববদা মনোনিবেশ আছে। যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের অনুরাগী তাঁহাদিগকে আমরা এই পত্র-পাঠের অনুরোধ করি।

লর্ড ব্রুমের জীবন চরিত।

লণ্ড দেশে লর্ড ব্রুমের নাম সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইনি এক-জন প্রসিদ্ধ বক্তা, দার্শনিক, বিজ্ঞানবেত্তা, রাজনীতিজ্ঞ, সুলেখক, ও লোক-হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সদৃশ একাধারে এত ক্ষমতা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি আপনার সুদীর্ঘ জীবনে ব্রিটিশ রাজ্যের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন; এবং ইহাঁর নাম ব্রিটন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সুস্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; অতএব ইহার জীবন চরিত এতদ্দেশে বিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

লর্ড ব্রুম ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এডিনবরা-নগরে জন্ম গ্রহণ করেণ। বিখ্যাত পুরাবৃত্ত-লেখক রবর্টসনের সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল। তিনি এডিনবরা-নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। বিদ্যালয়ে গণিত ও সিদ্ধান্ত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লর্ড ব্রুম কিছু দিন ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেণ। তৎপরে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে "এডিনবরা রিবিউ" নামক একখানি ত্রৈমাসিক সন্দর্ভ প্রচারিত হইলে তিনি তাহাতে বিবিধ প্রস্তাব লিখিতে লাগিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্বিংশতি-বৎসর-বয়সে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ-সম্বন্ধীয়-ব্যবস্থা-বিষয়ে তিনি একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রস্তাব অতি অল্পবয়সে প্রকটিত হয়, ও তাহাতে প্রশস্তজ্ঞান, প্রগাঢ় অনুসন্ধানপরতা এবং বহুদর্শন প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধ ও প্রস্তাবদ্বারা তাঁহার খ্যাতির বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লর্ড ব্রুম ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বেরিষ্টরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পর তাঁহার অনেক কাজ জুটিতে লাগিল। তিনি লণ্ডন, লিবরপুল, ও মাঞ্চেষ্টরের বণিগ্দিগের পক্ষে যে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তির সুখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাহার পর তিনি পার্লিয়মেণ্ট মহাসভার সভ্যপদে নিযুক্তহইয়া উক্ত সভার অন্তর্গত "হাউস্ অফ কমন্স" নামক প্রতিনিধি সভায় বিবিধ-বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ বাক্পটুতা ও তেজস্বিতা-সহকারে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন। যখন অধর্ম্ম-বিরুদ্ধে হৃদয়ভেদী শ্লেষোক্তি-পূর্ণ অগ্নিময় তেজোগর্ভ বক্তৃতা-স্রোত তাহার মুখহইতে বিনিঃসৃত হইত তখন সকলে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিত পারিতেন না। তিনি সুশিক্ষার বিস্তার, কারাবাসীদিগের অন্যায়-কষ্ট নিবারণ, সৈন্যদিগের প্রহার-নিবারণ, দাসবিক্রয়-প্রথার রাহিত্য, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা, রাজনীতি-সংস্কার, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বহুল হিতকর বিষয়ে অশেষ প্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ক্রীতদাসের প্রথা উঠাইবার চেষ্টা করাতে লোকহিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহা সকরুণ বক্তৃতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

১৮১৩ অবধি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড ব্রুম পার্লিয়মেণ্ট সভার সভ্যছিলেন। তৎপরে তিনি শিক্ষা বিষয়ের কুরীতির উন্মূলন ও তাহার উন্নতির নিমিত্ত সমধিক যত্ন করিয়াছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়মেণ্ট সভায় রাণী কোরোলাইনের মোকদ্দমারূপ সুবিখ্যাত ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। রাণীর বিলাস-পরায়ণ লম্পটস্বামী চতুর্থ জর্জ্জের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না। তাঁহার শ্বশুর তৃতীয় জর্জ্জ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয়। তাহাতে তিনি মনের খেদে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইতালীদেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় জর্জ্জ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, স্বীয় স্বামীর রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁহার সহিত একত্র অভিষিক্ত হইবার মানসে কারোলাইন্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রাজা (চতুর্থ জর্জ্জ) তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া রাজমহিষীর স্বত্বাধিকারহইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত পার্লিয়মেণ্ট সভায় অভিযোগউপস্থিত করেন। রাণী লর্ড ব্রুমকে আপনার প্রধান

উকীল নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। লর্ড ক্রুম্ পার্লিয়মেণ্ট সভায় রাণীর সপক্ষে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে ক্রূর ব্যক্তিদিগের ষড়যন্ত্রের জাল বৃহৎ পক্ষীকর্ত্তৃক ঊর্ণনাভের বাগুরার ন্যায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল; এবং তাহা সদ্বক্তৃতা তীক্ষ্ণ-তর্ক সত্যপরায়নতা এবং অপূর্ব্ব বাগ্মিতার উৎকৃষ্ট উপমা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তৎশ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মন একেবারে দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রাজমন্ত্রীদিগদ্বারা আহূত অনেক ব্যক্তি রাণীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, কিন্তু লর্ড ক্রুমের বক্তৃতার তেজে তাহারা কেহই তিষ্ঠিতে পারিল না। পরিশেষে রাণী অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু রাজা রাজ্যাভিষেকের সময় কোনমতে তাঁহাকে আপনার সহিত একত্র অভিষিক্ত হইতে দিলেন না। ইহাতে তিনি ভগ্নচিত্তা হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্রুম লণ্ডন নগরে এক যন্ত্রবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেকট্র পদে নিযুক্ত হন। তৎপর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকোপকারিণী বিদ্যার বিস্তার জন্য এক সভা প্রতিষ্ঠিতা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুম বেরন ডি ব: উপাধি প্রাপ্ত হইয়া লর্ড চেনসেলর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩৫ অব্দে তাঁহার প্রতিপক্ষ লর্ড মেলবোরন্ প্রধান মন্ত্রী ও লর্ড রসল হোম সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হওয়াতে লর্ড ক্রুম রাজ-কার্য্য-হইতে অবসৃত হইলেন। তদবধি তিনি সামান্য সামান্য গার্হস্থ্যরীতি ও রাজ-ব্যবস্থা-সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগ তিনি গ্রন্থ-রচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি সংবাদ-পত্র, সমালোচন পত্র, বিদ্যাকল্পদ্রুম ও অন্যান্য বহুজনরচিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ও তাহার পরে জীবনচরিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়েও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি "ঈশ্বর-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক-প্রমাণ," "তৃতীয় জর্জ্জের সময়ের রাজকার্য্য-কুশল ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত," ঐ সময়ের "গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের জীবনচরিত," "রাজনীতি" প্রভৃতি গ্রন্থ-সকল প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।

লর্ড ক্রুমের জীবনের অন্তর্ভাগ নির্জ্জনে ও অসুস্থাবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কুলটাদিগের দোষ সংশোধক রজনী সমাজ নামে একটী সভা ও সামাজিক-বিজ্ঞান-আলোচনা-কারিণী অপর একটী সভা স্থাপন করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মানবলীলা সংবরণ করেন।

লর্ড ক্রুম ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরনেট্ উপাধিধারী রবর্ট ইউন নামা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পৌত্রী মেরি এনের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে তাঁহার দুইটী কন্যা হইয়াছিল।

লর্ড ক্রুম বহুজ্ঞ ও অসামান্য-সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তিছিলেন। তাঁহার উন্নতি-হিতৈষিতা, উদার মত, এবং অন্যায় অত্যাচার-নিবারণ বিষয়ে সতেজ উৎসাহ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি শেষ দশায় ফ্রান্স দেশের কেন্-নামক-নগরে অবস্থিতি করেন। তিনি সেই প্রদেশের লোকের এমনি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইলে সমস্ত প্রদেশের লোক তাঁহার সমাধি দিবসে মহা সমারোহ সম্পাদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহার নিষেধ থাকায় সে সমারোহ হয় নাই। তথাপি কেন্ নগরের বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাহার সমাধিক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ গমন না করিয়া থাকিতে পারিল না। সমাধিক্ষেত্রে পাদরী রোল্ফ্ আত্মীয় স্বজনের প্রতি লর্ড ক্রুমের সদব্যবহারের বিষয়ে প্রশংসাবাদ পূর্ণ

এক বক্তৃতা করিয়া সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

হৈদরাবাদের ইতিহাস।

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমরুদ্দীন আসফজা নামা এক ব্যক্তি দিল্লীর বাদশাহের নিকটহইতে নিজামুল মুলক এই উপাধির সহিত দক্ষিণ দেশের সুবাদার পদ প্রাপ্তহইয়া তথায় রাজত্বে প্রবেশ করেন।

ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসকলে বিশেষ অত্যাচার করিত। আসফজা প্রথমতঃ তাহাদের দৌরাত্ম্য সহ্য করিলেন। মাস্থু নামক মহারাষ্ট্রীয় নরপতি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষরূপে পরিণীত হইয়াছিলেন।

তৎপরে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোখশের আসফজাকে গুজরাটে পাঠাইয়া হুসেন আলীকে সুবাদারী প্রদান-পূর্ব্বক দক্ষিণদেশে প্রেরণ করেন। তখন বালাজী বিশ্বনাথ-নামক এক ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হুশেন আলী তাঁহাকে সাম্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন, এবং তাহাকে দক্ষিণ দেশের বহুল অংশ ছাড়িয়া দিলেন। হুসেন আলী এইরূপে দক্ষিণ দেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। তথায় সম্রাট্ এই সন্ধিতে সম্মতি দান করিলেন না। এই উপলক্ষে হুসেন আলীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বের মনোন্তর বিবাদরূপে পরিণত হয়। অবশেষে হুসেন আলীর ষড়যন্ত্রে সম্রাট্ প্রাণ ত্যাগ করেন।

এদিকে আসফজা নিজামুল্ মুল্ক গুজরাটে সৈন্যসঙ্গ্রহ করিয়া দক্ষিণ দেশ অধিকার করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কয়েকদল বিপক্ষ সৈন্য পরাজিত ও কয়েকটা নগর লুণ্ঠনকরিয়া আপনার পূর্ব্বপদ অধিকার করিলেন।

১৭২২খ্রীঃ সম্রাট্ মুহম্মদশাহ নিজামুল্ মুল্ককে আপনার সাক্ষাতে লইয়া মন্ত্রীত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিলাস-পরায়ণ সম্রাটের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া উহা পরিত্যাগ করত দক্ষিণদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। হৈদরাবাদের রাজপ্রতিনিধি তাঁহার সহিত সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে পরাজিত করিয়া হৈদরাবাদে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে ১৭২৪খ্রীঃ হৈদরাবাদ রাজ্য রূপে সংস্থাপিত হয়।

নিজাম মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের তৎকালীন প্রধান অধিপতি বাজীরাও মহাপ্রতাপ-সহকারে সৈন্য-সঙ্গ্রহ-উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ও জনপদ উৎসন্ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম বাজীরাওর সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে তিনি হৈদরাবাদ প্রদেশে হস্তার্পণ করিবেন না, ও নিষ্কণ্টকে দক্ষিণ দেশের উত্তরাংশ জয় করিবেন তাহাতে নিজাম কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না।

১৭৩১খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সুযোগে অবাধে অনেকদেশ মোগলহইতেউর্দ্ধার-করণ-পূর্ব্বক বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষ তাহাদের নামে কম্পিত হইল।

১৭৩৭খ্রীঃ নিজাম দেখিলেন যে এইরূপ সন্ধি

বন্ধন করিয়া তিনি ভাল কার্য্য করেন নাই। এক্ষণে তিনি আপনাকেও নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারিলেন না। সাহায্য ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার অন্য উপায় না থাকায় তাঁহাকে দিল্লীতে সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইল; এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিতে পারিলে মালব ও গুজরাট্ সম্রাটের রাজ্যের অন্তর্গত হইবে, ইহা অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু নিজাম এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, এবং স্বয়ং উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না, অতএব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া তাহাদের সহিত পুনরায় এক সন্ধি করিলেন।

১৭৩৯ খ্রীঃ বাজীরাও নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন। নিজামের পুত্র নাজির জঙ্গ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজ্য করিয়া নিজামুল্ মুল্‌ক এক শত বার বৎসর বয়সে কলেবর ত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর সময়ে দক্ষিণ রাজ্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ছিল। কোন ভূপতির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র পৌত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা ও অপর লোকেও তাহার সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিত। নিজাম উল্‌মুল্‌কের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুজাউদ্দীন খাঁ দিল্লীর রাজসভাতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এজন্য তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ সুবাদার পদবী গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌গণ দক্ষিণ দেশের উপকূল ভাগে আপনাদের প্রভুত্ব ও পরাক্রম বিস্তার করিতে ছিল।

রাজন্যবর্গ যাঁহার যখন বিপদ উপস্থিত হইত তিনি তখন ইংরাজ বা ফরাসীদিগের সহায্য প্রার্থনা করিতেন। ইউরোপীয়গণও এই সুযোগে ভারতবর্ষে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশে, আবশ্যকমত কখন মুসলমনদিগের কখন বা তাহাদিগের বিপক্ষ হিন্দুদিগের সহায়তা করিতে লাগিল।

নাজির জঙ্গ হৈদরাবাদ রাজ্যের সুবাদারী গ্রহণ করিলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ নামা এক ব্যক্তি ফরাসিদিগের সাহায্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিল। ঐ উপলক্ষে ফরাসীদিগের প্রতিনিধি ডুপ্‌লে নাজির জঙ্গের কতক গুলি অফগান্ সেনাপতির সহিত তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন; এবং অবশেষে তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিলেন। তৎপরে মুজফ্‌ফর জঙ্গ ফরাসীদিগের প্রধান নগর পণ্ডিচেরীতে গমন করিলে ফরাসী রাজপ্রতিনিধ দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে দক্ষিণ দেশে সুবাদার পদবীতে অধিরূঢ় করাইলেন, এবং আপনি মোগলদিগের পক্ষে সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃ-স্বরূপ হইলেন।

পরন্তু মুজফ্‌ফর জঙ্গ অনধিক কালমধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ফরাসী সেনাপতি বুষী সলাবত্ জঙ্গ নামা নিজামের আর এক পুত্রকে সিংহাসনারূঢ় করাইলেন।

নিজাম উলমুল্‌কের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুজা উদ্দীন এপর্য্যন্ত দিল্লীর সভাতে সুখ্যাতি-সহকারে কার্য্যকরিতেছিলেন। নাজির জঙ্গের মৃত্যু হইলে তিনি সম্রাটের নিকট দক্ষিণদেশের সুবাদারীর সনন্দ লইয়া হৈদরাবাদ অধিকার করিবার মানসে আসিতেছেন, এদিগে গাজীউদ্দীন নামা একব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এই স্বীকার করিলেন যে যদি তাহাদের বলে সলাবত্ জঙ্গ পরাজিত হন তাহা হইলে তাহারা হৈদরাবাদ রাজ্যে অনেক জায়গীর পাইবে। সলাবত্ জঙ্গের সহায় সম্পদ

ফরাসী সেনাপতি বুষী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিলেন; কিন্তু সলাবত্ জঙ্গের সৈন্যগণ অবশীভূত হওয়াতে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রত্যাশামত তাহাদিগকে কতক জায়গীর দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহার পরে গরল মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য প্রয়োগে গাজী উদ্দীনের প্রাণ বিনাস করিয়া সলাবত্ জঙ্গ নিষ্কণ্টক হইয়া ছিলেন।

এই সময়ে অনেক গুলি লোক বুষীর শত্রু হইয়া উঠিল। নিজামের মন্ত্রীও তাহার অনিষ্ট-সাধনে তৎপর হইয়া তাহার সৈন্যদিগের মধ্যে বিবাদ জন্মাইয়া ছিল। বুষী এই বর্ত্তমান ও ভাবী বিপদ সমূহহইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজামের নিকট ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমুদায় উত্তর সরকারের অধিকার প্রার্থনা করিয়া লইলেন। তৎকালে উত্তর সরকারে বার্ষিক প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব সঙ্গ্রহ হইত।

বুষীর সাহায্যে সলাবত্ জঙ্গ মহীসূর প্রভৃতি প্রদেশহইতে প্রভূত ধনরাশী লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার মন্ত্রীর দুর্মন্ত্রণায় বুষীকে আপন রাজ্যহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন; এবং মান্দ্রাজ্ বাসী ইংরাজ বণিগ্‌দিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন।

সলাবত্ জঙ্গ আপনার রাজত্বের মূল ও শত্রুদমন-বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিস্বরূপ ফরাসী সেনাপতি বুষীর সহিত এইরূপে কলহ করিয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন। পরিশেষে তাহারই সহায়তা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন, এবং ঐ সহায়তাদ্বারা সেই বিপদ-রাশি-হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বে ফরাসী ও ইংলণ্ডীয় বণিগ্‌গণ দক্ষিণদেশের পূর্ব্বোপকূলে পরস্পরে উৎসেদ সাধনে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিল। এক্ষণে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তাহারা ভারতবর্ষহইতে অন্যতর পক্ষকে উন্মূলিত করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলে ইউরোপহইতে উভয় পক্ষের সৈন্য ও সেনাপতিসকল আসিতে লাগিল। নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। বিস্তর সৈন্য হত ও আহত হইল। অনেক নগর ভূমিসাৎ হইয়া গেল। অবশেষে ইংরাজগণ জয়লাভ করিয়া ফরাসীদিগকে তাহাদের অধিকৃত সমুদায় প্রদেশহইতে দূরীভূত করিল। এই উপলক্ষে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সলাবত্ জঙ্গের সহিত ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই; সমুদায় মসলিপাটাম, সরকার ও তদন্তর্গত আট জেলা এবং জীগাপাটাম ও কারিকাল ও মহিসুর ইংরাজ কোম্পানীকে এনাম স্বরূপ প্রদত্ত হইবে, এবং ফরাশীষদিগকে যেরূপ সনন্দ দেওয়া হইয়া ছিল সেইরূপ তাহারাও পাইবে। অধিকন্তু নবাব সলাবত্ জঙ্গ ফরাশীদিগের সৈন্য সমস্ত দক্ষিণ দেশহইতে বহির্গত করিয়া দিবেন, ও তাহাদিগকে আর কখন কোন কারণে দক্ষিণ দেশে স্থান দিবেন না, এই অঙ্গীকার করিলেন। নবাব স্বয়ং সরকার প্রদেশের কর সঙ্গ্রহে হস্ত প্রদান করিবেন না; কোন প্রকারে ইংরাজদিগের শত্রুপক্ষের সহায়তা করিবেন না। পক্ষান্তরে ইংরাজগণও নবাবের শত্রুদিগকে আশ্রয় দিবে না, ও তাহাদের সহায়তা করিবেক না ইহা ও স্বীকৃত হইল। ঐ সময়ে ইংরাজেরা এইরূপ এক প্রবাদ প্রকাশ করেন যে যেসময়ে ক্লাইব দিল্লীর সম্রাটের নিকট বাঙ্গলা বিহারও উড়িশ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়েন, সেই সময়ে সরকারপ্রদেশও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহাপ্রতাপান্বিত মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্বার নিজামের-রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে জানিয়া সলাবত জঙ্গ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে স্বয়ং অক্ষম বুঝিয়া দক্ষিণ দেশে বারটী সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে তাহাদের বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম আলী সলাবত জঙ্গকে-সিংহাসনচ্যুত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন; এবং পরে তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হইয়া ছিলেন।

ইংরাজদিগের অর্থের অভাব হেতু কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর চোরমণ্ডল-উপকূলবর্ত্তী উত্তর-সরকার চিরকালের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে ক্লাইব মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে যখন তিনি বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন উত্তর-সরকারেরও সম্রাট্-দত্ত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিজাম আলী এই প্রকারে সরকার প্রদেশের অধিকারহইতে চ্যুত হইয়া তাহার উদ্ধারার্থ যুদ্ধ-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে এমন ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল যে তথাকার গবর্ণর স্বয়ং নিজামের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অতএব তিনি জেনেরল কলিয়ডকে হৈদরাবাদে প্রেরণ করিয়া নিজামের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এই সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হয় যে ইলোর, চিকাকোল, রাজমহেন্দ্রী, মুসতকা নগর, ও গণ্টুর প্রদেশ ইংরাজগণ চিরকাল ভোগ করিবেন। ও তদ্বিনিময়ে নিজাম আবশ্যকমত ইংরাজদিগের নিকটহইতে সৈন্যসাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। যে বৎসর তাঁহার সৈন্য প্রয়োজন না হইবে সে বৎসর তিনি ৯ লক্ষ টাকা পাইবেন। নিজামও আবশ্যকমত ইংরাজদিগের সাহায্য করিবেন। ইতিপূর্ব্বে নিজাম তাঁহার ভ্রাতা বজালত্ জঙ্গকে গণ্টুর প্রদেশ জাইগীরস্বরূপ দিয়াছিলেন; অতএব এই স্থির হইল যদি তিনি কর্ণাট প্রদেশে কোন বিদ্রোহ উপস্থিত না করেন তাহাহইলে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণ্টুর সরকার তাঁহার অধিকারে থাকিবে; তাহার পর ঐ প্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে আসিবে। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি হয়।

প্রথমাবধি নিজাম অপহৃত প্রদেশ পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ ছিলেন। ১৭৬১খ্রীঃ তিনি সুনাপ্রভৃতি দেশ অধিকার-করণ-মানসে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে তিনি বিফলপ্রযত্ন হন। তাহার পর কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া হৈদর আলীকে, কখন হৈদর আলীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজদিগকে, পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহাতে তিনি কোনপ্রকারেও রাজ্যলাভ বা ধনলাভ বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইলেন না; ইহাতেকেবল তাঁহার দুরভিসন্ধিমাত্র প্রকাশ পাইল। পরিশেষে ১৭৬৮-খ্রীঃ ইংরাজসেনাপতি কর্ণেল পীয়র তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিবার উদ্দেশে আসিতেছেন, শুনিয়া ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও শপথ করিয়া এই সন্ধি বদ্ধ হইল। ইহাতে নির্দ্ধারিত হইল যে হৈদর আলীকে যে সকল সনন্দ দেওয়া হইয়াছে, নিজাম তাহা রহিত করিবেন, ইংরাজদিগকে বাৎসরিক ৭ লক্ষ টাকা মূল্যে কর্ণাট দেশের দেওনী প্রদান করিবেন, উত্তর সরকারের রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন, এবং স্বীয় সাহায্যার্থ দুই দলমাত্র ইংরাজ সৈন্য পাইবেন; কিন্তু ইংরাজদিগের মিত্রপক্ষ কাহারো বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না।
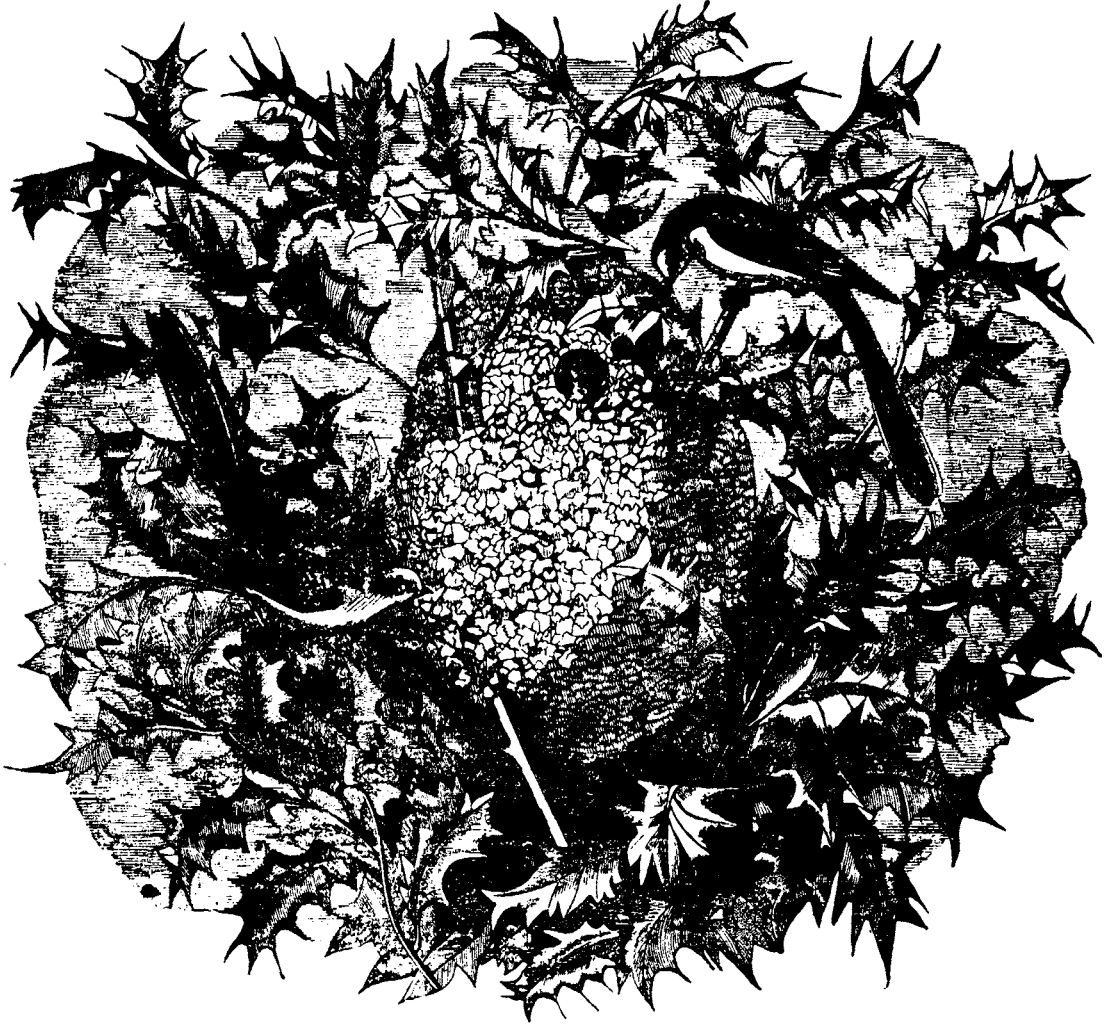
বটল্‌টিট্‌ বা বিলাতী বাবুই পক্ষী।

বটল্‌টিট্‌ বা বিলাতী বাবুই পক্ষী।
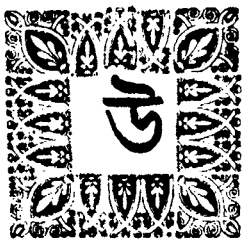
উপরে কুলায়-সহকৃত যে পক্ষীর প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, উহা এতদ্দেশীয় বাবুই পক্ষি-বিশেষ। এই পক্ষী অতিক্ষুদ্র-কায় ও দেখিতে অতিসুন্দর। ইহার চঞ্চু অতিসূক্ষ্ম, মস্তক গোলাকৃতি, পুচ্ছ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। পুচ্ছের দীর্ঘতাহেতু কোন কোন দেশের লোক ইহাকে "দীর্ঘপুচ্ছ" নাম প্রদান করিয়াছে। ইহার শরীরের বর্ণ ধূসর; পদের কোন কোন ভাগ কৃষ্ণবর্ণ। পৃষ্ঠের প্রান্তে একটী শুভ্রবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়। যে কোন স্থানে জলের মধ্যে কোন বৃক্ষ অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া থাকে, এই পক্ষী সেই অর্দ্ধমগ্ন বৃক্ষের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে।

এই পক্ষী ১২ অবধি ১৮ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি অতিক্ষুদ্র; ও তাহার এক পার্শ্বে একপ্রকার মলিন রক্তবর্ণ বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা যায়। এই পক্ষী আহার অন্বেষণার্থে বাস-

বৃক্ষের শাখাভ্যন্তরে সর্ব্বদা ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও বৃক্ষত্বঙ্ন্যস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব ইহাদিগের খাদ্য।

শীতকালে ইহারা ১০ বা ১২ টীতে একত্র হইয়া একপ্রকার সুমিষ্ট রব করিতে থাকে। বৃক্ষশাখার স্থানে স্থানে যে সকল শৈবাল জড়িত হইয়া থাকে, তাহার বর্ণের সহিত ইহাদের শরীরের ও কুলায়ের বর্ণের এরূপ সমতা যে ইহাদিগকে ঐ শৈবালহইতে প্রভেদ করিয়া দেখা ভার। কেবল ইহাদের স্বরদ্বারা ইহাদিগকে চিনিতে পারাযায়। ইহারা তীরের ন্যায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে উড়িয়া থ.কে। ইহাদের দৃষ্টি অতিতীক্ষ্ণ। ইহারা ত্বরিতবেগে উড়িতে২ শীঘ্র শীঘ্র এমন সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে যে সে সকল কীট আমাদের চক্ষে অনুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হওয়া সুকঠিন।

ইহাদের কুলায়-নির্ম্মাণ-কৌশল অতিচমৎকার। কুলায়টী দেখিতে প্রায় বোতলের ন্যায়। এজন্য বিলাতে এই পক্ষীর নাম "বট্‌ল টিট্‌"। কুলায়টী সচরাচর দীর্ঘে একহস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত হইয়া থাকে। তাহার বহির্ভাগে বৃক্ষ ও মৃত্তিকাজাত শৈবাল মাকড়শার জাল প্রভৃতি বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। ভিতরের তলা ও চতুষ্পার্শ কেবল পালকে আচ্ছাদিত থাকে। উর্দ্ধভাগে ক্ষুদ্রায়ত্ত একটী দ্বার বৃক্ষের স্থূল শাখায় সংলগ্ন থাকে। সেই নীড় এরূপ কৌশলে স্থাপিত হয় যে আশু তাহাকে বৃক্ষ শাখার অংশ বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

কুলায়টীর চতুর্দ্দিক আবরণ ও দৃঢ় ও প্রচ্ছন্ন ভাবে তাহা স্থাপন করিবার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য অনুভূত হয়। এই পক্ষীর অধিক সাবক হয়; এবং উহা দীর্ঘকাল ঐ কুলায় মধ্যে প্রতিপালিত না হইলে ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া আহার সঙ্গ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। ঐ দীর্ঘকাল মধ্যে ঝড় বৃষ্টি ও বায়ুর প্রতিকূলতা নিবন্ধন শাবকগুলির কোন অনিষ্ট না হয় এই উদ্দেশে এই পক্ষী কুলায়ের উষ্ণতা ও দৃঢ়তা সাধনজন্য তাহা এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

এইসকল ক্ষুদ্র শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পক্ষিদিগের কুলায় নির্ম্মাণে যেরূপ মানব-বুদ্ধি-সদৃশ পক্ষি-সংস্কারের অত্যদ্ভুত কার্য্য প্রকাশিত হয়, তদধিক প্রকৃতির অন্য কোন ব্যবস্থা প্রণালীতে প্রকাশিত হয় না।

প্রস্তরাসী মনুষ্য।

সচরাচর যে প্রকার ফলের বৃক্ষ তাহাহইতে সেই প্রকার ফল, ও যে প্রকার মনুষ্য তাহাহইতে সেইপ্রকার মনুষ্য উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু এই নিয়মের ব্যভিচারস্থল নাই, এমত নহে। মধ্যে মধ্যে এক একটী ফলের বৃক্ষহইতে এমন একটী অদ্ভুত ফলের বা এক একটী মনুষ্যহইতে এমন এক একটী অদ্ভুত অপূর্ব্ব মনুষ্যের, উৎপত্তি হয় যে তাহাদিগকে তজ্জাতীয় ফল বা মনুষ্য বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয় না।

আমাদের দেশে মহিলাদিগের গর্ভহইতে অসময়ে বা উপযুক্ত সময়ে শঙ্খ সর্প প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন জাতীয় জীব বা পদার্থের উৎপত্তির একএকটি উপন্যাস স্ত্রীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইতিহাসেও দ্বিশির, ত্রিবাহু ও অন্যান্যপ্রকার অদ্ভুত কায় শিশুর জন্মের কথা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংস্কারবশতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণ সসত্ত্বাবস্থায় "নাজানি কিরূপ ছেলে হয়,